কৃষ্ণ যজুর্বেদীয়

মহানারায়ণ উপনিষৎ

সমস্ত মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ এবং আচার্য্য নারায়ণ কৃত দীপিকা সম্বলিত

শ্রুতি মাত্রোপজীবি
শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়

প্রকাশক—
স্বামী দুর্গেশানন্দ
২১১ এ, গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়
ডাকঘর বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া
পশ্চিমবঙ্গ পিন-৭১১২০২

প্রথম প্রকাশ ১৩৫৫ সাল

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান
১। প্রকাশকের নিকট

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

৩। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩
ফোন : ৩১-১৪৭৯

৪। 'সর্বোদয় বুক স্টল'
হাওড়া স্টেশন
রেল অনুসন্ধান বিভাগের নিকট

৫। জয়গুরু পুস্তকালয়
১২/১ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

৬। রামকৃষ্ণ বুক স্টল
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির।

মুদ্রক—
শ্রীদুর্গামঙ্গল রায়, আদর্শ প্রেস
৭, গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা-১১

সূচী-পত্র

প্রস্তাবনা	(৫)
নিবেদন	(১৩)
শান্তি পাঠ	(১৪)
মহানারায়ণপ্রভা	(১৫)
প্রথম অনুবাক্	১
দ্বিতীয় অনুবাক্	৩৩
তৃতীয় অনুবাক্	৩৬
চতুর্থ, পঞ্চম অনুবাক্	৩৭
ষষ্ঠ, সপ্তম অনুবাক্	৩৮
অষ্টম, নবম অনুবাক্	৪০
দশম অনুবাক্	৪১
একাদশ অনুবাক্	৪২
দ্বাদশ অনুবাক্	৪৩
ত্রয়োদশ অনুবাক্	৫৭
চতুর্দশ, পঞ্চদশ অনুবাক্	৬২
ষোড়শ অনুবাক্	৬৪
সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ, দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ, চতুর্বিংশ অনুবাক্	৬৫
পঞ্চবিংশ, ষড়্বিংশ, সপ্তবিংশ, অষ্টাবিংশ অনুবাক্	৬৬
ঊনত্রিংশ, ত্রিংশ অনুবাক	৭০
একত্রিংশ, দ্বাত্রিংশ অনুবাক্	৭১
ত্রয়স্ত্রিংশ, চতুস্ত্রিংশ অনুবাক্	৭৩
পঞ্চত্রিংশ অনুবাক্	৭৪

ষট্‌ত্রিংশ অনুবাক্‌	৭৬
সপ্তত্রিংশ, অষ্টত্রিংশ অনুবাক্‌	৭৮
ঊনচত্বারিংশ, চত্বারিংশ অনুবাক্‌	৮০
একচত্বারিংশ অনুবাক্‌	৮৫
দ্বিচত্বারিংশ, ত্রিচত্বারিংশ অনুবাক্‌	৮৬
চতুশ্চত্বারিংশ, পঞ্চচত্বারিংশ অনুবাক্‌	৮৭
ষট্‌চত্বারিংশ, সপ্তচত্বারিংশ, অষ্টচত্বারিংশ অনুবাক্‌	৮৮
ঊনপঞ্চাশো, পঞ্চাশো, একপঞ্চাশো অনুবাক্‌	৮৯
দ্বিপঞ্চাশো, ত্রিপঞ্চাশো, চতুঃপঞ্চাশো অনুবাক্‌	৯০
পঞ্চপঞ্চাশো, ষট্‌পঞ্চাশো, সপ্তপঞ্চাশো, অষ্টপঞ্চাশো অনুবাক্‌	৯১
ঊনষষ্টিতমো, ষষ্টিতমো অনুবাক্‌	৯২
একষষ্টিতমো, দ্বিষষ্টিতমো, ত্রিষষ্টিতমো অনুবাক্‌	৯৩
চতুঃষষ্টিতমো অনুবাক্‌	৯৪
পঞ্চষষ্টিতমো, ষট্‌ষষ্টিতমো অনুবাক্‌	৯৬
সপ্তষষ্টিতমো অনুবাক্‌	৯৯
অষ্টষষ্টিতমো অনুবাক্‌	১০২
ঊনসপ্ততিতম অনুবাক্‌	১০৩
সপ্ততিতম অনুবাক্‌	১০৪
একসপ্ততিতমো অনুবাক্‌	১০৫
দ্বিসপ্ততিতমো, ত্রিসপ্ততিতমো অনুবাক্‌	১০৬
চতুঃসপ্ততিতমো, পঞ্চসপ্ততিতমো, ষট্‌সপ্ততিতমো অনুবাক্‌	১০৭
সপ্তসপ্ততিতমো, অষ্টসপ্ততিতমো অনুবাক্‌	১০৮
একোনশীতিতমো অনুবাক্‌	১১২
অশীতিতমো অনুবাক্‌	১২২

প্রস্তাবনা

প্রায় বিংশবর্ষ পূর্বে মহানারায়ণ উপনিষদের অধ্যয়ন ও অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলাম। অনিবার্য্য বিপর্য্যয় অকস্মাৎ উপস্থিত হওয়ায় এই মহাগ্রন্থের অনুবাদ এত বর্ষ বিলম্বিত হইল। অন্তকাল আসন্ন জানিয়া এই অনুবাদ সমাপ্ত করিলাম। ইহার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ও প্রথমাংশের অনুবাদ ১৩৬৬-সালে 'ভাবমুখে' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বাহির হয়। মদনুদিত শ্রীমদ্-ভগবদ্ গীতার তৃতীয় ষট্‌কের পরিশিষ্টে ইহা পুনরায় প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি এই প্রাচীন উপনিষদের মন্ত্রাবলী ও প্রাঞ্জল মন্ত্রার্থ এবং আচার্য্য-নারায়ণ রচিত দুষ্প্রাপ্য দীপিকা সহ প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। দীপিকাকার নারায়ণ দীপিকার শেষ শ্লোকে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদ বাক্যানাং মহানারায়ণপ্রভা ॥

শ্রুতিমাত্রোপজীবি নারায়ণ কর্তৃক উক্ত উপনিষদের অস্পষ্ট পদ ও বাক্য সমূহের দীপিকা রচিত। এই দীপিকার নাম মহানারায়ণপ্রভা। আচার্য্য নারায়ণের উপজীবীকা শ্রুতিমাত্র, বেদ মাত্র ছিল। তিনি বেদজ্ঞ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বেদপাঠে ও বেদার্থ রচনায় জীবন যাপন করেন। মাণ্ডুক্যাদি আরও কয়েকটি উপনিষদের দীপিকা তিনি রচনা করিয়াছেন। বোম্বাই স্টাফ্ কর্পস্ অফিসার কর্ণেল জি, এ জ্যাকব উক্ত উপনিষদের নারায়ণ কৃত দীপিকা সংগ্রহ ও সংশোধনান্তে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর পুণা হইতে প্রকাশ করেন। ইহা পুনঃমুদ্রিত হয় নাই। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে এই দীপিকা আমার হস্ত-গত হয়। তখন উহার সমগ্র অনুবাদ দীপিকাসহ প্রকাশের আগ্রহ জাগিল। ৮৭ বৎসর পূর্বে মুদ্রিত দুইখণ্ড জীর্ণ, ছিন্ন, ক্ষুদ্র গ্রন্থ কলিকাতা

সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী হইতে আনাইয়া স্বহস্তে গ্রহণ মাত্র আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল এবং পড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম।

আমার অনুরোধে ধর্মচক্রের সম্পাদক শ্রীবলরাম বন্দোপাধ্যায় সযত্নে উক্ত উপনিষদের মন্ত্রাবলী ও দীপিকা নকল করিয়া দিলেন। ইহাতেই বাংলা অনুবাদ অতিকষ্টে অন্যের দ্বারা লিখাইলাম। ভাগ্যদোষে এগার বৎসর পূর্বে আমি অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি এবং আদৌ লিখিতে বা পড়িতে পারি না। এই অক্ষমতার নিমিত্ত মন্ত্রার্থ প্রভৃতি রচনা অতি কষ্টে অন্য দ্বারা করাইলাম।

মহানারায়ণ একটি প্রাচীন ও প্রধান উপনিষৎ এবং কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎযুগল সদৃশ কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত। যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ ইহার ঋষি বলিয়া ইহার অন্য নাম যাজ্ঞিকী উপনিষদ্। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যের মতে কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা দশ প্রপাঠকে বিভক্ত এবং উহার নবম ও দশম প্রপাঠকই যথাক্রমে তৈত্তিরীয় ও মহানারায়ণ উপনিষৎ। দক্ষিণ ভারতে ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে এই উপনিষদের অখণ্ড পাঠ প্রচলিত। সায়নাচার্য্যের পূর্বেই ভট্টভাস্কর সমগ্র কৃষ্ণযজুর্বেদের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রপাঠকের পরিবর্ত্তে "প্রশ্ন" ব্যবহার করেন ও বলেন, এই দুই উপনিষৎ কৃষ্ণযজুর্বেদের দুই শেষ প্রশ্ন। পূর্বোক্ত উভয় ভাষ্যকার কর্তৃক মহানারায়ণের যাজ্ঞিকী উপনিষদ্ নাম গৃহীত।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক উপনিষদ্ ভট্টভাস্কর কৃত ভাষ্যসহ মহীশূর বিবলোথিকা সংস্কৃত সিরিজ হইতে এবং সায়নকৃত ভাষ্যসহ পুণা আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ হইতে প্রকাশিত। কর্ণেল জি, এ, জ্যাকব কর্তৃক সম্পাদিত ও বোম্বাই সংস্কৃত সিরিজ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মহানারায়ণ উপনিষদের সহিত নারায়ণ কৃত দীপিকা পাওয়া যায়। মাদ্রাজনগরস্থ আডেয়ার লাইব্রেরী সিরিজে যাজ্ঞিকী উপনিষৎ প্রকাশিত। উক্ত উপনিষদের সরল ইংরাজী অনুবাদ মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সুপণ্ডিত স্বামী বিমলানন্দ সযত্নে করিয়াছেন

এবং উহার সরল সংস্কৃত টীকাও লিখিয়াছেন। ভট্টভাস্কর ও সায়নাচার্য্য কৃত ভাষ্যদ্বয়ের আলোকে এই সংস্কৃত টীকা রচিত মনে হয়। ইহা মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের উপনিষৎ সিরিজে প্রকাশিত। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ তুল্য মহানারায়ণ উপনিষৎ শিক্ষাবল্লী, আনন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লীতে বিভক্ত। বর্ত্তমান সংস্করণে মহানারায়ণ উপনিষৎ অশীতি অনুবাকে সমাপ্ত। ইহাই অন্ধ্র পাঠরূপে পরিগণিত। দ্রাবিড় পাঠ অনুসারে এই উপনিষৎ চতুঃষষ্টি অনুবাকে সমাপ্ত। ভাষ্যকার ভট্টভাস্কর কর্তৃক উক্তপাঠ পরিদৃষ্ট। আনন্দাশ্রম সংস্করণে যে পরিশিষ্ট সংযোজিত, তাহাতে দশম প্রপাঠক নারায়ণ উপনিষৎ নামে প্রকাশিত। অবশ্য ভট্টভাস্কর ও সায়নাচার্য্য কর্তৃক তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠক খিল বা পরিশিষ্ট রূপেই বিবেচিত। সায়নাচার্য্য স্বয়ং লক্ষ করিয়াছেন, কর্ণাটকে প্রচলিত আলোচ্য উপনিষৎ নবতি অনুবাকে সমাপ্ত। আচার্য্য শঙ্কর এই উপনিষদের ভাষ্যরচনা করেন নাই; কিন্তু তৎকৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের দুই স্থানে (৩৷৩৷২৪ এবং ৩৷৪৷২০) এই উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য বলেন, "তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ কথনান্তে কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা অনুক্ত ছিল, তাহাই প্রকীর্ণ গ্রন্থে কথিত হইল।" তিনি আরও বলেন, "ইহার আরম্ভে পরমাত্মার বর্ণনা ও সমাপ্তিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ প্রব্রজ্যার প্রশংসা থাকায় ইহা উপনিষৎ নামে খ্যাত হইবার যোগ্য। ঋগ্বেদে ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য খেদসহ বলেন, "বেদমন্ত্রচ্চার্য্য পরনিন্দারতকলহহেতু লৌকিকীং বার্তাং সর্বত্রোচ্চারয়তঃ স্পষ্ট এব বাচি ভাগ্যাভাবঃ।" ইহার অর্থ, "বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন না করিয়া পরচর্চা, মিথ্যা ও বিরোধের কারণ গ্রাম্য কথায় সর্বত্র লোকে অনুরক্ত হওয়ায় বাক্যে তাহাদের ভাগ্যহীনতা স্পষ্টভাবে প্রকটিত।" সুতরাং বৈদিক সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার করিলে আমাদের বাক্য-দৈন্য হ্রাস পাইবে ও সুমতি আসিবে। মনে রাখিতে হইবে, হিন্দু ধর্ম্মের চতুর্বেদই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্য।

বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১০৮ উপনিষৎ সমন্বিত একটি গ্রন্থ সাধু জীবনের প্রারম্ভেই আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং প্রধান উপনিষৎ সমূহের মন্ত্রাবলী প্রাতঃকালে আবৃত্তি করিতাম। বেলুড়মঠে ব্রহ্মচারীরূপে ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে মহানারায়ণ উপনিষদের মন্ত্রাবলী নিত্য পাঠে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। পরে সন্ন্যাস গ্রহনান্তে বুঝিলাম, বিরজাহোমের মন্ত্রাবলী উল্লিখিত উপনিষদে সন্নিবিষ্ট। মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত উক্ত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ পাঠে ইহার বাংলা অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে কলিকাতা বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত "উপনিষৎ গ্রন্থাবলীতে" (২য় খণ্ড) মহানারায়ণ উপনিষদের সুললিত অনুবাদ হইতে প্রচুর সাহায্য লইয়াছি। কর্ণেল জি, এ, জ্যাকব সামরিক অফিসার হইয়াও ভারতের সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নে অনুরক্ত হন এবং দুষ্প্রাপ্য হস্ত লিখিত বহু পুঁথি সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ খৃঃ আগষ্টমাসে ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি (Indian Antiquary) পঞ্চদশ খণ্ডে ১০ পৃষ্ঠায় কর্ণেল জ্যাকব আচার্য্য নারায়ণ সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর তিনি নারায়ণ রচিত অনেক দীপিকা সংগ্রহ করেন। এই সমস্ত দীপিকা উপনিষদের উপর লিখিত এবং উক্ত উপনিষৎ সমূহের ভাষ্য শংকরাচার্য্য কর্তৃক রচিত। উল্লিখিত দীপিকা সমূহের শেষে নারায়ণ শঙ্করোক্ত উপজীবী রূপে আত্মপরিচয় দেন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, নারায়ণ শঙ্করের পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূত হন।

কর্ণেল জ্যাকব সম্পাদিত দীপিকার সহিত প্রদত্ত মহানারায়ণ উপনিষদের ইংরাজী ভূমিকার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। "তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকের অঙ্গীভূত উপনিষদ পণ্ডিতগণের নিকট পরিচিত এবং কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। ইহার অথর্ববেদীয় পাঠ এই গ্রন্থে সর্ব্ব প্রথম মুদ্রিত হইল। বর্ত্তমান আকারে ইহা বৃহন্নারায়ণ নামে উক্ত

হইলেও আমি দীপিকাকার নারায়ণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত নাম গ্রহণ করিয়াছি। এইনাম দুইটি অনেক প্রাচীন পুঁথিতেও দৃষ্ট হয়। ইহার দীপিকা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়া প্রতীত হয়। ভারতে প্রকাশিত কোন সংস্কৃত পুঁথির তালিকাতেও ইহার উল্লেখ নাই। এবং প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের রচনাতেও উহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে পুণা শহরে সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুঁথিসমূহের মধ্যে উহার একটি মাত্র পুঁথি সম্পাদন করিতে বাধ্য হইয়াছি। কলিকাতা, কাশী ও বোম্বাই শহরে উহার দ্বিতীয় পুঁথি সংগ্রহে অক্ষম হইয়া ইহাকে অমুদ্রিত না রাখিয়া ভবিষ্যতে সংশোধনের আশায় ইহাই প্রকাশ করিলাম। যদিও আচার্য্য নারায়ণ অনেক উপনিষদের দীপিকা রচনা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার কোন জীবনী পাওয়া যায় না এবং কখন ও কোথায় তিনি জীবিত ছিলেন, তাহাও জানা যায় না। মাণ্ডুক্য উপনিষদের দীপিকায় আচার্য্য নারায়ণ উল্লেখ করেন, রত্নাকর তাঁহার পিতা ও শ্রীনাথ তাঁহার পিতামহ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইহা ব্যতীত আর কিছু আমি জানি না। আমার মন্তব্যের প্রয়োজন নাই যে, দীপিকার অন্তর্নিহিত উপনিষৎ পাঠই আমি গ্রহণ করিয়াছি। এই বিষয়ে দীপিকায় যতটুকু জানা যায়, ততটুকুই আমি গ্রহণ করিয়াছি। সায়নসদৃশ নারায়ণ সমগ্র উপনিষদের ব্যাখ্যা করেন নাই। শুধু যে জটিল অংশ সমূহের ব্যাখ্যা প্রয়োজন, সেই সেই অংশের দীপিকা তিনি লিখিয়াছেন। দীপিকার শেষোক্ত শ্লোকে নারায়ণ মন্তব্য করেন, আমি অস্পষ্ট পদ ও বাক্য সমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছি, সমুদয় উপনিষদের ব্যাখ্যা করি নাই। সুতরাং তৎকৃত দীপিকায় সমগ্র উপনিষৎ উল্লিখিত নাই। ভাগ্য ক্রমে আমি একটি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম; যাহাতে দীপিকাস্থ উপনিষদের অংশ সমূহ উল্লিখিত। ইহাতে অনুমিত হয়, যে পুঁথি অবলম্বনে দীপিকা রচিত হয়, তাহা এই পুঁথি সদৃশ। বিভিন্ন সংহিতার উদ্ধৃতিসমূহ নারায়ণ উপনিষদে সম্বলিত। আচার্য্য নারায়ণ

কর্তৃক উদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত উক্তিসমূহ পূর্ণ মাত্রায় দীপিকায় যথাস্থানে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। কতিপয় উক্তির উৎস সন্ধানে আমি অক্ষম হইয়াছি।

বর্ত্তমান সংস্করণ প্রনয়ণে নিম্নলিখিত পুঁথি সমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ক) বোম্বাই নগরে সরকার সংগৃহীত পুঁথি সমূহের মধ্যে এক সেট উপনিষৎ ছিল। তন্মধ্যে একটি পুঁথি ১৮৮৩-৮৪খৃঃ সংরক্ষিত। উহাতে মহানারায়ণ উপনিষদের যে মূল অংশ ছিল, তাহা অনেকাংশে মৌলিক মনে হয়। উহা অধ্যাপক পিটারসন আমাকে পড়িতে দেন,।

(খ) পুনায় সরকার সংগৃহীত পুঁথি সমূহের সহিত ১৮৮০।৮১খৃঃ উনষাট উপনিষদের মধ্যে একটি উপনিষৎ সংযোজিত হয়। ঐ পুঁথি স্পষ্ট ভাবে হস্ত লিখিত এবং বিশ্বাস যোগ্য। উহা গুজরাট হইতে সংগৃহীত এবং ১৭৫৭ সম্বতে হস্তে লিখিত। উহাতে মহানারায়ণ উপনিষদের মূল মাত্র লিখিত।

(গ) একই সময়ে ও প্রদেশে পূর্বোক্ত সংগ্রহে রক্ষিত ৫২টি উপনিষদের মধ্যে অন্যতম ছিল মহানারায়ণ। যদিও উহার মূল অংশ প্রধানতঃ অভিন্ন, তথাপি উহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। ডেকান্ কলেজ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পুঁথি সমূহের মধ্যে উহার সংখ্যা ১৩৪ ছিল।

(ঘ) ১৮৮২।৮৩খৃঃ ৪৭টি উপনিষৎ সরকারের জন্য ক্রীত হয়। উক্ত অব্দে অধ্যাপক ভাণ্ডারকর প্রণীত রিপোর্টের পরিশিষ্টে ইহা উল্লিখিত। উহাতে উপনিষদের মূলমাত্র প্রদত্ত এবং বহুলাংশে বিশুদ্ধ।

(ঙ) ১৮৮২।৮৩ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে বোম্বাই সরকারের জন্য অনেক দীপিকা ক্রীত হয়। ইহার সম্পূর্ণ তালিকা পূর্বোক্ত ভাণ্ডারকর লিখিত রিপোর্টের পরিশিষ্টে প্রদত্ত। ইহা প্রাচীন, সুলিখিত এবং সাধারণ ভাবে নির্ভরযোগ্য।

১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীত উপনিষদাবলীর আংশিক সংগ্রহে মহানারায়ণ পাইয়াছি। ইহা পুরাতন ও অতিশয় মূল্যবান। পূর্বেই কথিত হইয়াছে,

যে পুঁথি অবলম্বনে দীপিকা রচিত, তাহার সহিত অন্য কোন পুঁথি অপেক্ষা ইহা অধিকতর ঘনিষ্ঠ ভাবে সাদৃশ্যযুক্ত।

যে সকল পুঁথি আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইগুলির অধিকারীবৃন্দ ও সরকারের নিকট আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি আশা করি, ভারত সরকার বেসরকারী লাইব্রেরীসমূহে গুপ্ত ভাবে সংরক্ষিত পুঁথিসমূহ ক্রয় করিয়া একটি প্রধান কর্ত্তব্য পালন করিবেন। ঐ সকল লাইব্রেরীর তালিকা প্রকাশ দ্বারা যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না এবং বিদেশী পণ্ডিতগণ ঐ সকল মূল্যবান পুঁথি ব্যবহারে অসমর্থ। গুজরাটে বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকৃত পুঁথি সমূহের তালিকা যে বিদেশী পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, প্রয়োজন হইলে কোন পুঁথি আগ্রহী পণ্ডিতগণের নিকট প্রদর্শিত হইবে। পূর্বোক্ত পণ্ডিত ভারত ত্যাগ করিলে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী পণ্ডিত আমার অনুরোধে কোন সহকারীর মাধ্যমে তালিকায় উক্ত কোন উপনিষদের পুঁথি পাঠার্থ আবেদন করায়, তথাকথিত অধিকারী নিঃসংকোচে উত্তর দিলেন, উক্ত পুঁথি তাঁহার নিকট নাই। বৃটিশ শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামে সংস্কৃত বিদ্যার জীবন্ত অভিধান স্বরূপ প্রাচীন শাস্ত্রীগণ দ্রুত বেগে অদৃশ্য হইতেছেন।

সুদূর ভবিষ্যতে এই মহাভারতের শাস্ত্র সৃজনের মৌনসাক্ষী স্বরূপ দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সমূহ সংরক্ষণে ও সম্প্রচারে আমি যত্নবান হইব।

ডেকান কলেজের পণ্ডিত চিন্তামণি ওয়াকুড়করের নিকট ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে অকপট সহায়তা পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

পুনা, ২১ নভেম্বর ১৮৮৭ জি এ জ্যাকোব।

এই সুন্দর সরল সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ ভূমিকা পড়িলে বুঝা যায়, গভীর গবেষণা ও ব্যাপক অধ্যয়নের ফলে তিনি এই উপনিষদ্ ও উহার দীপিকা সম্পাদন ও সংশোধন করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, তাঁহার কোন জীবনী সংগ্রহ করিতে পারি নাই। শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় সযত্নে আলোচ্য উপনিষদের মন্ত্রাবলী ও দীপিকার বিশুদ্ধ নকল করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মচারী দুর্গাচৈতন্য প্রমুখ অনেকের সাহায্যে আমি মন্ত্রার্থ রচনা করিয়াছি। এই প্রধান উপনিষদ্ ও দুষ্প্রাপ্য দীপিকা বঙ্গদেশে প্রচারিত হইলে আমার সর্ব্বশ্রম সার্থক হইবে।

ইতি

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

প্রকাশকের নিবেদন

কিঞ্চিদধিক সতের বছর আগে মদীয় একান্ত আরাধ্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ অতি কষ্টে বহুবাধার সম্মুখীন হয়ে অন্যের দ্বারা এই অমূল্য গ্রন্থটীর অনুবাদ স্বভাবালোকে সম্পন্ন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছাপানো অক্ষরে বাঁধান গ্রন্থাকারে দেখে যেতে পারেননি। ১৩৮৫ সালের শারদীয়া দুর্গোৎসবের মহা-সপ্তমীতে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। স্থূল দেহ থাকলে অবশ্যই গ্রন্থটী আরও সুন্দর ও নিভু'ল হতো। কারণ, সঞ্চিত পাণ্ডুলিপি একাধিক ব্যক্তির হাতে লেখা হওয়ায় কিছু কিছু শব্দ আমরা রদ বদল করেছি। মূল শ্লোক 'বসুমতি সাহিত্য' সংস্করণ ও মাদ্রাজ সংস্করণের ইংরাজী গ্রন্থের আলোকে লেখা হলেও শেষের দিকে কয়েকটী শ্লোক প্রদীপিকার আলোকে লেখা। প্রদীপিকার মূলগ্রন্থ আমরা না পাওয়ায় হাতের লেখার উপর নির্ভর করে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি। তাই কিছুটা অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। বেশ কয়েকটি শ্লোকের প্রদীপিকা খুঁজে পাওয়া যায়নি আর প্রদীপিকা শেষের কয়েকটী শ্লোকে ঠিক শ্লোকানুযায়ী না হয়ে উলট পালট হওয়ার জন্য দুঃখিত। পরিশেষে আন্তরিক ধন্যবাদার্হ হচ্ছেন প্রুফ সংশোধক শ্রীঅহীন্দ্র প্রসাদ রায় ও মুদ্রক শ্রীসুমঙ্গল রায়। এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম হয়েছে অস্পষ্ট লেখা ও আগোছালো অনুবাকগুলো গুছিয়ে লিখতে এবং কমপোজ করতে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ এদের মাথায় কৃপাবারী সিঞ্চন করুন এই প্রার্থনা জানাই। অলমিতি।—

প্রকাশক—

শান্তিপাঠ

হরিঃ ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্‌বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওঁ সহনাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাববধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ শান্তিঃ॥

মন্ত্রার্থ—প্রাণ ও দিবসের অধিষ্ঠাত্রী মিত্রদেব আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন। অপান ও রাত্রির অভিমানী বরুণদেব আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন। চক্ষু ও আদিত্যমণ্ডলের অভিমানী অর্য্যমাদেব আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন। বলের অভিমানী ইন্দ্রদেব আমাদিগকে শান্তি দান করুন। বাগীন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অভিমানী দেবগণের পালক বৃহস্পতি আমাদিগকে শান্তি দান করুন। পাদদ্বয়ের অভিমানী উরুক্রম বিষ্ণুদেব আমাদের প্রতি সুখদায়ক হউন। সূত্রাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার। বায়ুদেবকে নমস্কার। হে বায়ো, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব। শাস্ত্রোপদিষ্ট ঋতবাক্য বলিব। শুদ্ধ বুদ্ধিতে সুনিশ্চিত সত্য বাক্য বলিব। সেই সর্বাত্মা বায়ুরূপ ব্রহ্ম আমাকে (শিষ্যকে) রক্ষা করুন। তিনি আমাকে ও বক্তাকে রক্ষা করুন। আমাদের আধ্যাত্মিক সর্ব বিঘ্ন শান্ত হউক, আধিদৈবিক সর্ব বিঘ্ন শান্ত হউক ও আধিভৌতিক সর্ব বিঘ্ন শান্ত হউক।

ব্রহ্ম গুরু-শিষ্য উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন। তিনি আমাদের উভয়কে তুল্যরূপে বিদ্যাফল দান করুন। আমরা যেন বিদ্যা লাভের জন্য বীর্য্য লাভ করিতে পারি। আমাদের উভয়ের অধীত বিদ্যা বীর্য্যশালী হউক। আমরা যেন পরস্পরের অন্যায় ও প্রমাদ নিমিত্ত পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

মহানারায়ণ প্রভা

ত্রয়োদশ অনুবাকের প্রথম পঞ্চমন্ত্রে এইরূপে মহানারায়ণ প্রভা বিবৃত।

সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবম্।
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং পদম্॥ ১
বিশ্বতঃ পরমান্নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্।
বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি॥ ২
পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।
নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্॥ ৩
নারায়ণ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণ পরো ধ্যাতা ধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ॥ ৪
যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥ ৫

মন্ত্রার্থ—যাঁহার অনন্ত মস্তক, যাঁহার অসংখ্য ইন্দ্রিয়, যাঁহা হইতে জগতের সর্ব সুখ উৎপন্ন হয়, সেই জগদাত্মক নারায়ণ ইন্দ্রাদিদেবতাস্বরূপ, বিশ্বব্যাপক, সর্বোৎকৃষ্ট, প্রাণীগম্য মহেশ্বরের ধ্যান করিবে। বিরাটরূপ মহেশ্বরের দেহ সর্বপ্রাণীর দেহ, সর্বপ্রাণীর শিরঃ তাঁহার শিরঃ এবং সর্ব জীবের ইন্দ্রিয় তাঁহার ইন্দ্রিয়। তিনিই ইন্দ্রাদি দেবরূপে বিরাজিত। ১

জড়বর্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বিনাশরহিত, সর্ব্বাত্মক, পাপনাশক নারায়ণের ধ্যান করিবে। অজ্ঞ দৃষ্টিতে যে জগৎ দৃষ্ট হয়, পরমাত্মা স্বকীয় ব্যবহারের নিমিত্ত তাহাকে আশ্রয় করেন। ২

জগৎ পালক, সর্বজীবের নিয়ামক, শাশ্বত, পরম মঙ্গলস্বরূপ, কূটস্থ, মহাজ্ঞেয় জগদাত্মক নারায়ণকে ধ্যান করিবে। ৩

পুরাণে নারায়ণ শব্দে অভিহিত পরমেশ্বর উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ, নারায়ণ পরমাত্মা, নারায়ণ পরব্রহ্ম, নারায়ণ শ্রেষ্ঠতম, নারায়ণ সর্বোত্তম, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য, নারায়ণ পরমধ্যান। ৪

জগতে যাহাকিছু দৃষ্ট হয় অথবা শ্রুত হয়, নারায়ণ তৎসমুদয়ের অভ্যন্তর ও বাহ্যদেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত ॥ ৫

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

মহানারায়ণ উপনিষৎ

প্রথম অনুবাক্

মন্ত্র। অম্ভস্য পারে ভুবনস্য মধ্যে নাকস্য পৃষ্ঠে মহতো মহীয়ান্।
শুক্রেণ জ্যোতীংষি সমনুপ্রবিষ্টঃ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ॥ ১
যস্মিন্নিদং সংচ বিচৈতি সর্বং যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
তদেব ভূতং তদু ভব্যমা ইদং তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্॥ ২
যেনাবৃতং খং চ দিবং মহীং চ যেনাদিত্যস্তপতি তেজসা ভ্রাজসা চ।
(যদন্ত) যমন্তঃ সমুদ্রে কবয়ো বয়ন্তি যদক্ষরে পরমে প্রজাঃ॥ ৩
যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী তোয়েন জীবান্ ব্যচসর্জ ভূম্যাম্।
যদোষধীভিঃ পুরুষান্ পশূংশ্চ বিবেশ ভূতানি চরাচরাণি॥ ৪
অতঃপরং নান্যদণীয়সং হি পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্।
যদেকমব্যক্তমনন্তরূপং বিশ্বং পুরাণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৫
তদেবর্তং তদুসত্যমাহুস্তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্।
ইষ্টাপূর্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্তিভুবনস্য নাভিঃ॥ ৬

শ্রীনারায়ণকৃত

দীপিকা। মহানারায়ণীয়েঽত্র তৈত্তিরীয়ে শিরস্যপি। পঞ্চবিংশতি-সংখ্যাকাশ্চতুস্ত্রিংশে তু খণ্ডকাঃ॥ আদিদেবস্য নারায়ণস্য বৈকুণ্ঠপতেরূপনিষদ-মুক্ত্বা ক্ষীরাব্ধিশায়িনো জগদন্তর্যামিনোঽন্তর্যামি ব্রাহ্মণ প্রতিপাদস্য সগুণ

ব্রহ্মণো বস্তুতো গুণাতীতস্য নারায়ণ স্যোপনিষদমাহ অম্ভস্যপার ইতি। অপারে গম্ভীরেঽম্ভস্যুদকে সমনুপ্রবিষ্টস্তথা ভুবনস্যৈহিকস্য মধ্যে তথা নাকস্য দ্যুলোকস্য পৃষ্ঠে সমনুপ্রবিষ্টঃ। শুক্রেণবীর্যেণ জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি সমনুপ্রবিষ্টঃ প্রজানাং সর্বলোকানাং পতিঃ সর্বস্য গর্ভে অন্তর্গূঢ়শ্চরতি। স এব সর্বাগ্ন্যেত্যর্থঃ। অত এবাত্র দেবতান্তরমন্ত্রা অপি তদাত্মভূতনারায়ণপরা এবেত্যেকবাক্যতা ॥ ১ ॥

সং চ বি চৈতি সমেতি চ ব্যেতি চেত্যর্থঃ। যস্মিন্নিতি। বিশ্বে সর্বে দেবা যস্মিন্নধি যদীশ্বরা নিষেদুঃ স্থিতাঃ। "যস্মাদধিকং যস্য চেশ্বরবচনং তত্রসপ্তমী" (পাণিনি, ২. ৩. ৯) আনমিদম্। অনিতীত্যানং প্রাণিজাতম্। ইদং প্রত্যক্ষং তদ্ প্রত্যক্ষম্। অক্ষরে নিত্যে পরমে ব্যোমন্ ব্যোম্নিবর্ত্ততে ॥ ২ ॥ মহী চ আবৃতেতি বিপরিণামঃ। ভ্রাজসা তেজঃকার্যেণ দীপ্ত্যা। তত্তত্র প্রজা বর্ত্তন্তে ॥ ৩ ॥ প্রসূতী ক্তিজন্তত্বেন ইকারঃ। তোয়েন কৃত্বা ভূম্যাং জীবান্বিসসর্জ বিসৃষ্টবান্ ক্ষিপ্তবান্। "অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষাধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্ত" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫. ১০. ৬)। যতস্তোয়াদোষধীভি ব্রীহ্যাদিভিঃ পুরুষান্ পশূংশ্চ সসর্জ সৃষ্ট্বা চ বিবেশ। তদুক্তম্। "যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতীতি" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫. ১০. ৬) ॥ ৪ ॥ অনীয়সং অনীয় এব। স্বার্থিকোঽকারঃ। যথা "কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরা" ইতি (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১. ৩. ১। মহান্তং মহৎ ॥ ৫ ॥ তদেবর্ত্তম্। ঋতং চ সুনৃতা বাণী সত্যং যথার্থভীষণম্। ব্রহ্মঃবদঃ। নাভির্যথা চক্রস্য তথা জগতঃ সর্বাধারত্বাৎ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ। অপরিমিত অম্বুরাশিতে, পৃথিবীমধ্যে ও স্বর্গোপরি সর্বদা সন্নিহিত, মহৎ বস্তুসমূহের মধ্যে মহত্তম, প্রাণিগণের সংরক্ষক, পরমেশ্বর জীবচৈতন্যরূপে অন্তঃকরণ মধ্যে সম্যক অনুপ্রবিষ্ট ও তৎসহ একীভূত হইয়া প্রাণীদেহের অন্তঃস্থলে ভোক্তৃরূপে গূঢ়ভাবে বিরাজ করেন। ১

এই বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টিকালে যাহা হইতে উৎপন্ন এবং স্থিতিকালে যাহাতে এতদাত্মরূপে সংস্ফূর্ত হয়, প্রলয়াবস্থায় যাহাতে বিলীন থাকে, যে আদি আধারে ঐশ্বর্যবান হইয়া সর্বদেব বিদ্যমান, সেই ব্রহ্মই অতীতে ছিলেন ও ভবিষ্যতে থাকিবেন। **তাদৃশ মূল কারণ** আকাশবৎ অমূর্ত পরম ব্যোমে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। যে জগৎ কারণভূত পরমাত্মাদ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক সমাচ্ছাদিত, যাঁহাদ্বারা অনুগৃহীত হইয়া তপন উষ্ণতা ও আলোক যুক্ত হইয়া তাপ দেন, যাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞগণ হৃদয়াকাশে ধ্যানতন্তু দ্বারা সংবদ্ধ করেন, সেই আধার স্বরূপ অক্ষর শব্দবাচ্য ব্রহ্মবস্তুতে সর্ব প্রজাই (প্রাণীই) বিদ্যমান। ২—৩

যে জগৎকারণ হইতে জগজ্জনিত্রী প্রকৃতি প্রসূতা, যিনি পৃথিবীতে জলোপলক্ষিত পঞ্চভূত দ্বারা বিবিধ জীবদেহ সৃষ্টি করেন এবং যিনি ওষধি, পশু ও পুরুষাদি স্থাবর-জঙ্গম সর্বভূতে অন্তঃপ্রবেশ পূর্বক ধারণ করেন। যিনি আকাশাদি সর্ব মহৎ বস্তুর মধ্যে মহত্তম, যিনি অদ্বিতীয়, অনন্তরূপী, ইন্দ্রিয়াতীত, অপরিচ্ছিন্ন, অনাদিরূপে চিরন্তন, জগদাত্মা প্রকৃতির অতীত (অথবা অজ্ঞানাস্পৃষ্ট), সর্বোৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্টতর, তদপেক্ষা অন্য সূক্ষ্মতর বস্তু আর নাই। ৪-৫

তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বলেন, সেই ব্রহ্ম সর্বাধিষ্ঠানভূত, যথাসংকল্পিতকরণ ও ইষ্টাপূর্তাদি পুণ্যকর্ম ও শুভানুষ্ঠানের প্রেরক। বেদশাস্ত্রে পারঙ্গত মেধাবীবৃন্দের তপোরূপ বেদাত্মক পূজ্যতম ব্রহ্মবস্তুও তিনিই। ইষ্টাপূর্তোপলক্ষিত শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মফলও তিনিই। সেই পরমাত্মা চক্রনাভিবৎ সর্বলোকের আধারভূত এবং বহুরূপে উৎপন্ন ও উৎপদ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চকে ধারণ করেন। ৬

তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎ সূর্য্যস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রমমৃতং তদ্‌ব্রহ্ম তদাপঃ স প্রজাপতিঃ॥ ৭
সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।
কলা মুহূর্তাঃ কাষ্ঠাশ্চাহোরাত্রাশ্চ সর্বশঃ॥ ৮

অর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরশ্চ কল্পন্তাম্।
স আপঃ প্রদুঘেউভে ইমে অন্তরীক্ষমথো স্বঃ॥ ৯
নৈনমূর্দ্ধ্বং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্যেশে কশ্চন তস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥ ১০

দীপিকা। কল্পতাং সমর্থতাংগতঃ। স আপ ইতি। "তস্মিন্নেতস্মিন্নগৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতীতি" শ্রুতেঃ (ছা ৫. ৪. ২)। স আত্মা আপঃ কর্মফলং প্রদুঘে পূরিতবান্। কে। উভে ইমে। বিশেষমাহ অন্তরিক্ষমথো স্বঃ। তুহিদ্বিকর্মকঃ। আপোঽপঃ কর্মফল-মন্তরিক্ষস্বর্গলোকৌ প্রহিতবানিত্যর্থঃ। উধ্বাধোমধ্যেষু এনং পুরুষংকশ্চিন্ন পরিজগ্রভৎ পরিগৃহীত বান্ সর্বত্র বর্ত্তমানোঽপ্যয়ং ন কেনাপিজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। ন তস্যেতি। তস্য কশ্চন নেশে ঈশো ন বভূব। মহদ্যশ ইতি তস্য নাম। "মহো দেবোমর্ত্যানাবিবেশ"। ভবামি যশসাং যশ ইত্যাদৌ ব্যবহারাৎ (ঋগ্বেদ ৪. ৫৮. ৩, ছা ৮. ১৪. ১)॥ ৭-১০॥

মন্ত্রার্থ। তিনিই জগদুপকারক অগ্নিদেব। তিনিই জগদ্যন্ত্র প্রবর্তক সমীরণ। তিনিই তাপ, আলোক ও বৃষ্টিদাতা সূর্যদেব। তিনিই ওষধীশ চন্দ্রমা। তিনিই দীপ্যমান নক্ষত্রাদি ও দেবগণের সেব্য পীযুষ। হিরণ্য-গর্ভাদিরূপ (অথবা প্রাণী জাতির উপজীব্য অন্নাত্মক) ব্রহ্মও তিনিই। প্রাণ ধারণ নিমিত্ত জল (অথবা জলোপলক্ষিত পঞ্চভূত) ও তিনিই। বিরাটরূপ (অথবা প্রজাবৃন্দের উৎপাদক) প্রজাপতি তিনিই। ৭

জ্যোতির্ময় পরিপূর্ণ পরমাত্মা হইতে নিমেষ, কলা, মুহূর্ত্ত. কাষ্ঠা, অহোরাত্র, অর্ধমাস, পূর্ণমাস, ঋতু ও সম্বৎসর* প্রভৃতি সর্ব কালাবয়ব উত্তরোত্তর আধিক্য

* বৈদিকযুগে সময়ের পরিমাপ। চক্ষুর পলক ফেলিতে যে সময় লাগে তাহাকে নিমেষ বলে, আঠার নিমেষে এক কাষ্ঠা, তের কাষ্ঠায় এক কলা, তিরিশ কলাতে এক ক্ষণ, ১২ ক্ষণ-এ এক মুহূর্ত এবং তিরিশ মুহূর্তে একটি দিবা রাত্রি, পনের দিবা ও রাত্রিতে একপক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুইমাসে এক ঋতু এবং ছয়ঋতুতে এক সম্বৎসর।

সহিত উৎপন্ন হয়। সেই পরমাত্মা জলের উৎপাদক অথবা সর্বকামের ফলদাতা, স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের স্রষ্টা। তিনি আদিত্যমণ্ডলাদি সৃজনপূর্বক নিখিল বিশ্ব ধারণ করেন। ৮-৯

সেই পরমাত্মাকে কেহ ঊর্ধ্ব ও অধো ভাবে পরিচ্ছিন্নরূপে জানিতে পারেনা। তির্যক্ বিস্তার পরিগ্রহদ্বারাও তাঁহাকে জানা যায় না। মধ্যাবকাশ পরিমাণরূপেও তাঁহাকে বুদ্ধিগত করা যায় না। তাঁহার দিব্য নাম "মহদ্ যশঃ"। কোন সংজ্ঞাদ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ধারিত হয় না। ১০

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষী মনসাভি ক্লৃপ্তো য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১১ (১)
(টীপ্পনী) অদ্ভ্যঃ সংভূতো হিরণ্যগর্ভ ইত্যষ্টৌ ॥ ১২

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪।১।৮) অষ্টহিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে নিমোক্ত শ্লোকাবলী দৃষ্ট হয়।

[অদ্ভ্যঃ সংভূতঃ পৃথিব্যৈ রসাংচ্চ বিশ্বকর্মণঃ সমবর্ততাধি।
তস্য ত্বষ্টাং বিদধদ্রূপমেতি তৎ পুরুষস্য বিশ্বমাজানমগ্রে ॥ ১
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পুরস্তাৎ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ২
প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ, অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্, মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ ॥ ৩
যো দেবেভ্য আতপতি। যো দেবানাং পুরোহিতঃ।
পূর্বো যো দেবেভ্যো জাতঃ, নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে ॥ ৪
রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তঃ, দেবা অগ্রে তদব্রুবন্।
যস্তৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাৎ, তস্য দেবা অসন্ বশে ॥ ৫

(১) এই শ্লোক কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদের ২।৩।৯ শ্লোক রূপে দৃষ্ট হয়।

হ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপম্।
অশ্বিনৌ ব্যাত্তম্, ইষ্টং মনিষাণ, অমুং মনিষাণ, সর্বং মনিষাণ ॥ ৬
এই সকল শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ঋক্‌বেদে দৃষ্ট হয়।
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুস্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহু কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১০
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতৌ ব্যেতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১১
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়ে যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১২
আপো হ যন্মহতীর্বিশ্বমায়ং দক্ষং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং নিরবর্তাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৩
যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্দক্ষং দধানাং জনয়ন্তীরগ্নিম্।
যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥]১৪
এষ হি দেবঃ প্রদিশোহনুঃ সর্বাঃ
পূর্বো হি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স বিজায়মানঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্‌মুখাস্তিষ্ঠতি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাত্ ।
সং বাহুভ্যাং নমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবা পৃথিবী জনয়ন্দেবএকঃ ॥ ১৪
বেনস্তত্ পশ্যন্ বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্ ।
যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈকং স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু ॥ ১৫ ॥
প্র তদ্বোচে অমৃতং নু বিদ্বান্ গন্ধর্বো নাম নিহিতং গুহাসু ।
ত্রীণি পদা নিহিতা গুহাসু যস্তদ্বেদ সবিতুঃ পিতা সৎ ॥ ১৬ ॥
স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা ।
যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামান্যভ্যৈরয়ন্ত ॥ ১৭ ॥
পরি দ্যাবা পৃথিবী যন্তি সদ্যঃ পরি লোকান্ পরি দিশঃ পরিস্বুবঃ ।
ঋতস্য তন্তুং বিততং বিচৃত্য তদপশ্যৎ তদভবৎ প্রজাসু ॥ ১৮ ॥
পরীত্য লোকান্ পরীত্য ভূতানি পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ ।
প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্যাত্মনাত্মানমভিসংবভূব ॥ ১৯ ॥

দীপিকা। হৃদা চিত্তেন। মনীষা মনোঙ্বুদ্ধিস্তয়া। মনসা সংকল্প বিকল্পাত্মকেন। অভিক্লৃপ্তো নানাত্বং নীতঃ। এনং যে পরমার্থতো বিদুস্তেঽমৃতা মুক্তা ভবন্তি ॥ ১১ ॥ অপ্ত্যঃ কর্মফলে হিরণ্যগর্ভঃ সম্ভূতঃ প্রাদর্ভূতঃ ইত্যষ্টাবিতি। ইত্যারভ্যাষ্টৌ মন্ত্রাঃ পূর্বকাণ্ডে পঠিতা অত্র পঠিতব্যাঃ। যদ্বা ইত্যেবমষ্টৌ ব্যাপ্তৌ বিষ্ণোঃ স্বরূপনিরূপিতম্। অশূব্যাপ্তৌ। অষ্টিশব্দেন সমষ্টিব্যষ্টী দ্বে অপি গৃহীতে ॥ ১২ ॥ এষ দেবো হিরণ্যগর্ভরূপেণ সর্বা দিশোঽনু লক্ষ্যীকৃত্য প্রবর্ত্তে। উপসর্গেণ ধাতোরাক্ষেপঃ। লক্ষণেঽনুঃ কর্মপ্রবচনীয়ঃ (পাণিনী ১.৪.৮৪)। তদ্যোগে দিশ ইতি দ্বিতীয়া। পূর্বো হি যস্মাদাদ্যো জাতঃ। "সমবর্ত্তাগ্র" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ (ঋগ্বেদ ১০.১২১.১; বাজসনেয়ী ২৫.১০)। স উ গর্ভে মধ্যে সর্বস্যান্তর্গতো বর্ত্ততে। স বিজায়মানো জনকঃ। যথা সমাং সমাং বিজায়তে" (পাণিনী ৫.২.১২)। জনিষ্যমাণো জন্যঃ। প্রত্যঙ্মুখঃ

সম্মুখো ন পরাঙ্‌মুখঃ সর্বস্য। "পরাঞ্চি খানীতি" শ্রুতে (কঠ ৪.১)। ইন্দ্রিয়ানাং পরাঙ্‌মুখত্বাত্তেষাময়ং সম্মুখঃ সর্বতোমুখোঽপি পরাঙ্‌মুখ ইব ন প্রকাশতে ॥ ১৩ ॥ বিশ্বতোবাহুঃ সর্বত্র দাতা। উতাপি বিশ্বতস্পাদ্বিশ্বতঃ সর্বতঃ পাদা যস্য। "সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং। সর্বতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীতি" শ্বেতাশ্বতরমন্ত্রবর্ণাৎ (৩.১৬)। দ্যাবা-পৃথিবী বাহুভ্যাং সন্ধমতি পতত্রৈর্বাসনাখ্যৈঃ সং ধমতি দ্যাবাভূমী দীপ্তে জননা-ভিমুখে করোতি। জনয়ন্ ভূতানি ॥ ১৪ ॥ বেনো বিশ্বসূত্রকৃত্তৎ কারণং পশ্যন্ বিশ্বানি কার্যাণি জানন্বর্ততে যত্র বিশ্বে ভুবনমেকনীড় মেকাশ্রয়ং ভবতি। যস্মিন্নিতি। যস্মিন্ পুরুষ ইদং সর্বং সং চ ধাতো রাক্ষেপাৎ সমষ্টি রূপং বি চ ব্যষ্টিরূপমেকং ভবত্যেকাত্মকং ভবতি ॥ ১৫ ॥ প্রতদিতি। গন্ধর্বো নাম গায়কো বেদকর্তা সংস্তৎপ্রোচে প্রকর্ষেণোক্তবান্। বা শব্দঃ সমুচ্চায়। প্রয়োজনাভিধানমমৃতং বিদ্বান্ লোকানাং মৃত্যুভয়হরং জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। গুহাসুনিহিতম্। পরা পশ্যন্তীমধ্যমা-রূপেণ পদা নিহিতা নিহিতানি। ননু গৃহাসু নিহিতং চেৎকথং প্রোক্তবানত উক্তম্। ত্রীণ্যেব পদানি স্থানানি গুহায়াং নিহিতানি তুরীয়ং তু বৈখরীরূপং ন নিহিতং তৎ প্রোক্তবানিত্যর্থঃ। "গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যাবদন্তীতি" চ মন্ত্রান্তরবর্ণাৎ (ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৪৫)। যঃ পুমাংস্তদ্বেদ তদ্‌গুহাসু নিহিতং রূপং জানাতি স পুমান্ পিতুঃ পিতা অসত্তবেৎ। অসভুবি।'লিঙর্থেলেট'। তিপ্। "ইতশ্চলোপঃ পরস্মৈপদেষু।" অটা পিত্বাদ্‌লোপাভাবঃ (পাণিনী ৩.৪.৭, ৩.৪.৯৭)। উপদেষ্টৃণামুপদেষ্টা ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ মন্ত্রদ্রষ্টৃবাক্যং স নো বন্ধুরিতি। নঃ সর্বেষাং জীবানাং স বন্ধুর্ভ্রাতা। জনিতা জনয়িতা জনকঃ পিতা। "জনিতা মন্ত্র" ইতি নিলোপনিপাতনম্। (পাণিনী ৬.৪.৫৩) বিধান কর্তা কার্যাণাং স সর্বাণি ধামানি স্থানানি বেদ জনাতি। যত্র দেবা অমৃতত্বমানশানা এতদ্ প্রসাদাদ মৃতত্বং প্রাপ্নুবন্তস্তে তৃতীয়ে ধামানি তৃতীয়স্যামিতো দিবি ধামানি স্থানান্যভ্যৈরয়ন্ত কৃতবন্তঃ ॥ ১৭ তেষাং শক্তিবিশেষ মাহ পরীতি। সদ্য এব ক্ষণমাত্রেণৈব দ্যাবা পৃথিবী দ্যাবা পৃথিব্যোপরি পরিতোয়ন্তি গচ্ছন্তি। ভুবঃ স্বঃ।

দেবস্য মাহাত্ম্যমাহ ঋতস্য সত্যস্য বিততং বিস্তীর্ণং তন্তুমাত্মস্বরূপাখ্যং বিবৃত্য বৃত্তী (?) সন্দীপনে সন্দীপ্য তদ্ব্রহ্মপশ্যত্তদ্ব্রহ্মৈবাংগবৎ। "তদাত্মানমেবাবেদিতি", শ্রুতেঃ (বৃহ ১.৪,১০)। তৎ প্রজাস্বভবন্মূর্ত্তামূর্ত্তং বভুবেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ পরীত্য বাক্য। প্রজাপতির্হিরণ্যগর্ভঃ প্রথমজাঃ প্রথমোৎপন্ন ঋতস্য সত্যস্যাত্মনা ব্রহ্মস্বরূপেণাত্মানমভিলক্ষ্য সম্বভূব সভূতো লোকবিদিতো বভূব ব্রহ্মরূপমাত্মানং সম্ভাব্য লোকে খ্যাতিং যযৌ ॥ ১৯ ॥

মন্ত্রার্থ। আত্মার স্বরূপ নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ইহাকে কেহই চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না। যখনই আত্মা মননরূপ সম্যগ্‌ দর্শন সহায়ে উপলব্ধ হন, তখনই তিনি বিষয় কল্পনা-শূন্য বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা অন্তঃকরণে অনুভূত হন। যাঁহারা উক্ত আত্মাকে ব্রহ্মরূপে অবগত হন তাহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। ১১

জল হইতে রসের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির আদিতেও হিরণ্যগর্ভ ছিলেন ইত্যাদি হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে আটটি শ্লোক পূর্বকাণ্ডে কথিত হইয়াছে। ১২

এই বিশ্বাধিক্ স্বপ্রকাশ পরমাত্মা সর্বদিকে উপলব্ধ হইলে সর্বত্র ব্যাপ্ত অনুভূত হন। হিরণ্যগর্ভরূপে পূর্বে জাত ইনিই ব্রহ্মাণ্ডরূপ গর্ভে জনক ও জনিষ্যমানভাবে সুরাসুর নরগণের বুদ্ধীন্দ্রিয় গ্রাহ্য দেহে অধ্যক্ষ রূপে পরিণত হন এবং অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করেন। ১৩

* এই অংশ আচার্য্য সায়ন ও ভট্টভাস্কর কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যাত। এই পরমাত্মা অন্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত। সর্বত চক্ষু সর্বত মুখ ও সর্বত হস্ত পদ ব্যাপিয়া ধর্মাধর্মরূপবাহুদ্বয় এবং বাসনারূপ পদযুগল দ্বারা তিনি সমস্ত জগৎ বশীভূত করেন। ১৪

(কথিত বিষয়ে শ্রদ্ধাধিক্য প্রদর্শনার্থ দুই মন্ত্রদ্বারা গায়ক বেদজ্ঞ গন্ধর্বের কাহিনী বলিতেছেন।) বেন নামক গন্ধর্ব অবিনাশী ব্রহ্মবস্তুকে অনুভব দ্বারা অবগত হইয়া শিষ্যবৃন্দকে বলিয়াছিলেন, "পরমেশ্বরে সমস্ত বস্তু তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, গুরুকৃপা ও শাস্ত্র বাক্য দ্বারা তাঁহাকে বিজ্ঞাত হইলে সর্ব বস্তু বিজ্ঞাত হওয়া যায়। আত্মজ্ঞান উদিত হইলে সর্ববস্তু আত্মস্বরূপ মনে হয়।

অপিচ বেন-দৃষ্ট যে আত্ম বস্তুতে এই জগৎ উৎপন্ন ও বিলীন হয়, সেই অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী পরমাত্মা বস্ত্রে সূত্রতুল্য ওতঃ প্রোতভাবে অবস্থিত। আবার তিনি প্রাণিগণের বুদ্ধিতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ স্থানত্রয়ে অবস্থিত। যে গন্ধর্ব জাগ্রদাদি স্থানত্রয়ের অধিষ্ঠিত ব্রহ্মকে জানেন, তিনি নিজ পিতারও পিতা হন। লৌকিক পিতা পুত্রের দেহমাত্রের উৎপাদক হন। আর যিনি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি ব্রহ্মরূপে সমস্ত জগতের উৎপাদক। সুতরাং তিনি ঐহিক পিতারও জনক হন। পরমাত্মায় সর্বজগৎ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, জাগতিক সমস্ত বস্তু বিলীন হয়। হৃদয় গুহায় নিহিত মৃত্যুভয় হারী অমৃতত্ব লাভ নিমিত্তক পরমাত্মাকে সম্যগরূপে জানিয়া বেন নামক গন্ধর্ব্ব স্বীয় শিষ্যবর্গকে বলিয়াছিলেন—সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা বস্ত্রে সূত্রবৎ সর্ববস্তুতে ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান। যাহা হইতে জগতের সমস্ত উৎপন্ন এবং যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, যিনি প্রাণিবর্গের হৃদয়ে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপে অবস্থিত। সর্বব্যাপি, অদ্বিতীয় তাঁহাকে যিনি জ্ঞাত হন, তিনি পিতারও পিতা তারক হন। লৌকিক পিতা পুত্রের দেহমাত্রের উৎপাদক, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মরূপে সমস্ত জগতের উৎপাদক। সুতরাং তিনি ঐহিক পিতারও পিতা রূপে গণ্য হন। ১৫-১৬

(সেই পরমেশ্বর ব্যবহারকালে প্রাণীবর্গের মঙ্গল সাধন করেন এবং পরমাত্মদর্শীকে মুক্তি দান করেন। ইহা এই মন্ত্রদ্বয়ে প্রদর্শিত।) সেই পরমেশ্বর আমাদের হিতৈষী বন্ধু। তিনি জগৎ স্রষ্টা। তিনি নিখিল জগৎ ও দেবগণের যথাযোগ্য স্থান সমূহকে জানেন। যেখানে ইন্দ্রাদি দেবগণ অমৃতপানান্তে স্ব স্ব স্থান প্রাপ্ত হন, এবং ভগবান তৎসমস্ত জানিয়া তত্তৎ জীবকৃত কর্মানুসারে সদসৎ ফল দান করেন। মুমুক্ষুগণ যাঁহাকে জানিয়া দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক ও প্রাচ্যাদি দশদিক ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, এবং যিনি সত্যস্বরূপ পরমাত্মার অবিচ্ছিন্ন অবস্থান জানিয়া এবং গুরুমুখে ও শাস্ত্রালোকে নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন। ১৭-১৮

('অন্তস্য' ইত্যাদি 'তদভবৎ প্রজাসু' ইত্যন্ত মন্ত্রসমূহে যে ব্রহ্মবিদ্যা

প্রতিপাদিত, তাহার উপসংহার করা হইতেছে।) সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সর্বাগ্রে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া ভূরাদি লোক, দেব মনুষ্যাদি প্রাণীবর্গ, আগ্নেয়াদি ও প্রাচ্যাদি দিকসমূহকে সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া অবস্থান পূর্বক সৃষ্টিকালে তাহাদিগকে উৎপাদন ও স্থিতিকালে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং লয়কালে স্ব-স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান বলে সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ আত্মাকে প্রাপ্ত হন। ১৯

টীপ্পনী—পরমাত্মাই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ-ইহাই এই মন্ত্রের মর্মার্থ। এই মন্ত্র তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪।৬।২৪) এবং কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে অথর্ববেদে (১৩।২।২৬) ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩।৩) দৃষ্ট হয়।

সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্।
সনিং মেধামযাসিষম্ ॥ ২০ ॥

উদ্দীপ্যস্ব জাতবেদোঽপঘ্নন্নির্ঋতিং মম।
পশূংশ্চ মহ্যমাবহ জীবনং চ দিশো দিশ ॥ ২১ ॥

মা নো হিংসীজ্জাতবেদো গামশ্বং পুরুষং জগৎ।
অবিভ্রদগ্ন আগহি শ্রিয়া মা পরিপাতয় ॥ ২২ ॥

১। রুদ্র গায়ত্রী—পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৩ ॥

২। মহাদেব গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৪ ॥

৩। বিনায়ক গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি।
তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৫ ॥

৪। নন্দি গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্মহে চক্রতুণ্ডায় ধীমহি।
তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৬ ॥

৫। গরুড় সুপর্ণ গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্মহে সুপর্ণপক্ষায় ধীমহি।
তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৭ ॥

৬। কার্তিকেয় গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি। তন্নঃ ষণ্মুখঃ প্রচোদয়াৎ॥ ২৮ ॥

দীপিকা। কোদৃশমাত্মানম্। সদসঃ সভায়াঃ পতিং স্বমিনমদ্ভুতং লোকেস্বাশ্চর্যরূপং প্রিয়ং লোকস্য ন কেবলং লোকস্যৈব কিন্তিন্দ্রস্যাপি কাম্যম। সনিং ষনুদানে দাতারং মেধাময়াশিষং মেধাময্য আশিষো যস্য তং সঙ্কল্পমাত্রোদিত সিদ্ধিম্। মেধাময়াসিষমিতি পাঠে সনিং দাতৃত্বং মেধাং বুদ্ধিময়াসিষং প্রাপ্তুমাশংসে ত্বৎ প্রসাদাদিতি শেষঃ। যা প্রাপণে। "আং শং সায়াং ভৃতবচ্চেতি" লুঙো মিপোহম সগিষ্টৌ (পাণিনী ৩. ৩. ১৩২)॥ ২০

ভগবতঃ সর্বদেবময়ত্বাদ্বহ্ন্যাদি দেবতারূপং তমেব তত্তদাশীঃ প্রদং স্তৌতীত্যারভ্যোপনিষৎ সমাপ্ত্যন্তমুদ্দীপ্যস্বেত্যাদিনা বিনিয়োগস্তু মন্ত্রানাং গৃহ্যাদিতোহবসেয়ঃ। ছন্দাংসি ছন্দোবিচিতেরূহ্যানি। মান্ত্রলিংগিক্যো দেবতা জ্ঞেয়াঃ। উক্তং চ "যস্য বাক্যং স ঋষির্যা তেনোচ্যতে সা দেবতা যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দ" ইতি (সর্বানুক্রমণী ২. ৪. ৬)। হে জাতবেদো জাতং বেদো জ্ঞানং যস্মাজ্জাতবেদাস্তৎ সম্বোধনং হে জাত বেদস্তুমুদ্দীপ্যস্ব দীপ্তো ভব মম নির্ঋতিং রাক্ষসং বিঘ্নকর্তারমপঘ্নন্ হিংসন্ মহ্যং পশুন্ গবাদীনাবহ দেহি। দশ দিশো জীবনং চান্নাত্মাবহ॥ ২১ ॥ মা ন ইতি। সর্বোহিংসকো নোহস্মাকং গবাদি কিং বহুনা জগৎ সর্বং মদীয়ং মা হিংসীৎ। অবিভ্রৎ পুষ্টিমদধানঃ সৌম্যঃ সংস্তুমাগহ্যাগচ্ছ শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা মা পরিপাতায় পরিপতিতং ভ্রষ্টং মা কৃথাঃ। ২২ ॥ গায়ত্র্যা দেবতা প্রীতি হেতুত্বাত্তাভিবিষ্ণুরূপা এব নানাদেবতাঃ স্তৌতি তৎপুরুষস্যেত্যাদিনা॥ মহাদেবস্য গায়ত্রীমুক্ত্বা তন্মূর্তেস্তৎ পুরুষস্য গায়ত্রীমাহ তৎ পুরুষায়েতি॥ ততো নন্দিকেশ্বরস্য॥ ততো বক্রতুণ্ডস্য॥ ততঃ ষন্মুখস্য॥ ষষ্ঠঃ ষন্নাং পূরণো যেনৈকেনৈব ষট্পুত্রা মাতা সম্পন্না॥

মন্ত্রার্থ। [এইরূপে মোক্ষশাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিত। তৎ প্রাপ্তির উপায় সোপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান। জপে ও স্নানাদি কর্মের অঙ্গীভূত যে মন্ত্রাবলী

পূর্ব'কাণ্ডে কথিত হয় নাই, তৎসমুদয় বর্তমান কাণ্ডে উল্লিখিত। তন্মধ্যে একটী মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত অন্তর্য্যামীকে প্রার্থনা করিতেছেন।] যে জগতের সৃষ্টি তত্ত্ব মনদ্বারাও চিন্তা করা যায় না, সেই জগৎ সৃজনে যিনি আশ্চর্য্যস্বরূপ, যিনি ইন্দ্রেরও প্রিয় ও সর্ব' প্রাণীর প্রার্থনীয়, যিনি কর্মফল দাতা ও শ্রুত্যাদি শাস্ত্রের ধারনাশক্তিপ্রদ, সেই জগৎপালক অন্তর্যামীকে প্রাপ্ত হইব। ইহাই আমার হার্দ্দিক প্রার্থনা। ২০

হে অগ্নে, প্রাণীশরীরে জাঠরাগ্নিরূপে অবস্থান কর বলিয়া তোমার নাম জাতবেদাঃ। তুমি আমার বিঘ্ন উৎপাদক পাপ দেবতাকে বিনাশ করিয়া প্রকাশিত হও। অনুগ্রহ পূর্ব'ক আমার এবং আমার গৃহ- পালিত গবাদি পশুরও দীর্ঘজীবন সম্পাদন কর এবং আমার সুখবাসের উপযোগী নিবাসস্থান প্রদান কর। ২১

হে অগ্নিদেব, তুমি আমার গো, অশ্ব ও পুত্রাদি এবং গৃহক্ষেত্র প্রভৃতিকে হিংসা করিও না। হস্তে আয়ুধ এবং মনে আমার অপরাধ না লইয়া অনুগ্রহ পূর্বক আগমন কর। হে অগ্নে, তুমি আমাকে ধান্যাদিসম্পদ সমূহ প্রদান কর। ২২

বিশ্বাতীত পরব্রহ্মের স্বরূপ আমরা জানিব। সেই হেতু আমরা অনন্ত জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন সহস্রচক্ষু জগদনুগ্রাহক পরমেশ্বরের ধ্যান করিব। জ্ঞান- শক্তি দাতা রুদ্রদেব আমাদের প্রেরণা দান করুন। ২৩

সেই আগম প্রসিদ্ধ মহান্ দেবতাকে আমরা জনিব। তাঁহার জ্ঞানলাভের জন্য আমরা সেই মহাদেবকে ধ্যান করিব। সেই ধ্যান বিষয়ে জ্ঞান দাতা রুদ্রদেব আমাদিগকে প্রেরণা প্রদান করুন। ২৪

সেই বিনায়ক পুরুষকে আমরা জানিব, আমরা বক্রতুণ্ড গজাননের ধ্যান করিব। সেই ধ্যানে মহাদন্ত গণপতি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুন। ২৫

সেই দিব্যপুরুষ নন্দিকেশ্বরকে আমরা জানিব। সেইহেতু আমরা চক্র- তুল্যবদন নন্দিকেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন রহিব। ধ্যানে নন্দিদেব আমাদিগকে প্রেরিত করুন। ২৬

বিষ্ণুবাহন গরুড়কে আমরা জানিব। আমরা সুবর্ণপক্ষ গরুড়ের ধ্যান করি। সেই ধ্যানে পক্ষিরাজগরুড় আমাদিগকে প্রেরিত করুন। ২৭

সেই ষড়ানন কার্ত্তিককে আমরা জানিব। আমরা তদর্থ সেই মহাসেনার ধ্যান করি। সেই ধ্যানে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় আমাদিগকে প্রেরণা প্রদান করুন। ২৮

পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের উপায়ভূত বিভিন্ন দেবতাদেরও গায়ত্রী মন্ত্র নিম্নে দ্রষ্টব্য। তৎ পুরুষায় বিদ্মহে নন্দিকেশ্বরায় ধীমহি তন্নো বৃষভ প্রচোদয়াৎ॥

ষণ্মুখায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি। তন্নঃ ষষ্ঠঃ প্রচোদয়াৎ॥ পাবকায় বিদ্মহে সপ্তজিহ্বায় ধীমহি। তন্নো বৈশ্বানরঃ প্রচোদয়াৎ॥ দিবাকরায় বিদ্মাহে মহাদ্যুতিকরায় ধীমহি। তন্নো আদিত্য প্রচোদয়াৎ॥ আদিত্যায় বিদ্মহে সহস্রকিরণায় ধীমহি। তন্নোভানুঃ প্রচোদয়াৎ॥ তীক্ষ্ণশৃংগায় বিদ্মহে বক্র পাদায় ধীমহি। তন্নোবৃষৎ প্রচোদয়াৎ॥ নৃসিংহায় বিদ্মহে বজ্রনখায় ধীমহি। তন্নঃ সিংহ প্রচোদয়াৎ॥

৭। ব্রহ্মা গায়ত্রী—বেদাত্মনায় বিদ্মহে হিরণ্যগর্ভায় ধীমহি।
তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ॥ ২৯॥

৮। বিষ্ণু গায়ত্রী—নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৩০॥

৯। নরসিংহ গায়ত্রী—বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি।
তন্নো নারসিংহঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৩১॥

১০। আদিত্য গায়ত্রী—ভাস্করায় বিদ্মহে মহদ্দ্যুতিকরায় ধীমহি।
তন্নো আদিত্যঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৩২॥ (সূর্যঃ)

১১। অগ্নি গায়ত্রী—বৈশ্বানরায় বিদ্মহে লালীলায় ধীমহি (লালেলায়)
তন্নো অগ্নিঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৩৩॥

১২। দুর্গা গায়ত্রী—কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারি ধীমহি। (কুমায়ৈ)
তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৩৪॥

দীপিকা। ততঃ পাবকস্য তৎপিতুঃ॥ ততোঽগ্নেস্তৎ স্বরূপবিশেষস্য। জ্বালেলায় লেলায়মানায়। জিহ্বাভির্বিগৃহ্নতে॥ ততো ভাস্করস্য। ততো দিবাকরস্য তদ্ বিশেষরূপস্য। মহাদ্যুতিকরায়োদয়েন ত্রৈলোক্য প্রকাশ করায়॥ তত আদিত্যস্য॥ ততো বজ্রপাদস্য॥ ততঃ কাত্যায়ন্যাঃ॥ ততো মহাশুলিন্যাঃ॥ ততঃ সুভগায়াঃ॥ ততো গরুড়স্য। সুবর্ণপক্ষায় সুষ্ঠু পর্ণানি যেষাং তাদৃশাঃ পক্ষা যস্য॥ ততো নারায়ণস্য॥ ততো নৃসিংহস্য॥ তত শ্চতুর্মুখস্য॥ এব-মষ্টাদশ গায়ত্র্যঃ॥

মন্ত্রার্থ। বেদরূপ ব্রহ্মাকে আমরা জানিব। আমরা চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভের ধ্যান করি। সেই ধ্যানে তিনি আমাদিগকে প্রেরিত করুন। ইহাই ব্রহ্মার গায়ত্রী। ২৯

আমরা নারায়ণকে জানিব। তন্নিমিত্ত আমরা বাসুদেবের ধ্যান করি। সেই ধ্যানে ব্যাপক পুরুষ বিষ্ণু আমাদিগকে প্রেরিত করুন। ৩০

আমরা বজ্রনখকে জানিব। সেই হেতু আমরা তীক্ষ্ণদন্তের ধ্যান করি। সেই ধ্যানে নরসিংহ আমাদিগকে প্রেরিত করুন। ৩১

আমরা ভাস্করকে জানিব। আমরা মহাদ্যুতিকর সূর্য্যকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে আদিত্য আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করুন। ৩২

আমরা বৈশ্বানরকে জানিব। তন্নিমিত্ত আমরা লালীলায় ধ্যান করি। সেই ধ্যানে অগ্নিদেব আমাদিগকে নিমগ্ন করুন। ৩৩

হে কাত্যায়নি, তুমি কন্যা ও কুমারী। তুমি স্বীয় পিতার ভোগ ও মোক্ষদাত্রী। আমরা কন্যা কুমারীকে জানিব। সেই হেতু তোমার ধ্যান করি। দুর্গাদেবী সেই ধ্যানে আমাদিগকে প্রেরণা দান করুন। ৩৪

উল্লিখিত দ্বাদশ গায়ত্রীর মধ্যে ছয় গায়ত্রী আচার্য্য সায়ন কর্ত্তৃক এবং অবশিষ্ট গায়ত্রী ষট্‌ক আচার্য্য ভট্টভাস্কর কর্ত্তৃক গৃহীত। আচার্য্য নারায়ণ কর্ত্তৃক রচিত মহানারায়ণ উপনিষদের দীপিকায় পূর্বোক্ত দ্বাদশ গায়ত্রী ব্যতীত অতিরিক্ত ছয় গায়ত্রী উদ্ধৃত। অতএব মোট অষ্টাদশ গায়ত্রী পাওয়া যায়।

পরপৃষ্ঠায় এই ছয় গায়ত্রী লিখিত।

১। ব্রহ্মাগায়ত্রী—চতুর্মুখায় বিদ্মহে কমণ্ডলুধরায় ধীমহি।
তন্নো ব্রহ্মা প্রচোদয়াৎ ॥ (১)

মন্ত্রার্থ। আমরা চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে জানিব। তদর্থ কমণ্ডলুধারী ব্রহ্মাকে ধ্যান করিব। সেই ধ্যানে ব্রহ্মা আমাদিগকে প্রেরণা প্রদান করুন।

২। ভানুগায়ত্রী—আদিত্যায় বিদ্মহে সহস্রকিরণায় ধীমহি।
তন্নো ভানুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (২)

মন্ত্রার্থ। আমরা আদিত্যকে জানিব। তন্নিমিত্ত সহস্রাংশু সূর্য্যকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে ভানু আমাদিগকে প্রেরিত করুন।

৩। বৈশ্বানর গায়ত্রী—পাবকায় বিদ্মহে সপ্তজিহ্বায় ধীমহি
তন্নো বৈশ্বানরঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩

মন্ত্রার্থ—আমরা পাবক, অগ্নিকে জানিব। তদর্থ সপ্তজিহ্ব সমিদ্ধ অগ্নিকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে বৈশ্বানর আমাদিগকে প্রেরণা প্রদান করুন। এই উপনিষদে দ্বাদশোনুবাকে অগ্নির এই সপ্তজিহ্বা উল্লিখিত—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী।

৪। ভগবতী গায়ত্রী—মহাশূলিন্যৈ বিদ্মহে মহাদুর্গায়ৈ ধীমহি
তন্নো ভগবতী প্রচোদয়াৎ ॥

মন্ত্রার্থ। আমরা মহাশূলিনী দেবীকে জানিব। সেই হেতু মহাদুর্গাকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে ভগবতী আমাদিগদে স্থাপিত করুন।

৫। গৌরীগায়ত্রী। সুভগায়ৈ বিদ্মহে কমল মালিন্যৈ ধীমহি।
তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ॥

মন্ত্রার্থ। আমরা সভগা দেবীকে জানিব। সেইজন্য কমলমালিনী দেবীকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে গৌরীদেবী আমাদিগকে প্রেরিত করুন।

৬। সর্প গায়ত্রী। নবকুলায় বিদ্মহে বিষদন্তায় ধীমহি।
তন্নঃ সর্পঃ প্রচোদয়াৎ ॥

মন্ত্রার্থ। আমরা নবকুলকে জানিব। সেই হেতু আমরা বিষদন্তকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে সর্প আমাদিগকে প্রেরিত করুন।

সম্ভবতঃ এই ছয় গায়ত্রী অন্য শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত অথবা আচার্য্য নারায়ণের জন্মভূমিতে প্রচলিত।

সহস্র পরমাদেবী শতমূলা শতাংকুরা।
সর্বং হরতু মে পাপং দূর্বা দুঃস্বপ্ন নাশিনী ॥ ৩৫ ॥
[দূর্বাং অমৃতসম্ভূতাং শতমূলঃশতাংকুরাঃ।
শতং মে ঘ্নন্তি পাপানি শতমায়ুর্বিবর্দ্ধনি ॥]
কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষঃ পরি।
এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ ॥ ৩৬ ॥

দীপিকা ॥ দূর্বামন্ত্রানাহ সহস্রেতি। ১ কাণ্ঠং গোলাঃ। প্ররোহন্তাং-কুরাম্মুঞ্চন্তী। পুরুষঃ পর্বনঃ। পরি লক্ষ্যীকৃত্য। এবা নো দূর্বে প্রতনু হে দূর্বে ত্বং নঃ প্রতম্বেব প্রততান্ পুত্রপৌত্রাদিনা কুর্বেব। এবা "নিপাতস্য চেতি" দীর্ঘঃ (পাণিনী ৬. ৩. ১৩৬)। এভির্দূর্বা পূজনীয়া মান্ত্রলিংগিকং ফলম্ ॥ ৩

মন্ত্রার্থ। (উপরে দ্বাদশ গায়ত্রী কথিত হইল। এখন স্নানাঙ্গ মন্ত্রাবলি কথিত। তন্মধ্যে মস্তকে মৃত্তিকাযুক্ত দূর্বা ধারণার্থ দূর্বাভিমন্ত্রন মন্ত্রসমূহ বলিতেছেন।) সহস্র সহস্র পবিত্র দ্রব্য হইতেও উৎকৃষ্ট, প্রকাশস্বভাবা, শত-সংখ্যক মূলসমন্বিতা, নানাবিধ অঙ্কুরযুক্তা, দুঃস্বপ্ননাশিনী দূর্বা আমার সর্বপাপ

হরণ করুন। ৩৫

হে দূর্বে। যেমন তুমি প্রতি পর্ব ও প্রত্যেক কাণ্ড হইতে অঙ্কুরিত হও এবং শত সহস্র পুত্রপৌত্রাদিরূপে নিজ বংশের বিস্তৃতি বিধান কর, তদ্রূপ মদীয় বংশ বৃদ্ধি কর। ৩৬

টিপ্পনী। আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রে অনেক দেবতার গায়ত্রী মন্ত্র উল্লিখিত। তন্মধ্যে মাত্র ৪ (চারি) গায়ত্রী এখানে উদ্ধৃত হইল। কোন দেবতার পূজা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যতিত পূর্ণাঙ্গ হয় না। সেজন্য প্রত্যেক দেবতার পূজাকালে পূজ্য দেবতার গায়ত্রী মন্ত্র অন্ততঃ দ্বাদশবার উচ্চার্য।

মহালক্ষ্মী গায়ত্রী ১। মহাদেব্যৈ চ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্ন্যৈ চ ধীমহি।
তন্নো লক্ষ্মী প্রচোদয়াৎ ॥ (১)

অর্থ। মহাদেবীকে জানিব। সে জন্য বিষ্ণুপত্নীকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে লক্ষ্মী আমাকে উদ্বুদ্ধ করুন।

শ্রীরাম গায়ত্রী ২। রঘুবংশ্যায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি।
তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (২)

অর্থ। রঘুবংশীয়কে জানিব। সে জন্য সীতাবল্লভকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে শ্রীরাম আমাকে প্রণোদিত করুন।

সদাশিব গায়ত্রী ৩। সদাশিবায় বিদ্মহে সহস্রাক্ষায় ধীমহি।
তন্নঃ সাম্বঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (৩)

অর্থ। সদাশিবকে আমি জানিব। সেই জন্য সহস্রাক্ষদেবতাকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে সাম্ব আমাকে প্রেরণা প্রদান করুন।

কালিকা গায়ত্রী ৪। কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি।
তন্নোঽঘোরঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (৪)

অর্থ। আমি কালিকাকে জানিব। সেজন্য শ্মশানবাসিনী দেবীকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে অঘোর আমাকে প্রেরিত করুন।

ভট্টভাস্কর স্বীয় ভাষ্যে বলেন, দুর্গা গায়ত্রীর দেবতা কোন বিশেষ যজ্ঞাগ্নি,

যাহার সহিত দুর্গা একীভূতা। তিনি কাত্যায়ন নামে অভিহিতা। কারণ একজন্মে তিনি কাত্যার কন্যা রূপে ভূমিষ্ঠ হন। উক্ত শব্দের পুং লিঙ্গ স্ত্রী লিঙ্গ রূপে পরিণত হইবে। কন্যাকুমারী অর্থে একটি জ্যোতির্ময়ী কুমারী কন্যা, কন্যা শব্দ কন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। কন্ ধাতুর অর্থ উজ্জ্বলা। কুমারী অর্থে অনিষ্ট নাশিনী, কুং কুত্সিতং অনিষ্টং মারয়তি ইতি। আনন্দাশ্রম সংস্করণের ভাষ্যে কোন অজ্ঞাত লেখকের মন্তব্যে আছে, এই গায়ত্রী আদিশক্তি কন্যাকুমারীর নিকট প্রার্থনা। কন্যাকুমারী দুর্গা নামেও সম্বোধিতা হইতেন। ইহাতে দুর্গা দুর্গী রূপে পরিবর্তিতা।

যা শতেন প্রতনোষি সহস্রেণ বিরোহসি।
তস্যাস্তে দেবীষ্টকে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥ ৩৭ ॥
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরা।
শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে ॥ ৩৮ ॥
ভূমির্ধেনুর্ধরণী লোকধারিণী।
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা ॥ ৩৯ ॥
মৃত্তিকে হন মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতা।
মৃত্তিকে দেহি মে পুষ্টিং ত্বয়ি সবং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪০
[ত্বয়া হতেন পাপেন জীবামি শরদ শতম্ ॥
বাচা কৃতং কর্মকৃতং মনসা দুর্বিচিন্তিতম্।
ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাংগতিম্
মৃত্তিকে দেহি মে পুষ্টিং ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥]

দীপিকা। পৃথিবীমন্বানাহ। অশ্বক্রান্ত ইতি। অশ্বৈ রথৈশ্চাক্রান্তে স্কন্ধে। বিষ্ণুক্রান্তে বামনে নাক্রান্তত্বাৎ। শিরসা ধারিতা শেষেনেতি শেষঃ। শিরসি ধৃত্বা মন্ত্রঃ পঠনীয়ঃ ॥ ৪ ॥ কিং লৌকিকেন বরাহেণ নেত্যাহ কৃষ্ণেনেতি

বাসুদেবেনেত্যর্থঃ। তেন বরাহেণ যা ত্বমুদ্ধৃত্য ব্রহ্মণে সৃষ্ট্যর্থং দত্তাসি কাশ্যপেন কশ্যপাত্মজেনোপেন্দ্রেনাভিমন্ত্রিতা প্রতিষ্ঠিতা মন্ত্রেণাভিমুখীকৃতা স্বীকৃতা ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ। হে ভক্তস্তুতে, তুমি বিবিধ অঙ্কুর দ্বারা বংশ বিস্তার কর এবং সহস্র সহস্র পৌত্রাদিসহ উৎপন্ন হও। আমরা হবিঃ প্রদান দ্বারা তাদৃশ তোমার পরিচর্য্যা বিধান করি। ৩৭

(এখন মৃত্তিকাভিমন্ত্রণ-মন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে।)

হে মৃত্তিকে, তুমি পবিত্র অশ্বপদ, রথ ও ত্রিবিক্রম পদ দ্বারা আক্রান্ত; তুমি ধনরাশি ধারণ কর। আমরা স্নানকালে তোমাকে মস্তকে ধারণ করি। তুমি মস্তকে ধৃত হইয়া পদে পদে আমাকে রক্ষা কর। ৩৮

তন্ত্রশাস্ত্রে বসুন্ধরা অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তায় বিভক্ত।

হে মৃত্তিকে, যখন প্রলয় কালে সপ্ত সমুদ্র একীভূত হয়, তখন তুমি তাহাতে নিমগ্না থাক। তুমি কামধেনু তুল্য সুখদা, শস্যরাশি ধারয়িত্রী এবং প্রাণিগণের আশ্রয়। তুমি কৃষ্ণবর্ণ শতবাহু বরাহকর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছ। ৩৯

হে মৃত্তিকে, আমি যে অকরণীয় পাপকর্ম করিয়াছি, তাহা তুমি বিনষ্ট কর। পরব্রহ্ম তোমাকে ভূমিরূপে স্থাপন করিয়াছেন। তুমি কাশ্যপাদি পরমর্ষিগণকর্তৃক স্নানকালে অভিমন্ত্রিত হইয়া পাপ হনন কর। হে মৃত্তিকে, তুমি আমার পুষ্টি সাধন করিয়া থাক। ইহার কারণ, পৃথিবীরূপা তোমাতে চতুর্বিধ প্রাণীজাত প্রতিষ্ঠিত আছে। ৪০

মৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিতে সর্বং তন্মে নির্ণুদ মৃত্তিকে।
ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাং গতিম্ ॥ ৪১ ॥
যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে বিদ্বিষো বিমৃধো জহি ॥ ৪২ ॥
স্বস্তিদা বিশস্পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।
বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ স্বস্তিদা অভয়ঙ্করঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ৪৪ ॥
আপান্তমন্যুস্তৃপলপ্রভর্মা ধুনিঃ শিমীবাঞ্ছরুমাং ঋজীষী।
সোমো বিশ্বান্যতসাবনানি নার্বাগিন্দ্রং প্রতিমানানি দেভুঃ ॥ ৪৫ ॥
ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।
স বুধ্নিয়া উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ ॥ ৪৬ ॥

দীপিকা। ওঁ ভূর্লক্ষ্মীর্ভূর্বলক্ষ্মীঃ স্বব কালকর্ণী তন্নে মহালক্ষ্মী প্রচোদয়াৎ ॥ পদ্মপ্রভে পদ্মসুন্দরি ধর্মবতয়ে স্বাহা ॥ হিরণ্য শৃংগং বরুণং প্রপদ্যে তীর্থং মে দেহি যাচিতঃ। যন্ময়া ভুক্তমসাধুনাং পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥ যন্মে মনসা বাচা কর্মণা বা দুষ্কৃতং কৃতম্। তন্মে ইন্দ্রো বরুণো বৃহস্পতিসবিতা চ পুনন্তু পুনঃ পুনঃ ॥ সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু। দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ ভূয়াসুর্যোহস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥

মন্ত্রার্থঃ— (চতুর্থ মন্ত্র বলিতেছেন।) হে প্রতিষ্ঠিতে মৃত্তিকে, আমার সমস্ত পাপ বিধৌত কর। তুমি আমার পাপ দূরীভূত করিলে আমি মুক্তিলাভ করিব। ৪১

(এইরূপে দূর্ব্বা ও মৃত্তিকা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণান্তে মন্ত্র সমূহ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া দুই মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রের নিকট অভয়াদি প্রার্থনা করিতেছেন।) হে ইন্দ্র, আমরা যে পাপ, শত্রু ও নরক হইতে ভীত হই, সেই পাপদি হইতে আমাদিগকে অভয় প্রদান কর। ইহার অর্থ, হে ইন্দ্র, আমরা তোমার অনুগ্রহে নিষ্পাপ, নিঃশত্রু ও নরক ভয়হীন হইব। হে ইন্দ্র, তুমি মদীয় পাপাদিত্রিতয় বিনষ্ট কর। অপিচ আমাদের রক্ষার জন্য পীড়ক অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুকে সংহার কর। ৪২

(দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রার্থনা করিতেছেন।) ইহলোক ও পরলোক সুখপ্রদ, প্রজাপালক, বৃত্রহা শত্রুগণকে বশীভূত করুন। পুষ্কর প্রভৃতি মেঘগণকে আদেশ

দিয়া ভূমিসেচনকারীর নাম বৃষা, সেই বৃষাপতি, কল্যাণপ্রদ, অভয়দাতা স্নানের নিমিত্ত সন্মুখে রক্ষার্থ আগমন করুন। ৪৩

(এই মন্ত্র পূজাকালে স্বস্তিবাচন মন্ত্ররূপে উচ্চারিত হয়। এই মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতা স্বস্তিপোষণ প্রার্থনা করিতেছেন। ইহার ফলে স্নানকালে কুম্ভীরাদি জলজন্তুদ্বারা পীড়া হইবে না।) স্তবণীয় ইন্দ্রদেব আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। সর্বজ্ঞ পূষা আমাদের মঙ্গল সাধন করুন। কশ্যপপুত্র অরিষ্টনেমি আমাদের মঙ্গল করুন। দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন। ৪৪

(অনন্তর একটি মন্ত্র দ্বারা সোম ও ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।) সততক্রোধশীল, চন্দ্রকান্তমণিপ্রভ, বসন্তপ্রিয় শমীবৃক্ষ ও দীপ্তিশালী চন্দ্রমা যাবতীয় ওষধিবনস্পতি প্রভৃতিকে স্বকীয় সতত গমন দ্বারা পোষণ করিতেছেন। (সোমেরস্তব সমাপনান্তে ইন্দ্রের স্তব করিতেছেন।) যাঁহারা ইন্দ্র অপেক্ষা অর্বাচীন, তাঁহারা উপমাভূত হইয়াও গুণ পরাক্রমাদির দ্বারা ইন্দ্রকে হিংসা করেন নাই। ইহার অর্থ, কেহ ইন্দ্রের উপমাভূত নাই। ৪৫

(একটি মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রার্থনা করিতেছেন।) পরব্রহ্ম সমস্ত দেবতার উৎপত্তির অগ্রে পূর্বদিকে সূর্য্যরূপে অথবা বিরাজাদির উৎপত্তির পূর্বে হিরণ্যগর্ভরূপে জন্মগ্রহনান্তে সর্বকমনীয় ভূলোক-মধ্যভাগপর্য্যন্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম সর্বভূতের আশ্রয়। তিনিই এই জগতের বিবিধ স্থানভূত, প্রাচ্যাদি দিক্ ও বিদ্যমান ঘটপটাদির কারণ এবং অমূত বায়ুপ্রভৃতির উৎপত্তিস্থানের প্রকাশক। পরব্রহ্ম স্বকীয় প্রকাশ দ্বারা ভূলোক হইতে শোভমান লোকত্রয় প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি সকল দেবতার আদিভূত এবং সূর্য্যরূপে পূর্বদিকে উদিত হন। তিনি অতীব কমনীয়। সেই ব্রহ্ম সর্বভূতের আশ্রয়। প্রাচ্যাদি দিক্সমূহ ও জগতের বিবিধ স্থানভূত, তিনি দৃশ্যমান ঘট পটাদির কারণও অমূর্ত্ত বায়ুপ্রভৃতির উৎপত্তিস্থানকে প্রকাশিত করেন। ৪৬

স্যোনা পৃথিবি ভবা নৃক্ষরা নিবেশনী।
যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথাঃ ॥ ৪৭ ॥

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্ ।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥ ৪৮ ॥
শ্রীর্মে ভজতু, অলক্ষ্মীর্মে নশ্যতু ।
বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাশ্ছন্দোভিরিমাংল্লোকাননপজয্যমভ্যজয়ন্ ।
মহান্ ইন্দ্রো বজ্রবাহুঃ ষোড়শী শর্ম যচ্ছতু ॥ ৪৯ ॥
স্বস্তি নো মঘবা করোতু ।
হন্তু পাপ্মানং যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি ॥ ৫০ ॥
সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে, কক্ষীবন্তং য ঔশিজম্ ।
শরীরং যজ্ঞশমলং কুসীদং তস্মিন্তসীদতু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি ॥৫১॥
চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতানি ।
তেন পবিত্রেণ শুদ্ধেন পূতা অতি পাপ্মানমরাতিং তরেম ॥৫২॥
সজোষা ইন্দ্র সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহঞ্ছুর বিদ্বান্ ।
জহি শত্রূনপমৃধো নুদস্বাথাভয়ং কৃণুহি বিশ্বতো নঃ ॥৫৩॥

দীপিকা। শ্রীমন্ত্রানাহ গন্ধদ্বারামিতি। কস্তূর্যাদিগন্ধো দ্বারমভিব্যঞ্জকং যস্যাঃ সা। দুরাধর্ষামজিতেন্দ্রিয়ৈর্দুষ্প্রধর্ষাং স্বভাবলোলত্বাৎ। করীষিণীং করীষং গোময়ং তদ্বতীং "গোময়ে বসতে লক্ষ্মীরিতিস্মৃতেঃ। ঈশ্বরীম্। অশ্নোতেরাশুকর্মণি বরটি ঈশোপধায়া ইত্যনুবৃত্তেরীশ্বেঙীপি রূপমিতি দুর্ঘটবৃত্তিঃ। স্থেশভাসেতি বরচি ঈশ্বরেতি স্যাৎ (পাণিনী ৩, ২, ১৭৫)। ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীরিতি চণ্ডী। ৮।

মন্ত্রার্থ—(গৃহীত-মৃত্তিকার পরিশুদ্ধির জন্য পুনরায় দুই মন্ত্র দ্বারা পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন।) হে পৃথিবি, তুমি আমার দুঃখত্রয়ের অবসান কর। তুমি মনুষ্যাদি চতুর্বিধ ভূতসমূহের উৎপাদন করিয়া এবং উৎপাদিত প্রাণিবর্গকে গ্রাম, অরণ্যাদি প্রভৃতিতে যথাযোগ্য সংস্থাপন করিয়া ও মলমূত্রাদি ধারণ পূর্বক সহিষ্ণুতারূপ কীর্তি দ্বারা বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ বিধান করিয়া থাক। ৪৭

(দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন।) গন্ধদ্বারা যাহার অনুমান করা যায়, যাহা খননাদি দ্বারা প্রকম্পিত হয় না, যাহা নানাবিধ শস্য ও গিরি প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্টা, শস্যবপনার্থ কৃষকগণ কর্তৃক কৃষ্ট, সর্বপ্রাণীর ঈশ্বরী ও আশ্রয়ভূতা, সেই মৃত্তিকাকে আমি নিকটে আহ্বান করি। ৪৮

(এই মন্ত্রসমূহের দ্বারা অভিমন্ত্রিত মৃত্তিকা পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত লেপনপূর্বক জল-প্রবেশের নিমিত্ত প্রার্থনা মন্ত্র বলিতেছেন।) লক্ষ্মী আমাকে ভজনা করুন। আমার অলক্ষ্মী নাশপ্রাপ্ত হউক। বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ বেদবিহিত সাধকবৃন্দ দ্বারা রাক্ষসগণকর্তৃক অজেয় এই লোক সমূহ জয় করিয়াছিলেন। ত্রিলোকীপূজ্য বজ্রহস্ত ইন্দ্র পূর্ণচন্দ্রতুল্য সুখ বিধান করুন। ৪৯

ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। যে পাপ আমাদের দ্বেষ করে, তাহাকে হনন করুন। ৫০

হে বেদ পরিপালক পরমাত্মন্, তুমি সোমলতার অভিষবকারীকে সমস্ত শাখাতে উদাত্তাদি স্বরকে প্রাপ্ত করাও। উশিকৃতনয় পরমর্ষি কক্ষীবান্ আমার শরীরকে শ্রমসহিষ্ণু করুন। যে শত্রু আমাদিগকে হিংসা করে, সে চিরকাল নরকে নিবাস করুক। ৫১

(জানুপরিমিত জলে প্রবেশ করিয়া যে মন্ত্রদ্বয় জপ করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন। এই মন্ত্র দ্বারা নারায়ণের পাদপদ্ম স্তুত হইতেছে।) নারায়ণের যে পাদপদ্ম পবিত্র, ব্যাপক ও পুরাতন, মানব যে চরণ দ্বারা পবিত্র হইয়া সমস্ত দুষ্কৃত অতিক্রম করেন, আমরাও সেই পবিত্র, বিশুদ্ধ চরণ স্পর্শে পূত হইয়া নরকের কারণীভূত পাপরূপ শত্রুকে পরিহার করিব। এই মন্ত্র দ্বারা পদদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। ৫২

হে বৃত্রহন্, হে শূর, হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের অন্তঃকরণ বৃত্তির অনুরূপ প্রীতিমান্, তুমি স্বীয় পরিজনবর্গের সহিত বিদ্যমান ও সর্বজ্ঞ। তুমি মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের সহিত আমাদের যাগে আগমনান্তে সোমপান কর। তুমি মদীয় শত্রুগণকে নিহত কর এবং সমরে শত্রুগণের বিনাশ সাধন কর। অনন্তর আমাদের সর্ববিধ অভয়বিধান কর। ৫৩

সুমিত্রা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রাস্তস্মৈ
ভূয়াসুর্যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। ৫৪
আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্ধ্বে দধাতন। মহে
রণায় চক্ষসে। যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ। তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায়
জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥ ৫৫॥
হিরণ্যশৃঙ্গং বরুণং প্রপদ্যে তীর্থং মে দেহি যাচিতঃ।
যন্ময়া ভুক্তমসাধূনাং পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহঃ। যন্মে
মনসা বাচা কর্ম্মণা বা দুষ্কৃতং কৃতম্। তন্ন ইন্দ্রো
বরুণো বৃহস্পতিঃ সবিতা চ পুনন্তু পুনঃ পুনঃ॥ ৫৬॥

দীপিকা। ওঁ সুরিতি যজুর্লক্ষ্মীমন্ত্রো নারসিংহ উক্তঃ (পূর্বতাপনী ৪, ২)। ৯। পদ্মপ্রভ ইত্যাদিঃ পদ্মাবতী মন্ত্রঃ। কশ্চিদ্ধর্ম কৃতম্ ইতি পাঠং কচিদ্রতম্ ইতি। লক্ষ্ম্যা আরাধনে লক্ষ্মীমুদ্রা দর্শনীয়া সা যথা। চক্রমুদ্রাং তথা বধ্বা মধ্যমে দ্বে প্রসার্য চ। কনিষ্ঠিকে তথানীয় তদগ্রেঽঙ্গুষ্ঠকৌ ক্ষিপেৎ। লক্ষ্মীমুদ্রা পরা হ্যেষা সর্বসম্পৎ প্রদায়িনীতি"। ১০। বরুণ প্রার্থনা মন্ত্রো হিরণ্যশৃংগমিতি॥ ১১॥ পুনন্তু শোধয়ন্তু নির্হরন্তু॥ ১২॥ অপাং প্রার্থনা সুমিত্রিয়া ন ইতি॥ ১৩॥

মন্ত্রার্থ। জল ও ওষধি সমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ আমাদের সুখবিধান করুন। যাহারা আমাদের প্রতি দ্বেষ করে এবং আমরা যাহাদিগের প্রতি দ্বেষ করি, তাহাদিগের দুঃখ উৎপাদন করুন। ৫৪

হে জল, তুমি স্নান ও পানাদির হেতু বলিয়া সুখদায়ক। তুমি আমাদিগকে মহৎ রমণীয় পরমাত্ম-দর্শনের নিমিত্ত পোষণ করিয়া থাক। হে জল, তোমাতে যে কল্যাণপ্রদ মধুর রস বিদ্যমান, তাহা তুমি স্নেহবতী জননী সদৃশ আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাক। হে জল, আমরা স্ব স্ব পাপরাশি ক্ষয়ার্থ তোমার শরণাগত হই। তুমিও পাপ ক্ষয় করিয়া আমাদিগকে প্রসন্ন কর। তুমি আমাদিগকে

পুত্রাদি জনন শক্তি প্রদান কর। ৫৫

[ইহার পর দুই মন্ত্র দ্বারা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।] সুবর্ণময় শৃঙ্গের ন্যায় যাঁহার মুকুট মস্তকে শোভিত, এবম্বিধ বরুণদেবকে প্রাপ্ত হই। তিনি আমাকে অনুগ্রহ করুন। হে বরুণদেব, তুমি আমার প্রার্থনানুসারে আবরণস্থান প্রদান কর। অপিচ, আমি অসাধু ব্যক্তিগণের গৃহে যে অন্ন ভোজন করিয়াছি ও পাপিগণের নিকট হইতে যে প্রতিগ্রহ করিয়াছি এবং তদ্ভিন্ন মনঃ, বাক্ ও কর্ম্মের দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, সেই পাপ ইন্দ্র, বরুণ, বৃহস্পতি ও সূর্য্য পুনঃ পুনঃ বিশোধিত করুন। ৫৬

নমোঽগ্নয়েঽপ্সুমতে নম ইন্দ্রায় নমো বরুণায় নমো বারুণ্যৈ নমোঽদ্ভ্যঃ ॥৫৭

যাহার মধ্যে জল অব্যক্তভাবে অবস্থিত আছে, তাদৃশ অগ্নির উদ্দেশে নমস্কার। ইন্দ্র, বরুণ, বরুণ পত্নী ও জলাভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে নমস্কার। ৫৭

যদপাং ক্রূরং যদমেধ্যং যদশান্তং তদপগচ্ছতাৎ ॥ ৫৮

অত্যাশনাদতীপানাদ্ যচ্চ উগ্রাৎ প্রতিগ্রহাৎ।

তন্মে বরুণো রাজা পাণিনা হ্যবমর্শতু ॥

সোঽহমপাপো বিরজো নির্মুক্তো মুক্তকিল্বিষঃ।

নাকস্য পৃষ্ঠমারুহ্য গচ্ছেদ্ ব্রহ্মসলোকতাম্ ॥ ৫৯ ॥

মন্ত্রার্থ—হে জল, তোমার যে ক্রূররূপ আবর্ত্তাদি, যাহা অপবিত্র নিষ্ঠীবনাদি এবং যাহা বাতশ্লেষ্মাদিজনক রূপ, তৎ সমুদায় আমাদের স্নানাদি প্রদেশ হইতে অপসৃত হউক। ৫৮

(অবগাহন মন্ত্র গুলি কথিত হইতেছে।) দেব, ঋষি, পিতৃগণ মনুষ্যাদি যজ্ঞকে অতিক্রম করিয়া, ভোজনরূপ অত্যাশন, দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ অতিক্রমান্তে পানরূপ অতিপান এবং যথেচ্ছকারী ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিগ্রহজনিত যে পাপ উৎপন্ন হইয়াছে, জলপতি বরুণ হস্তের দ্বারা সেই সকল পাপ অপনয়ন করুন। অনন্তর আমি নিষ্পাপ, রজোগুণহীন, সংসার কারণ রাগদ্বেষাদিশূন্য

ও অত্যাশনাদিজনিত পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গের উর্দ্ধে আরোহণ পূর্বক যেন ব্রহ্মলোকে গমন করি। ৫৯

যশ্চাপ্সু বরুণঃ স পুনাত্বঘমর্ষণঃ ॥ ৬০

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণিয়া।
অসিক্নিয়া মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া ॥ ৬১

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্রিরজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ ৬২ ॥

দীপিকা। গচ্ছেৎ। গচ্ছেয়ম্ ॥:॥ নদী প্রার্থনামন্ত্র ইমং ম ইতি। চত্বারি নদীসম্বোধনানি। স্তূয়মানং স্তোমঃ। হে গঙ্গাদ্যা ইমং মে মম স্তোমং স্তুতিং সচতা। ষচ সম্বন্ধে। সম্বদ্ধং কুরুত গৃহ্নীতেত্যর্থঃ। "ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণামিতি" দীর্ঘঃ (পাণিণী ৬.৩.১৩৩)। হে পরুষ্ণি আ স্মরণে। ছান্দসঃসন্ধিঃ। আঙ্ বা ক্রিয়াসম্বন্ধঃ। অসিক্নয়া অসিতয়া। "অসিত পলিতেযোর্ন ঃ ক্নমেকে" (কৌমুদি ৪৯৬)। অসিক্নয়া যহ শৃণুহি। "শুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি (পাণিণী ৬.৪,১০২) ইতি হেরালুক। মৎকৃতাং স্তুতিং শৃণু। দ্বে অপি নদী বিশেষে তথা হে মরুদ্বৃধে নাদে বিতস্তয়া নদ্যা সহ শৃণুহি হে আর্জীকীয়ে নদী আ স্মৃতম্। সুষেদময়া সোমোদ্ভবয়া নর্মদয়া নদ্যা সহ শৃণু মৎস্তুতিং গৃহান ॥ ৪ ॥

ঋতং চ সত্যং চেতি দ্বয়মভীদ্ধাদীপ্তাত্তপসো জ্ঞানলক্ষণাদ্ধর্মাদধ্যুপর্যজায়তোৎপন্নং ততোঽনন্তরং রাত্রী। "রাত্রেশ্চাজসা বিতি" ঙীপ্ (পাণিণী ৪.১.৩১)। অজায়ত। কাল ব্যবহারো জাতস্ততো রাত্র্যনন্তরং তস্যাঃ শীতত্বাৎ সমুদ্রোজাতঃ। মুদ্রাসহিতোঽপি ভবতীত্যত আহ অর্ণব ইতি। অর্ণাংস্যুদকানি সন্ত্যস্যার্ণবঃ।

"অর্ণসো লোপশ্চেতি" বঃ সলোপশ্চ (কৌমুদি ১৯.১৬.) ৫ ॥ তদুপরি সংবৎসরো অজায়ত। সংসত্য বসন্ত্যস্মিন্নিতি সংবৎসরো দিবসঃ সহস্রসংবৎসরে সত্রে সংবৎসর শব্দস্য দিবসাভিধায়িত্ব নির্ণয়াৎ। তাভ্যামহোরাত্রাণি বিদধৎ কৃতবান্। বিশ্বস্য মিষতো নিমেষোন্মেষং কুর্বতো লোকস্যায়ুঃ পরিমাপকত্বেন সম্বন্ধীন্যহোরাত্রাণি বিদধদিত্যন্বয়ঃ। বশীসর্বে বশেঽস্য বর্ত্ততি ॥ ৬॥

যথাপূর্বং পূর্বকল্পবৎ। স্বঃ স্বর্গং স্বর্গোত্তমং দিব উর্দ্ধং ভাগম্। ৭॥ যৎ পৃথিব্যামিতি নিমজ্জনমন্ত্রঃ। পৃথিব্যাং ভূমৌ যদ্রজঃ স্বং রজস স্বরূপং আ আশ্রিতং বর্ত্ততে ব্যাশ্রিতং বর্ত্ততে। উপসর্গেণ ক্রিয়াক্ষেপঃ। অন্তরিক্ষে যদ্রজং স্বং বিরোদসী বিশিষ্টং দ্যাবা পৃথিবৌ যদাশ্রিতমিমাস্তদ্রজ আপ উদকরূপো বরুণো দেবোঽঘমর্ষণঃ পাপনাশনঃ পুনাতু শোধয়তু তস্মাদ্রজসঃ পবিত্রী করোতু ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ—সপ্তসমুদ্রমধ্যস্থিত, নানাবিধ-মহানদী-দীর্ঘিকা-কূপাদিতে যে পাপ নাশক বরুণদেব অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি আমাদিগকে পবিত্র করুন। ৬০

(এই মন্ত্র ঋগ্বেদে দশমণ্ডলে উল্লিখিত।) হে গঙ্গে। হে যমুনে! হে সরস্বতি! হে শুতুদ্রি! হে মরুদ্বৃধে! হে অর্জীকীয়ে! তোমরা সকল নদী মনঃ সংযোগ-পূর্বক মৎ-পঠিত এই স্তুতিমন্ত্রসমূহ শ্রবণ কর। তাহা শুনিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিতে ও অভিলষিত ফল প্রদানার্থ পরুষ্ণী, অসিক্লী, বিতস্তা ও সুষোমানাম্নী নদীদিগের সহিত আগমন কর। ইহার তাৎপর্য্য এইযে, যদ্যপি আমি উল্লিখিত মহানদীসমূহের তীরে গমনান্তে চিরকাল তথায় অবস্থান করিয়া সেই সেই নদীর জলে স্নান ও পান করিতে অক্ষম, তথাপি তথায় থাকিয়া স্নানাদি করিনা কেন! তোমরা সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া আমার পবিত্রতা সম্পাদন ও অভীষ্ট ফল প্রদান কর। ৬১

(জলে অবগাহনকারী পুরুষের সম্বন্ধে প্রাণায়ামের নিমিত্ত পাপনাশক মন্ত্রসূক্ত বলিতেছেন।) স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মা হইতে তাঁহার সঙ্কল্পবশতঃ, তত্ত্বজ্ঞান উৎপত্তির পূর্বে সত্যবৎ প্রতীয়মান পৃথিবী প্রভৃতি ভূতপঞ্চক ও চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। ভূত ও ভৌতিক সৃষ্টির পর রাত্রি ও দিবা

উৎপন্ন হইয়াছে। অনন্তর সপ্ত সমুদ্র, বাপীকূপাদি জলরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। সমুদ্র ও অর্ণবের উৎপত্তির পর অহোরাত্রনির্মাতা, চরাচর বিশ্বের স্বাধীনকর্ত্তা, সংবৎসর নামক কাল উৎপন্ন হইল। পরমেশ্বর পূর্ব পূর্ব কল্পে যেরূপ সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গলোক ও লোকত্রয়ের ভোগ্যপদার্থ সমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কল্পান্তরে সেই রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬২

যৎ পৃথিব্যাং রজঃ স্বমান্তরিক্ষে বিরোদসী।
ইমাংস্তদাপো বরুণঃ পুনাত্বঘমর্ষণঃ॥
পুনন্তু বসবঃ পুনাতু বরুণঃ পুনাত্বঘমর্ষণঃ।
এষ ভূতস্য মধ্যে ভুবনস্য গোপ্তা॥
এষ পুণ্যকৃতাং লোকানেষ মৃত্যোর্হিরণ্ময়ম্।
দ্যাবা পৃথিব্যোর্হিরণ্ময়ং সং শ্রিতং সুবঃ।
স নঃ সুবঃ সং শিশাধি॥ ৬৩ ॥

দীপিকা। এষ সর্বস্যেতি মৃত্যুপ্রার্থনামন্ত্রঃ। এষ ত্বং ভূতস্যোৎপন্নস্য ভব্যে ভব্যস্যোৎপৎস্যমানস্য। বিভক্তিব্যত্যয়। ভুবনস্য লোকস্য গোপ্তা রক্ষ কোঽসি। হে মৃত্যো এষ ত্বং পুণ্যকৃতাং লোকান্ সং শিশাধি। শাস্ অনুশিষ্টৌ। ছান্দসঃ শ্লুঃ। সমুপদিশ। যেন পুণ্যকৃতাং লোকান্যাম তং মার্গমুপদিশ। হে মৃত্যো এষ ত্বং হিরণ্ময়ঃ সুবর্ণময়োঽসি। হিরণ্ময়ং সুবঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সং শৃতং সুপক্বং পরিপাকভূতং বর্ত্ততে পৃথিব্যাং দিবি চ ব্রহ্মলোকে স্থিত্বাসাধ্যত্বাৎ। স্বঃ শব্দেন যদেতৎ পরো দিবোজ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু (ছান্দোগ্য ৩, ১৩, ৭) ইত্যুক্তং স্থানং গৃহ্যতে। মৃত্যো ত্বং তৎসংশিশাধি তদপি যেন প্রাপ্যতে তমুপায়মুপদিশেত্যর্থঃ॥ ৯

মন্ত্রার্থ—পাতালে, অন্তরিক্ষে, স্বর্গে এবং ভূলোকে বর্তমান মৎকৃত যে সকল পাপ আছে, জলাধিপতি পাপনাশক বরুণ তৎসমূহ বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন। অষ্টবসু, বরুণ ও অঘমর্ষণ ঋষি আমাদিগকে পবিত্র

করুন। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রাণিসমূহের রক্ষক বরুণদেব প্রাণিগণকে মৃত্যুসম্বন্ধীয় পুণ্যকৃত হিরণ্ময় লোকপ্রদান করেন। হে বরুণ, যে হিরন্ময় স্বর্গলোক ও ভূলোক আশ্রিত আছে, তুমি আমাদিগকে তাদৃশ স্বর্গলোক প্রদান দ্বারা অণুগৃহীত কর। ৬৩

আদ্রেং(র্দ্রং) জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি। জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি।
যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি।
অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা ॥ ৬৪ ॥
অকার্যকার্যবকীর্ণী স্তেনো ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ।
বরুণোঽপামঘমর্ষণস্তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬৫ ॥
রজোভূমিস্ত্বমাং রোদয়স্ব প্রবদন্তি ধীরাঃ ॥ ৬৬ ॥
(পুনন্তু ঋষয়ঃ পুনন্তু বসবঃ পুনাতু বরুণঃ পুনাত্বঘমর্ষণ) (১২॥৫॥)

দীপিকা। আদ্রং জ্বলতি ইত্যবকীর্ণিনো হোমমন্ত্রঃ। আদ্রং স্নিগ্ধং সর্বজনকত্বাজ্জ্যোতিব্রহ্মাখ্যংজ্বলতিনিত্যং প্রকাশতে তদহমস্মি। অহমেব নান্যদস্তি কিঞ্চন। অহমেব মামেব জুহোমি ময়া ময়ি চেত্যপি দ্রষ্টব্যম্। তদুক্তম্। 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা (গীতা ৪.২৪) ১০॥ অঘমর্ষণ ফলমাহ অকার্যকারীতি। অবকীর্ণী ব্রহ্মচারী স্ত্রীগমনস্য কর্তা। বরুণোঽপাঘমর্ষণো যৎ পৃথিব্যামিত্যনেনাঘমর্ষণ কর্তা লক্ষ্যতে সোঽহ কার্যকরণাদিপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১১॥

অঘমর্ষণানন্তরং স্তুতিমন্ত্রো রজোভূমিরিতি। রজো মলং ভূমির্ভূমেরংশ। হে বরুণ ত্বমাংরোদয়স্ব আঙোঽণ্নাসিকশ্ছন্দসি (পাণিনী ৬, ১, ১২৬) ইত্যনুনাসিকঃ। স্নানং কৃত্বা রজো নাশয়েত্যর্থঃ। ধীরা ধীমন্তঃ প্রবদন্তি প্রকৃষ্টং বরুণং বদন্তি। ১২

মন্ত্রার্থ। (স্নাত পুরুষের আচমন-মন্ত্র বলিতেছেন।) এই যে জলরূপ আর্দ্র বস্তু দৃষ্ট হইতেছে, তাহা অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। যে বস্তু

প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ আমিই। পুর্বে যে আমি জীবস্বরূপ ছিলাম, এখন সেই আমি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি। আমি অহঙ্কারসাক্ষী, অহঙ্কারস্বরূপ নহি। অতএব আমি ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্রহ্মস্বরূপ আমি জলরূপী আমাকে হোম করিতেছি। ৬৪

(আচমনের পর আবার স্নান মন্ত্র বলিতেছেন।) যদ্যপি আমি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভোজন করিয়াছি, নিষিদ্ধ পরদার গমন করিয়া থাকি, ব্রাহ্মণের অশীতি রতি স্বুবর্ণচুরি করিয়া থাকি, ভ্রূণ-হত্যা করিয়া থাকি বা বিমাতৃগমণ করিয়া থাকি, তখনি জলাধিপতি পাপনাশক বরুণ আমাকে সেই সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত করুন। ৬৫

হে পরমাত্মন, যদ্যপি আমাতে বহু পাপ আছে, তথাপি তুমি আমাকে পাপফল ভোগ করাইবার জন্য রোদন করাইও না। ইহার অর্থ, আমার পাপরাশি দূরীভুত করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। ইহা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন এবং আমিও বলি। ঋষিবৃন্দ, অষ্টবসু, বরুণ ও অঘমর্ষণ ঋষি আমাদিগকে পাপ মুক্ত করুন। ৬৬

আক্রান্তসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মন্ জনয়ন্ প্রজা ভুবনস্য রাজা।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎসামো বাবৃধে স্বুবান ইন্দুঃ ॥ ৬৭ ॥

দীপিকা। আক্রান্ত সমুদ্র ইতি। "অত্র নিরুক্তম্ (১৪-১৬) অত্যক্রমিৎ সমুদ্র আদিত্যঃ পরমে ব্যবনে বর্ষকর্মনা জনয়নপ্রজা ভুবনস্য রাজা যস্য রাজা। বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে মহৎ সোমো ব্যবৃধে স্বুবান ইন্দুরিত্যাধি দৈবতম্। অথধ্যাৎ মম। অত্যক্রমীৎ সমুদ্র আত্মা পরমে ব্যবনে জ্ঞান কর্মনা জনয়নপ্রজা ভুবনস্য রাজা সর্বস্য রাজা। বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে মহৎ সোমো ব্যবৃধে স্বুবান ইন্দুরিত্যাত্ম গতিমাচষ্ট হতি।

মন্ত্রার্থ। প্রাণিগণের বিবিধ ধর্মের আশ্রয়ভূত সৃষ্টির আদিকালে, যিনি প্রজাগণের উৎপাদন করেন, যিনি সমস্ত ভুবনের অধিপতি, যিনি ভক্তগণের

উদ্দেশ্যে অভিলষিত বস্তু বর্ষণ করেন, সেই পরমাত্মা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন। যিনি পর্বতের মধ্যভাগে বিরাজমান, যিনি পবিত্র, যিনি অধিক ও অব্যয়, যিনি ব্রহ্ম ও উমার সহিত বর্ত্তমান, যিনি সর্বলোকের ধর্ম ও অধর্মের প্রেরক এবং চন্দ্রতুল্য আনন্দদায়ক, তিনি যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদ্যপি সর্বব্যাপক ব্রহ্মের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তথাপি পূর্বে অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকায় জীব রূপে স্বকীয় ব্রহ্মত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু অবিদ্যা অপনীত হইয়া তাঁহার ব্যাপকস্বরূপ প্রকাশ পাওয়ায় তিনি যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ৬৭

পুরস্তাদ্ যশো গুহাসু মম চক্রতুণ্ডায় ধীমহি তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি পরি প্রতিষ্ঠিতং দেভূর্যচ্ছতু দধাতনাম্ভোঽর্ণবঃ মুবো রাজৈকং চ ॥ ৬৮ ॥

রুদ্রো রুদ্রশ্চ দন্তিশ্চ নন্দিঃ ষন্মুখ এব চ। গরুড়ো ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ নারসিংহস্তথৈব চ। আদিত্যোঽগ্নিশ্চ দুর্গিশ্চ ক্রমেণ দ্বাদশান্তমি। মম বচমস্তু-বেনাবভাবৈ কাত্যায়নায় ॥ ৬৯ ॥

ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ মন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ।

মন্ত্রার্থ। যশঃ-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম আমার বুদ্ধিরূপা গুহার পূর্বাদি চারিদিকে বিদ্যমান। আমরা চক্রমুখযুক্ত নন্দিকেশ্বর তীক্ষ্ণদন্ত নরসিংহের ধ্যান করি। যাহারা আমার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বিঘ্ন উৎপাদন করে, তোমরা সকলে তাহাদিগকে জলে স্থাপন কর। সমুদ্র, স্বর্গলোক, রাজা ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমার কল্যাণ সাধন করুন ॥ ৬৮ ॥

বিরাট পুরুষ, মহাদেব, গণপতি, নন্দি, কার্ত্তিকেয়, গরুড়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নরসিংহ, সূর্য্য, অগ্নি, দুর্গা—এই দ্বাদশ দেবতার গায়ত্রী পূত জলে স্নান ও পানের জন্য আগত আমাদিগকে রক্ষা করুন। ॥ ৬৯ ॥

প্রথম অনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় অনুবাকঃ

জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ॥ ১ ॥
তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি(দ্ধ)তরসে নমঃ॥ ২ ॥
অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান স্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা।
পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্বী ভবা তোকায় তনয়ায় শংযোঃ॥ ৩ ॥

দীপিকা। জাতবেদস ইতি। অত্র নিরুক্তম্ (১৪, ৩৩)। জাতবেদস ইতি জাত মিদং সর্বং সচরাচরং স্থিত্যুৎপত্তি প্রলয়ন্যায়েন জাতবেদস্যা (?) ইদং জাতবেদসেঽর্চায সুনবাম সোমোমিতি প্রসবায়াভিষবায় সোমং রাজান-মমৃতমরাতীয়তী যজ্ঞার্থম নিস্মো (?) নিদহাতি নিশ্চয়েন দহতি ভস্মীকরোতি সোমো দদদিত্যর্থঃ (?) স ন পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা দুর্গমানি স্থানানি নাবেব সিন্ধুং নাবা সিন্ধুং যথা য কশ্চিৎ কর্ণধারো নাবা সিন্ধুং স্যন্দমানাং নদীং জলদুর্গাং মহাকুলাং তারয়তি দুরিতাত্যগ্নিরিনি তানি তারয়তী তসৈষাপরা ভবতি। অমর যোজনা তু। সমুদ্র আদিত্যো বি অবো ব্যব্যে ব্যবনে বিশেষেণ অবনে রক্ষণে নিমিত্তভূতেসতি বৃষা বর্ষেণ ধর্মন্ ধর্মেণ প্রজা জনয়ন সন্ অক্রান্ অত্যক্রমীৎ সর্বমাত্মনোঽধশ্চকারেত্যর্থঃ। কীদৃশে ব্যব্যে। প্রথমে পরমেঽন্তৈরসাধ্যে। কীদৃশঃ সমুদ্রঃ। ভুবনস্য সর্বস্য রাজা স্বামী। পবিত্রে সানো সানৌ অধি শিখরাধীশঃ সন্ বৃহৎসোমো মহাপ্রসবিতা ইন্দুঃ স্বানঃ। সুতেঽসৌ সুবানঃ সর্বোৎপত্তিকর্তা সন ব্যবৃধে কলাভিরধিকো বভূব। সূর্য এব স্বকিরণৈর্বৃষ্টিং কৃত্বা সোমরূপেণ চাপ্যায্য সর্বং রক্ষতীত্যর্থঃ॥

মন্ত্রার্থ—(অনিষ্ট পরিহারার্থ এই মন্ত্রসমূহের জপ অবশ্য কর্তব্য। প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন।) আমরা অগ্নির উদ্দেশে সোমলতার অভিষেক করি। সর্বজ্ঞ অগ্নি আমাদের শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করুন। অপিচ, সেই

অগ্নি আমাদের সমস্ত আপৎ বিনষ্ট করিয়াছেন। যেমন নাবিক নৌকার দ্বারা সমুদ্র অতিক্রম করে, তদ্রূপ অগ্নি আমার পাপসমূহ দূরীভূত করুন। ১

(দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বারা উহা ব্যাখ্যা করিতেছেন।) আমি সেই বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক পরিদৃষ্ট অগ্নিবর্ণা, স্বীয় তাপে শত্রুদগ্ধকারিণী, কর্মফলদাত্রী দুর্গাদেবীর শরণাগত হই। হে সুতারিণি, হে সংসার ত্রাণকারিণীদেবি, তোমাকে প্রণাম করি। ২

(তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন।) হে অগ্নে, তুমি আমাদের স্তবযোগ্য হইয়া কল্যাণপ্রদ উপায়সমূহ দ্বারা সমস্ত আপৎ হইতে উত্তীর্ণ করতঃ আমাদিগকে সংসার-সমুদ্রের পরপারে লইয়া যাও। তোমার অনুগ্রহে আমাদের বাসভূমি, পৃথিবী এবং শস্যনিষ্পাদনযোগ্য ভূমিও বিস্তৃতিলাভ করুক। তুমি আমাদিগকে পুত্র দানার্থ সুখপ্রদ হও। ৩

বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতিপর্ষি।
অগ্নে অত্রিবন্মনসা গৃণানোঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্ ॥ ৪
পৃতনাজিতং সহমানমুগ্রমগ্নিং হুবেম পরমাৎ সধস্থাৎ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা ক্ষামদ্দেবো অতি দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ৫
প্রত্নোষি কমীড্যো অধ্বরেষু সনাচ্চ হোতা নব্যশ্চ সত্সি।
স্বাং চাগ্নে (তন্বং) তনুবং পিপ্রয়স্বাস্মভ্যং চ সৌভগমায়জস্ব ॥ ৬
গোভির্জুষ্টমযুজো নিষিক্তং তবেন্দ্র বিষ্ণোরনুসংচরেম।
নাকস্য পৃষ্ঠমভি সংবসানো বৈষ্ণবীং লোক ইহ মাদয়ন্তাম্ ॥ ৭

ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

দীপিকা। আত্মপক্ষে সূর্যস্থানীয় আত্মা কর্মফলদানমেব বর্ষণং মন এব চন্দ্রঃ সচবাহ্যচন্দ্র ইব সূর্যতেজসা স্বতেজসা সিদ্ধস্তেন বাসনাকিরণৈর্জগদাসিচ্য প্রবর্তয়তীত্যর্থঃ॥ জাতবেদস ইত্যস্য যোজনা। জাতমিদং সর্বং স্থিত্যুৎপত্তি প্রলয়ৈর্বেদ জানাতি জাতবেদা ভগবানগ্নিস্তস্মৈ জাতবেদসেঽগ্নয়ে সোমং

সোমবর্ল্লীং বয়ং সুনবাম। প্রার্থণায়াং লোট্। অগ্নৌ হোমার্থং সোমাভিষবং প্রার্থয়ামহ ইত্যর্থঃ। আত্মপক্ষে তৎ সমর্পণায় সৎ কর্ম প্রার্থনা॥ বিপক্ষে বাধকমাহ অরাতীয়ত ইতি রাতির্দানং রাতিমর্হতি রাতেঃ সম্বন্ধী বা রাতীয়ঃ। ন রাতীয়োঽ রাতীয়োঽ দাতা। তস্মদরাতীয়তোঽদাতুঃ সকাশাদ্বেদো জ্ঞানং ধনং বা। বিদ জ্ঞানে বিদল্, লাভে বা অসুন্। নিদহাতি। লিট্ তিবাট্। নিশ্চয়েন দহতি দহেত ভস্মীকুর্যাৎ। 'লিঙর্থে লেট্' (পাণিনী ৩, ৪, ৭) সোঽগ্নিরাত্মা বা নোঽস্মান্ বিশ্বা বিশ্বানি সর্বাণি দুর্গাণি দুর্গমানি স্থানান্যতি পর্ষদিতি ক্রিয়াপদম্। অতিরুপসর্গঃ। অতি পারয়তীত্যর্থঃ। এবং দুরিতাতিং যত্র পর্ষদিতি যোজ্যম্। অত এবোত্তরত্র মন্ত্রেঽতিপর্ষীতি প্রয়োগঃ। অক্ষর পূর্ত্তিস্তু্ত্যগ্নিঃ অতিয়গ্নিরিতি তেন ত্রৈষ্টুভত্বসিদ্ধিঃ। যথা কশ্চিন্নাবা সিন্ধুমতিপারয়তি ন কেবলং দুর্গাণি তারয়তি কিন্তু দুরিতান্যতিপারয়তি দুরিতান্যপি তারয়তীত্যর্থঃ। পর্ষদিতি পৃ পালনপুরণয়োঃ। লেট্ তিবিতো লোপোঽট্। "সিব্বহুলং লেটীতি" সিপ্ (পা ৩, ১, ৩৪)। অস্যাঃ পুরশ্চরণবিধানং তু শারদাতিলকাদিভ্যো দ্রষ্টব্যম্। ১।২ ॥ দুর্গায়া অগ্নিশক্তের্মন্ত্রমাহ তামগ্নিবর্ণামিতি। বৈরোচনীং সূর্য সম্বন্ধিনীম্। সুতরসিদ্ধতরসে নম ইতি সুষ্ঠুতরমতিশয়িতং সিদ্ধং তরো বেগো যস্যাঃ সা তস্যৈ ॥ ৩

মন্ত্রার্থ—(চতুর্থ মন্ত্র বলিতেছেন।) হে জাতবেদঃ, তুমি আমাদের সমস্ত আপদের বিনাশক হইয়া নৌকাদ্বারা সমুদ্র অতিক্রমতুল্য আমাদের সর্ব পাপ হইতে উত্তরণ কর। হে অগ্নে, অত্রিঋষির ন্যায় তাপত্রয়মুক্ত হইয়া তুমি মনে মনে আমাদের কল্যাণ চিন্তা কর এবং আমাদের শরীর রক্ষকরূপে অবস্থান কর। ৪

(পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন।) আমরা পরসেনাজয়ী, শত্রুগণের অভিভবকারী, ভীতিহেতু অগ্নিকে উৎকৃষ্ট স্বীয় ভৃত্যগণ সহ অবস্থানযোগ্য দেশ হইতে আহ্বান করি। সেই অগ্নি আমাদের সমস্ত আপৎ দূরীভূৎ করিয়াছেন। অগ্নিদেব আমাদের মত অপরাধীর সর্ব দোষ সহ্য করত মৎকৃত ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় মহাপাপ বিনষ্ট করিতেছেন। ৫

(ষষ্ঠ মন্ত্র বলিতেছেন।) হে অগ্নে, তুমি কর্ণসমূহে স্তবযোগ্য হইয়া সুখ দান করিয়া থাক। তুমি কর্মফলের দাতা, হোমনিষ্পাদক ও স্তবযোগ্য হইয়া কর্ণদেশে অবস্থান কর। তুমি হবিঃ দ্বারা স্বকীয় শরীরের প্রীতি সম্পাদন কর। অনন্তর আমাদিগকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া থাক। ৬

(সপ্তম মন্ত্র বলিতেছেন। হে ইন্দ্র, ধেনুগণ-সেবিত এবং অমৃতধারা-নিষিক্ত মহাভাগ্য লাভের নিমিত্ত নিষ্পাপ তোমার ও বিষ্ণুর সেবক হইব। স্বর্গের ঊর্দ্ধে নিবাসশীল সমস্ত দেবতা অভীষ্ট ফল প্রদান দ্বারা বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ আমার ভক্তি বৃদ্ধি করুন। ৭

"দ্বিতীয় অনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।"

তৃতীয় অনুবাকঃ

ভূরন্নমগ্নয়ে পৃথিব্যৈ স্বাহা, ভুবোঽন্নং বায়বেঽন্তরিক্ষায় স্বাহা,
সুবরন্নমাদিত্যায় দিবে স্বাহা ভূর্ভুবঃসুবরন্নং চন্দ্রমসে দিগভ্যঃ
স্বাহা, নমো দেবেভ্যঃ, স্বধা পিতৃভ্যো ভূর্ভুবঃ সুবরন্নমোম্ ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

দীপিকা। অগ্নইতি। হে অগ্নে ত্বং স্বস্তিভিরস্মান্ বিশ্বানি দুর্গাণি স্থানান্যতিপারয় প্রাপ্তপারাণি কুরু। নব্যো নূতনঃ। নঃ পূঃ পুরো পৃথ্বী বিপুলাস্তু। উর্বী ভূমির্নো বহুলাস্তু মম শংযোঃ সুখিনঃ। কং শংভ্যামিতি যুস (পাণিনী ৫, ২, ১৩৮)। তোকায় বালায় তনয়ায় ভবাস্মভ্যং নূতনং পুত্রং দেহীত্যর্থঃ ॥

মন্ত্রার্থ—(অনন্তর পাপক্ষয়ার্থ অন্নকামের হোমমন্ত্রসমূহ বলিতেছেন। ভূসংস্কারাদি আজ্যসংস্কার পর্য্যন্ত কর্ম স্ব স্ব গৃহোক্ত বিধিঅনুসারে করিয়া এই সকল মন্ত্রদ্বারা অথবা মন্ত্রলিঙ্গবশতঃ অন্নের জন্য হোম করিবে। এই প্রধান যাগ ও স্বিষ্টকৃতাদি ইষ্টিযাগ স্ব গৃহোক্ত বিধির দ্বারা করিতে হইবে।) ভূঃ,

ভুবঃ ও সুবঃ এই তিন অব্যয়পদ ত্রৈলোক্যের অধিষ্ঠানদেবতাবাচক। ভূঃ অর্থে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রীদেবতা আমাকে অন্নদান করুন। তজ্জন্য চরুরূপ অন্ন অগ্নি ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রীদেবতার উদ্দেশে এই স্মার্ত্তাগ্নিতে সুহুত হউক। ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রীদেবতা আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহা পুনঃ বায়ু ও অন্তরিক্ষ দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। সুবর্লোক আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহা আবার আদিত্যও স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। ভূঃ, ভুবঃ ও সুবঃ আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহা আবার চন্দ্রমা ও দিক্‌সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। এইরূপে স্বিষ্টকৃত ইষ্টিযাগের সহিত প্রধান যাগসম্পাদনান্তে পূর্বাভিমুখী হইয়া 'নমো দেবেভ্যঃ' এই মন্ত্রে দেবগণের অর্চনা করিবে। পরে দক্ষিণমুখ হইয়া 'স্বধা পিতৃভ্যঃ' এই মন্ত্রে পিতৃগণের পূজা করিবে। স্বধা মন্ত্র পিতৃগণের অতীব প্রিয়। ইহা নমস্কারাদি উপচারকে বুঝায়। ভূঃ, ভুবঃ, সুবঃ এই তিন দেবতা আমাদিগকে অভীষ্ট অন্ন দানার্থ অনুজ্ঞা করুন। ১ তৃতীয় অনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।

চতুর্থ অনুবাকঃ

ভূরগ্নয়ে পৃথিবৈ স্বাহা, ভুবো বায়বেঽন্তরিক্ষায় স্বাহা,
সুবরাদিত্যায় দিবে স্বাহা, ভূর্ভুবঃসুবশ্চন্দ্রমসে দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা,
নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যো ভূর্ভুবঃ সুবরগ্ন ওম্ ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ

পঞ্চম অনুবাকঃ

ভূরগ্নয়ে চ পৃথিবৈ চ মহতে চ স্বাহা,
ভুবো বায়বে চান্তরিক্ষায় চ মহতে চ মহতে চ স্বাহা,
সুবরাদিত্যায় চ দিবে চ মহতে চ স্বাহা,
ভূর্ভুবঃ সুবশ্চন্দ্রমসে চ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ মহতে চ স্বাহা।
নমো দেবেভ্য স্বধা পিতৃভ্যো, ভূর্ভুবঃ সুবর্মহরোম্ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ

দীপিকা। ওম্ ভূরগ্নয় ইত্যাদয়ো হোম বিশেষমন্ত্রাঃ পাপক্ষয়ার্থাঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে চৈষাং জপো জ্ঞেয়ঃ ॥

দীপিকা অনুযায়ী। ভূরন্নমগ্নয়ে স্বাহা। ভুবোঽন্নং বায়বেঽন্তরিক্ষায় স্বাহা। ভুবরন্নমাদিত্যায় দিবে স্বাহা। ভূর্ভুবঃসুবরন্নং চন্দ্রমসে দিগভ্যঃ স্বাহা। নমো দেবেভ্যোঃ স্বধা পিতৃভ্যো ভূর্ভুবস্বুবরন্নমোম।

ষষ্ঠ অনুবাকঃ

পাহি নো অগ্ন এনসে স্বাহা। পাহি নো বিশ্ববেদসে স্বাহা!
যজ্ঞং পাহি বিভাবসোস্বাহা। সর্বং পাহি শতক্রতো স্বাহা। ১

ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ

সপ্তম অনুবাকঃ

পাহি নো অগ্ন একয়া। পাহ্যুত দ্বিতীয়য়া।
পাহ্যূর্জং তৃতীয়য়া। পাহি গীর্ভিশ্চতসৃভির্বসো স্বাহা। ১

ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ

চতুর্থ অনুবাকের মন্ত্রার্থ—(ইহার পর কেবল পাপক্ষয়ার্থ মন্ত্রাবলি কথিত হইতেছে। এখানে ঘৃতদ্বারা হোম করিতে হইবে, অন্য দ্রব্য দ্বারা নহে। ইহার কারণ, মন্ত্রলিঙ্গ নাই। আজ্যই সমস্ত হোমের 'সাধারণ দ্রব্য। অন্য ফল না থাকায় পাপক্ষয় এই হোমের ফল॥) পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন দান করুন। সেই অন্ন অগ্নি ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন দান করুন। সেই অন্ন বায়ু ও অন্তরিক্ষলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। সুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন দান করুন। সেই অন্ন আদিত্য ও দ্যুলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। ভূঃ, ভুবঃ ও সুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতারা আমাকে অন্ন দান করুন। সেই অন্ন চন্দ্রমা ও দিক্‌সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। দেবগণের উদ্দেশে নমস্কার। পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা। ভূঃ,

ভুবঃ ও স্বঃ—এই প্রসিদ্ধ ত্রিলোকের আধিষ্ঠাত্রী দেবগণ এই আহুতি দ্রব্য গ্রহণ পূর্বক আমাদিগকে পাপ মুক্ত করুন। হে অগ্নে, তুমিও আমার প্রার্থিত কর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীকার কর। ১

পঞ্চম অনুবাকের মন্ত্রার্থ—(যাঁহারা মহত্ত্ব লাভের প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের জন্য তৎফল হোম-মন্ত্র সমূহ কথিত হইতেছে।) ভূলোকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন দান করুন। সেই অন্ন আবার মহত্ত্ব গুণযুক্ত অগ্নি ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন দান করুন। সেই অন্ন আবার মহত্ত্বযুক্ত বায়ু ও অন্তরিক্ষলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন দান করুন। সেই অন্ন আবার মহত্ত্বগুণযুক্ত আদিত্য ও দ্যুলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন দান করুন। সেই অন্ন আবার মহত্ত্বযুক্ত চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রসমূহ ও দিক্ সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। দেবতাগণের উদ্দেশে নমস্কার। পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেববৃন্দ আমাকে মহত্ত্ব প্রদান করুন। ১

ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্রার্থ—(পূর্বে 'ভূঃ অগ্নয়ে' ইত্যাদি অনুবাকে সর্বসাধারণ পাপক্ষয় হেতু হোম মন্ত্রাবলী কথিত হইয়াছে। অনন্তর প্রতিবন্ধক নিবারণ দ্বারা মুমুক্ষুর জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত হোম মন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে।) হে অগ্নে, তুমি আমাদিগকে জ্ঞানপ্রতিবন্ধক পাপ হইতে রক্ষা কর। তোমার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক। যাবতীয় তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে পালন কর। তজ্জন্য তোমার উদ্দেশে ইহা সুহুত হউক। হে বিভাবসো, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উপায়ভূত যজ্ঞ রক্ষা কর। তাহা তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক। হে শতক্রতো, তুমি জ্ঞানসাধন হেতু গুরুশাস্ত্রাদি রক্ষা কর। তাহা তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক। ১

সপ্তম অনুবাকের মন্ত্রার্থ :—(পুনঃ পূর্বোক্তফলক আহুতিচতুষ্টয়মন্ত্র কথিত হইতেছে।) হে অগ্নে! হে বসো! তুমি ঋগ্বেদরূপ প্রথম বাক্যর দ্বারা স্তুত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। তজ্জন্য এই আজ্য তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক। (অপিচ যজুর্বেদরূপ দ্বিতীয় বাণী দ্বারা স্তুত হইয়া তুমি আমাদিগকে পালন কর। তজ্জন্য এই আজ্য তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক। সামবেদরূপ তৃতীয় বাক্য দ্বারা স্তুত হইয়া আমাদের অন্ন ও অন্নরস পান কর। তজ্জন্য এই আজ্য তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্বরূপ চতুর্বিধ বেদবাণী দ্বারা অভিষ্টুত হইয়া তুমি আমাদিগকে পালন কর। তজ্জন্য এই আজ্য তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক। ১

অষ্টম অনুবাকঃ

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপশ্ছন্দোভ্যশ্ছন্দাংস্যাবিবেশ।
সতাং শিক্যঃ প্রোবাচোপনিষদিন্দ্রো জ্যেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ায় ঋষিভ্যো
নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যো ভূর্ভুবঃসুবশ্ছন্দ ওম্।। ১ ।।

দীপিকা। যশ্ছন্দসামৃষভো বাচ্যত্বাদ্বিশ্বরূপঃ সর্বাত্মা ছন্দোভ্যঃ সকাশাদন্যানি ছন্দাংস্যাবিষ্টবাংশ্ছন্দোভিগুপ্তোঽন্তরাত্মা বিচরতীত্যর্থঃ। সতাং সৎপুরুষানাং শক্যোজ্ঞেয়ঃ প্রোবাচোপনিষদুপনিষদমিন্দ্রঃ পরমেশ্বরো জ্যেষ্ঠঃ সর্বাদিত্বাৎ। অথবা শক্যো বেদবাচ্যঃ স ইন্দ্র স্তামুপনিষদং প্রোবাচেত্যর্থঃ ॥

ইতি অষ্টমোঽনুবাকঃ

নবম অনুবাকঃ

নমো ব্রহ্মণে ধারণং মে অস্ত্বনিরাকরণং ধারয়িতা ভূয়াসং
কর্ণয়োঃ শ্রুতং মা চ্যোচ্বং মমামুষ্য ওম্ ।। ১

ইতি নবমোঽনুবাকঃ

দীপিকা। মেধাবিবৃদ্ধয়ে মন্ত্রো নমো ব্রহ্মণ ইতি। ধারণং শ্রুতস্যার্থস্য চিন্তনম্। অনিরাকরণং বিস্মরণরহিতম্। মমামুষ্য চ শিষ্যস্য চ কর্ণয়োঃ শ্রুতং

শ্রবণশক্তির্ভূয়াৎ। হে ধারনাদয়ো যুয়ং মা চ্যোচ্‌ব চ্যুতা মা ভূত মম শিষ্যাস্ত চ॥

অষ্টম অনুবাকের মন্ত্রার্থ—(অর্থজ্ঞানপ্রতিপাদক সমস্ত বেদান্তপ্রাপ্তিকাম পুরুষের জন্য মন্ত্র বলিতেছেন—।) যে প্রণব সমস্ত বেদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, যাহা সমস্ত জগৎ স্বরূপ, তাদৃশ প্রণব চতুর্বেদ হইতে উৎপন্ন। সেই প্রণব গায়ত্রী প্রভৃতি সমস্ত ছন্দের মধ্যে আবিষ্ট রহিয়াছে। সাধুগণের প্রাপ্তব্য, সকলের আদিকারণ প্রণবপ্রতিপাদ্য পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত পরমাত্মা জিজ্ঞাসু ঋষিবৃন্দের মধ্যে জ্ঞানসমর্থকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। অতএব আমি দেববৃন্দ ও পিতৃগণকে নমস্কার করিতেছি। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্লোকস্থিত মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদকে আমি প্রাপ্ত হইব। ১

নবম অনুবাকের মন্ত্রার্থঃ—(অধীত বেদসমূহ যাহাতে বিস্মৃত না হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত জপ্য মন্ত্র বলিতেছেন।) জগৎ কারণ ব্রহ্মকে নমস্কার। তাঁহার অনুগ্রহে আমার চিত্তে গ্রন্থ ও গ্রন্থার্থধারণসামর্থ্য উদিত হউক। এমন ভাবে গ্রন্থার্থ ধারণা করিতে পারি, যে আমৃত্যু বিস্মৃত না হই। আমি এরূপ প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার কর্ণে যৎ কিঞ্চিৎ বেদশাস্ত্রাদি শ্রুত হইয়াছে, তাহা যেন বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। অনন্তর আমি স্থির ধারণা প্রাপ্ত হইব। ১

দশম অনুবাকঃ

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো
(দমস্তপঃ শমস্তপো) দানং তপো যজ্ঞং তপো ভূর্ভুবঃ
সুবর্ব্রহ্মৈতদুপাস্বৈতত্তপঃ ॥ ইতি দশমোঽনুবাকঃ

দীপিকা। ঋতং তপ ইতি। ঋতং সুনৃতা বাণী তপঃ। শান্তং শান্তিরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতানি সর্বাণি সত্ত্ব শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান সাধনানীত্যর্থঃ ব্রহ্মবেদো ভূরাদিলোক ত্রয়ং চ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মৈতদুপাস্য বর্ত্তৈতৈতৎপরং তপ ইত্যর্থঃ॥

একাদশ অনুবাকঃ

যথা বৃক্ষস্য সংপুষ্পিতস্য দূরাদ্‌গন্ধো বাত্যেবং পুণ্যস্য
কর্মণো দূরাদ্‌গন্ধো বাতি যথাসিধারাং কর্তেঽবহিতামক্রামে
যদ্যবেয়ুবে হ বা বিহ্বয়িষ্যামি কর্তং পতিষ্যামীত্যেবম-
মৃতাদাত্মানং জুগুপ্সেত্‌ ॥* (যথাসিধারাং কর্তেঽবহিতামবক্রামেযদ্যু
বেহ বেহবা বিহ্বলিষ্যামি)। ১ ইতি একাদশোঽনুবাকঃ

দীপিকা। যথা বৃক্ষস্যেতি পুণ্যকর্মস্তুতিঃ। অপুণ্যস্য নিন্দা যথাসিধারামিতি। অসেঃ খড়্গস্য ধারাং কর্তেঽবহিতাম্‌। কৃত্যতে কর্ত্তো গর্ত্তঃ। কৃতী ছেদনে ঘঞ্‌। ছেদন ফলগর্ত্তমধ্যেঽবহিতা-মারোপিতামবক্রা মেদববকৃষ্য গচ্ছেদুল্লংঘয়েৎ। যদি উ বা যত্থেব ইহ বা বামভাগ ইহ বা দক্ষিণভাগে বিহ্বলিষ্যামি প্রমাদী ভবিষ্যামি কর্তং তর্হি পতিষ্যামিতি সাবধানো গচ্ছে দেবমনৃতাম্মি-য্যাভিধানাদাত্মনং জুগুপ্সেদ্রক্ষেৎ ॥

দীপিকা। নন্বাত্মজ্ঞানায়ৈতাবতিকমিত্যবধানং ক্রিয়ত ইত্যাশংক্য সূক্ষ্মত্বেন দুরধিগমত্বাদিত্যাহ অণোরিতি। তর্হ্যত্যন্তমণোর্লাভে কঃ পুরুষার্থ ইত্যত আহ মহত ইতি। অণুত্বং দুরভিগমত্বাদুচ্যত ইতি ভাবঃ। গুহায়াং দহরে পুণ্ডরীকে। অক্রতুমসংকল্পং বীতশোকতাফলম্‌। ধাতুর্গুর্য়োব্রহ্মণ আত্মন এব বা। ধাতুপ্রসাদা-দিতি পাঠে দধত্যর্থমিতি ধাতব ইন্দ্রিয়াণি তেষাং প্রসাদাচ্ছুদ্ধেরিত্যর্থঃ। মহিমানং মহান্তং প্রত্যয়ার্থো ন বিবক্ষিতঃ।

দশম অনুবাকের মন্ত্রার্থ—(জ্ঞানসাধন চিত্তের একাগ্রতারূপ তপঃ আছে। মনঃ ও ইন্দ্রিয়-সমূহের একাগ্রতা সাধন পরমতপস্যা। সেই তপস্যাকে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সমস্ত কর্ম্মস্বরূপতারূপে প্রশংসা করিতেছেন। অথবা তাদৃশ তপঃসিদ্ধির নিমিত্ত জপ্য মন্ত্র বলিতেছেন।) ঋত অর্থে মন দ্বারা যথার্থ বস্তুর চিন্তারূপ তপঃ। সত্য অর্থে বাক্য দ্বারা যথার্থ কথনই তপঃ। বেদার্থ নির্ণায়ক পূর্ব ও উত্তর

* কোন পুস্তকে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

মীমাংসা শাস্ত্র শ্রবণ তপঃ। শান্তিই তপঃ। দমঅর্থে উপবাসাদি তপস্যা। একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে উপবাস বৃহিত। শম অর্থে শত্রুপ্রতিও ক্রোধরাহিত্য তপস্যা। দানও তপস্যা। যজ্ঞও তপস্যা। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়াত্মক ব্রহ্ম বিদ্যমান। হে মুমুক্ষুগণ! এই ব্রহ্মের উপাসনা কর। ইহাই প্রকৃষ্ট তপস্যা। ১

একাদশ অনুবাকের মন্ত্রার্থ—(শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ পুণ্যকে জ্ঞান সাধন বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। জ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধক বলিয়া নিষিদ্ধাচরণকে নিন্দা করিতেছেন।) যেমন বিকশিত চম্পকাদি পুষ্পবৃক্ষের সুরভিগন্ধ বায়ুর সহিত দূর হইতে দূরদেশে গমন করে, সেইরূপ জ্যোতিষ্টমাদি যাগরূপ পুণ্য কর্ম্মের সুগন্ধসদৃশ সংকীর্ত্তি মনুষ্যলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করে। যেমন সংসারে কোন লোক কখনও কোন কারণে গর্ত্তের উপর বক্রভাবে স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ডতুল্য অসিধারের উপর পদদ্বয় রাখিয়া গমন করিলে পাদচ্ছেদ হয়, কিন্তু যদি দৃঢ়স্পর্শ না হয়, তবে গর্ত্তে নিপতিত হইবে। উভয় প্রকারই দুঃখজনক ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ি। তখন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকি। অতএব মুমুক্ষুযোগী মোক্ষলাভার্থ অন্তঃকরণকে ধীর স্থির রাখিয়া পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। ১

দ্বাদশ অনুবাকঃ

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ১
সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়ান্নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥২
অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাত্স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।
অতশ্চ বিশ্বা ওষধয়ো রসাশ্চ যেনৈষ ভূতস্তিষ্ঠত্যন্তরাত্মা ॥৩
ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্।
শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥৪

দীপিকা। সপ্তেতি। সপ্ত প্রাণাঃ শীর্ষণ্যা অগ্নেঃ সপ্তার্চিষঃ সমিধো জিহ্বাশ্চ। সপ্তার্চিষঃ সপ্ত হবিষ্কৃতা দীপ্তয়ঃ। সমিধো যথা পাকসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ সোমসংস্থাস্তথাপরাঃ। একবিংশতিরিত্যেতা যজ্ঞসংস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতা ইতি সমিধঃ সপ্ত সপ্ত (শাংখায়ন গৃহসূত্রাণি ১।১)। "কালী করালী চ মনোজবা চে" ত্যাদ্যা মুণ্ডোক্তাঃ (১. ২. ৪) সপ্ত জিহ্বাঃ। সপ্তলোকা ভূরাদয়ঃ। যেষু লোকেষু গুহাশয়া লিংগশরীরস্থা নিহিতা গুপ্তাঃ সপ্ত প্রতিশরীরম্। সর্বমাত্মন এব জাতমিতি পূর্বোক্তং মন্ত্রান্তরেণ প্রকাশয়তি অত ইতি। যেন রসেন ভূতৈশ্চ কৃত্বান্তরাত্মা লিংগ-শরীরাবচ্ছিন্নস্তিষ্ঠতে কৃতাবস্থানো ভবতি। 'অন্নময়ং হি সোম্য মন' ইতি শ্রুতেঃ (ছা ৬. ৫. ৪) তস্য বিভূতিমাহ ব্রহ্মেতি। দেবানামিন্দ্রাদীনাং মধ্যে ব্রহ্ম পারমেশ্বরং রূপম্। পদবী পদবীং দৈত্যাচার্যাধিকারমিচ্ছতি পদবীয়তীতি পদবীঃ কিবন্তঃ শুক্রঋষিভৃগুপুত্রঃ কবীনাম্। কবীনামুশনাঃকবিরিতি স্মৃতেঃ (গীতা ১০. ৩৭) নিত্যগামিত্বাৎসূর্যো বা পদবী কবীনাং জ্ঞানিনাম। যদ্বা পদানি ব্যয়তি সংবৃণোতি সম্যক পদ প্রয়োগ কর্তা কবীনাং শ্রেষ্ঠঃ। মহিষঃ। মহ পূজায়াং। পূজ্যতমঃ সিংহো "মৃগানাং চ মৃগাধিপ" ইতি স্মৃতেঃ। স্বধিতিঃ পরশুর্বনানাং ছেদহেতুত্বাচ্ছ্রেষ্ঠঃ। সোমো বল্লী পবিত্রমত্যেত্যতিক্রম্য গচ্ছতি। পবিত্রেষু সোমো বৈষ্ণবং রূপামত্যর্থঃ। রেভন্। রেভৃ শব্দে। অহমুচ্চৈরীতি নিঃশংকং ভাষমাণঃ। যাস্কেন (১৪. ১৩) তু রশ্মিনিষেবিতাদিত্যপরতয়েন্দ্রিয়াধিপাত্মপরতয়া চায়ং মন্ত্রো ব্যাখ্যাতঃ। তদ্যথা। ব্রহ্মা দেবানামিত্যেষ হি ব্রহ্মা ভবতি দেবানাং দেবনকর্মণামাদিত্যরশ্মিনাম্। পদবীঃ কবীনামিত্যেষ হিং পদং বেত্তি কবীনাং চ কবীয়মানানামাদিত্যরশ্মীনাম্। ঋষির্বিপ্রাণামিত্যেষ হি ঋষিণো ভবতি বিপ্রাণাং ব্যাপন কর্মণামাদিত্যরশ্মিনাম্। মহিষো মৃগাণামিত্যেষ হি মহান ভবতি মৃগাণাং মার্গণকর্মণামাদিত্যরশ্মীনাম্। শ্যেনো গৃধ্রাণামিতি শ্যেন আদিত্যো ভবতি শ্যায়তের্গতিকর্মণো গৃধ্র আদিত্যো ভবতি গৃধাতেঃ স্থানকর্মণো যত এতস্মিংস্তিষ্ঠতি। স্বধিতি বর্ণানামিত্যেষ হি স্বয়ং কর্মাণ্যাদিত্যো ধত্তে বনানাং বননকর্মণামাদিত্যরশ্মীনাম্। সোমঃ পবিত্রমত্যেতি

রেভন্নিত্যেষ হি পবিত্রং রশ্মীনামত্যেতি স্তূয়মান এব এবৈতৎ সর্বমক্ষর মিত্যধিদৈবতম্। অথাধ্যাত্মম। ব্রহ্মদেবানামিত্যয়মপি ব্রহ্মা ভবতি দেবানাং দেবনকর্মণামিন্দ্রিয়াণাম্। পদবীঃ কবীনামিত্যয়মপি পদং বেত্তি কবীনাং কবীয়মানানামিন্দ্রিয়াণাম্। ঋষি বিপ্রাণামিত্যয় মষ,র্ষিণো ভবতি বিপ্রাণাং ব্যাপন কর্মণামিন্দ্রিয়াণাম্। মহিষো মৃগাণামিত্যয়মপি মহান্ ভবতি মৃগাণাং মার্গণ-কর্মণামিন্দ্রিয়াণাম। শ্যেনো গৃধ্রাণামিতি শ্যেন আত্মা ভবতি শ্যায়তের্জ্ঞান কর্মণো গৃধ্রাণীন্দ্রিয়াণি গৃধ্যতে জ্ঞান কর্মণো যত এতস্মিন্স্তিষ্ঠন্তি।

স্বধিতির্বনানামিত্যয়মপি স্বয়ং কর্মাণ্যাত্মনি ধত্তে বনানাং বনন কর্মণা-মিন্দ্রিয়ণাম্। সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্নিত্যয়মপি পবিত্রমিন্দ্রিয়াণ্যত্যেতি স্তয়মানোঽয়মেবৈতৎ সর্বমনুভব-ত্যাত্মগতিমাচষ্ট ইতি নিরুক্তানুসারেণাধি দৈবতমধ্যাত্মং চ ব্যাখ্যায়তে॥ আদিত্যপক্ষে ষষ্ঠ্যন্তৈ রশ্ময়ো বাচ্যা প্রথমান্তৈরাদিত্যঃ। সর্বত্র রূপ কোপমা দ্রষ্টব্যা। যৌগিকো বার্থো রূঢ়িমপহা-য়ানুগন্তব্যঃ। অধ্যাত্মপক্ষে প্রথমান্তৈরাত্মাভিধীয়তে ষষ্ঠ্যন্তৈরিন্দ্রিয়াণি। ব্রহ্মা বৃহন্মথা দেবাদিষু ব্রহ্মাদয়ো রাজন্ত এবমাত্মেন্দ্রিয়েষু রাজতে। সোমঃ প্রসবিতা পবিত্রং শুদ্ধোঽত্যেত্যতিশয়েন জানাতি। গত্যর্থাস্তে জ্ঞানার্থাঃ। আদিত্য আত্মা চ নারায়ণ এবেতি নারায়ণ প্রকাশকঃ॥

দ্বাদশ অনুবাকের মন্ত্রার্থ—(শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণরহিত যথোক্ত প্রশংসাযুক্ত পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ-চিত্ত পুরুষ সম্বন্ধে তত্ত্ব উপদেশ প্রদানার্থ এই অনুবাক আরব্ধ হইতেছে। নিম্নোক্ত মন্ত্র সমূহের মধ্যে প্রথম মন্ত্র কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কঠো-পনিষদে (১।২।২০) এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩।২০) দৃষ্ট হয়) সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং বিশাল হইতে বিশালতর এই আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত। অন্তঃকরণাদি বিশুদ্ধ হইলে নিষ্কাম ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়া শোকাতীত হন। উপাধি ভেদহেতু আত্মা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, বিশাল ও বিশালতর রূপে দৃষ্ট হন। ১

যে পরমাত্মা শুদ্ধাঃস্তকরণ পুরুষগণবেদ্য বলা হইয়াছে, তাঁহাকে শাখাচন্দ্র ন্যায়ের দ্বারা উপলক্ষণত্বপ্রযুক্ত জগৎ কারণ বলা হইতেছে।) মায়া শক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর হইতে দুই চক্ষুঃ, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও মুখ, এই সপ্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। সেই পরমাত্মা হইতে চক্ষুরাদি সপ্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রকাশন শক্তি, সপ্ত বিষয় এবং কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণ, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী, এই সপ্ত জিহ্বা উৎপন্ন হইয়াছে। যে পরমেশ্বর হইতে ভূরাদি সপ্ত লোক উৎপন্ন, সে সপ্তলোকের মধ্য হইতে দেবমনুষ্যাদি শরীরবর্ত্তী সপ্ত প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। গুহাশায়ী পরমেশ্বর হইতে সপ্ত মহর্ষি, সপ্ত সমুদ্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। ২

এই পরমেশ্বর হইতে সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত পর্বত উৎপন্ন। নানাদেশাভিমুখ নদী সমূহ এই পরমেশ্বর হইতে প্রবাহিত। এই বিষদনুভবনীয় রসস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সমস্ত ওষধি উৎপন্ন। যে ঔষধিরস দ্বারা অহং প্রত্যয়গম্য অন্তরাত্মা অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন। ৩

(অন্তবর্ত্তী, প্রাণাদি ও বহির্বর্ত্তী সমুদ্রাদির সৃষ্টি কথনান্তে চেতন বস্তুসমূহে পরমেশ্বরের উৎকৃষ্ট স্বরূপে অবস্থান বলিতেছেন।)

পরমেশ্বর দেবগণের মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মারূপে নিয়ামকভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কবিগণের মধ্যে শব্দসামর্থ্যাভিজ্ঞ ব্যাসবাল্মীক্যাদিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে গোত্র-প্রবর্ত্তক বশিষ্ঠাদি ঋষি হইয়াছেন। তিনি চতুষ্পদ জীবের মধ্যে অধিকশক্তিযুক্ত মহিষ হইয়াছিলেন। তিনি গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণের মধ্যে বলবান শ্যেনপক্ষি হইয়াছিলেন। বৃক্ষসমূহের ছেদন নিমিত্ত তিনি কুঠার হইয়াছিলেন এবং সোমরূপে মন্ত্রশব্দযুক্ত হইয়া পবিত্র গঙ্গাদি জলকেও অতিক্রম করিয়াছেন। ৪

অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৫

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
(নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোম) নৃষদ্বরষদৃতস্ব্যোম সদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা
ঋতং বৃহৎ ॥ ৬

[যস্মাজ্জাতা ন পরা নৈব কিঞ্চ—
নাস য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা।
প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংবিদান—
স্ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শী ॥ ৬ক
বিধর্তারং হবামহে বসোঃ কুবিদ্বনাতি নঃ।
সবিতারং নৃ চক্ষসম্ ॥ ৬খ
অদ্যা নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎসাবীঃ সৌভগম্।
পরা দুঃস্বপ্নিয়ং সুব ॥ ৬গ ॥
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ॥ ৭ ॥
মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥ ৮ ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌ রস্তু নঃ পিতা ॥ ৯ ॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ১০ ॥]

দীপিকা। অবিকারস্য কথং নানাত্বমিত্যাশঙ্ক্য মায়িকমিতি বক্তুং মায়াস্বরূপমাহ অজামিতি। অজামনাদিমেকাং বিচিত্র শক্তিত্বেন নানাকার্য-সম্ভবাল্লাঘবাদেকাম্। গুণভেদমাহ লোহিতেতি। চৈতন্যেক্ষণে কার্যমাহ বহ্বীমিতি। অজো হ্যেকং সংসার্যনুহত্য শেতে ন জাগর্তি জ্ঞানাভাবাৎ।

অজ্ঞোঽন্যো জ্ঞানী। ৫ ॥ হংস ইত্যাদি কাঠকে ব্যাখ্যাতম্। ৬ ॥ [যস্মান্নেতি। যস্মাৎপরো ন জাতঃ। তস্যবিকারিত্বাত্তত্ জাতত্বেনোপলক্ষ্যতে তত্ততো ন ভিদ্যতে কিন্তু তস্যৈব বিবর্ত্তঃ। নণু তর্হি স্বতন্ত্র এব নিত্যোঽন্যো ভবত্বত আহ অন্যো অস্তীতি নেত্যেবান্যোঽপি স্বতন্ত্রো নাস্ত্যেকত্বে শ্রুতি তাৎপর্যাৎ। নণু তুহ্র্যফলভামানস্য কা গতিরত আহ য ইতি। আবেশঃ সন্নিবেশবিশেষঃ। স এব ভুবনাকারো বভুবেত্যর্থঃ। প্রজয়া সংবিদানঃ প্রজেতি সংজ্ঞামাপন্নঃ। ত্রীণি জ্যোতীংষি জ্ঞানাগ্নির্দর্শনাগ্নিঃ কোষ্ঠাগ্নিরিতি। তানি সচতে তৈঃ সম্বদ্ধো ভবতি। স চ ষোড়শী ষোড়শকলাবাংস্তাশ্চ ষষ্ঠপ্রশ্ন উক্তাঃ ॥ ৩ ॥ চতুর্থসোমসংস্থারূপো বা ॥ ৪ ॥ বিধর্ত্তারমিতি ত্রিপদা গায়ত্রী। বিধর্ত্তারং সর্বধারিণং সূর্যং হবামহ আবাহয়ামো যো নোঽস্মভ্যং বসোর্দ্রব্যস্য বনাতি বনতি। বন সম্ভক্তৌ। বিভাগং দদাতি। অত্রএব বিভক্তারমিতি শাখান্তরে পাঠঃ। কুবিদবায়ং শনকৈরর্থে। অযাচিত এবনো দ্রব্যভাগং দদাতীত্যর্থঃ। সবিতারং প্রসবিতারং নৃচক্ষসং নৃশ্চষ্টে নৃচক্ষাস্তং প্রাণিনাম্ জ্ঞানপ্রদম্। ৫ ॥ গায়ত্র্যন্তরমাহ অদ্যেতি। অদ্য শব্দোঽস্মিন্নহনীত্যর্থং সদ্য আদি সূত্রেণ (পাণিনী ৫, ৩, ২২) নিপাতিতঃ। "নিপাতস্য" চ (পা ৬, ৩, ১৩৬) ইত্যদ্যশব্দস্য দীর্ঘঃ। অদ্যা নোঽস্মাকং দেব সবিতঃ সবন কর্ত্তঃ সৌভগং প্রজাবত্ প্রজামর্হতীতি প্রজাবৎ। "তদর্হতীতি" বতিঃ (পাণিনী ৫, ১, ৬৩)। যথা প্রজাসু যোগ্যং ভবতি তথা সাবীঃ। ছান্দসোঽড্ভাবঃ। অসাবীঃ প্রসূতবানসি। দুঃস্বপ্নমর্হতি দুঃস্বপ্নিয়মিযাদি পূরণঃ। পরাসুব নিরাকুরু ॥ ৬ ॥

গায়ত্র্যন্তরং বিশ্বানীতি। হে দেব সবিতর্বিশ্বানি সর্বাণি দুরিতানি পরাসুব নিরাকুরু। যচ্চ ভদ্র কল্যাণং তন্নোঽস্মভ্যমাসুব প্রসুব ॥ ৭ ॥

মধ্বিত্যাদি তিস্রস্ত্রিপদা গায়ত্র্যঃ। বাতা ঋতায়তে। ঋতং সত্যং যতে এতি যন্ তস্মৈ যতে সত্যমাপ্নুবতে সত্যবাদিনে। ছান্দসো দীর্ঘঃ। বাতা বায়বোঽপি মধ্বমৃতং ক্ষরন্তি। "লিঙর্থে লেট্" (পাণিনী ৩, ৪, ৭) লিঙর্থোঽত্র প্রার্থনা মধু ক্ষরন্তি ক্ষরন্তু। সিন্ধবো নদ্যো মধ্বমৃতং ক্ষরন্তু।

ওষধীরোষধয়ো নো মাধ্বীর্মাধ্ব্য সন্তু মধু সম্বন্ধিন্যো মাধ্ব্যঃ। "তস্যেদং" পাণিনী ৪, ৩, ১২০) ইত্যন্। ঋত্ব্য বাসত্ব্য বাসত্ব মাধ্বী হিরণ্যয়ানি ছন্দসি (পাঃ ৬, ৮, ১৩৫) ইতি নিপাতনাদ্রুণাভাবঃ ॥ ৮ ॥ নক্তং রাত্রয় উতাপ্যুষসঃ প্রত্যুষাঃ। কিম্ বহুনা ভৌমং রজোঽপি মধুমদস্তু। দৌরপি মধ্বস্তু নঃ পিতা। ব্রহ্মসদনত্বাদ্‌ব্রহ্মণশ্চ সর্বজনকত্বাত্তল্লোকোঽপি পিতোপচারাৎ। মধু শব্দঃ কেবলোঽপি মধুমৎপর এব পূর্বাপরসাহচর্যাৎ। মধু ব্রাহ্মণেন মধু মন্ত্রার্থঃ প্রকাশিতো বেদিতব্যঃ ॥]

মন্ত্রার্থ—(ব্যবহারকালে চতুর্মুখ ব্রহ্মাদি শরীরে পরমেশ্বরের বিশেষরূপে অবস্থান কথনান্তে যথোক্ত জগৎ সৃষ্টির মূল কারণভূত মায়াশক্তিকে আশ্রয় পূর্বক বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের অবস্থা প্রদর্শিত।) বিষয়াসক্ত জীব লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপ যুক্ত অথবা সত্ব, রজঃ, তমঃস্বরূপা সমানরূপ, দেবতির্য্যক্ মনুষ্যাদি বহুবিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রীতিসহকারে মায়াকে সেবা করতঃ বিষয়সমূহ ভোগান্তে জন্ম মরণাদি সংসার প্রাপ্ত হয়। অন্য বিরক্ত পুরুষ ভোগ্যবস্তুজাত উপভোগ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করে। ৫

(যে পুরুষ বিবেক বলে মায়াকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার নিকট সমস্ত জগৎ ব্রহ্মরূপে অবভাসমান হয়। এই বিষয় এখানে প্রদর্শিত হইতেছে।) সূর্য্য বিশুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলে অবস্থান করেন। তিনি আবার সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে জগতের নিবাসহেতু বলিয়া বসুবায়ুরূপে অন্তরিক্ষে অবস্থান করেন। তিনি হোমনিষ্পাদক আহবনীয়াদি অগ্নিরূপে সোমযাগাদির অঙ্গভূত বেদিতে অবস্থান করেন। অমাবস্যাদি তিথিবিশেষ অপেক্ষা না করিয়া তিনি ভোজনের প্রার্থনার জন্য সেই সেই স্থানে গমন পূর্বক বৈদেশিক অতিথিরূপে পরকীয়গৃহে বিরাজ করিতেছেন। মনুষ্যের মধ্যে কর্ম্মাধিকারী জীবরূপে তিনি অবস্থান করে। শ্রেষ্ঠস্থান কাশীসমূহে তিনি পূজ্য ব্যক্তিরূপে অবস্থান করেন। তিনি সত্য বৈদিক কর্ম্মে ফলরূপে অবস্থান করেন। তিনি আকাশে নক্ষত্রাদিরূপে প্রকাশিত। নদীসমুদ্রাদিতে শঙ্খমকরাদিরূপে তিনি জন্মগ্রহণ

করেন। তিনি গোসমূহ হইতে দুগ্ধাদিরূপে উৎপন্ন হন। তিনি সত্য বচন হইতে কীর্ত্তিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পর্ব্বত সমূহ হইতে তিনি বৃক্ষাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। হংস হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্রিজা পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ পূর্ণব্রহ্ম। অজ্ঞদৃষ্টিতে জগদ্রূপে ভাসমান সমস্ত বস্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্রহ্মই। ৬

ঘৃতং মিমিক্ষিরে ঘৃতমস্য যোনির্ঘৃতে শ্রিতো ঘৃতমুবস্য ধাম। (ঘৃতমস্য)
অনুষ্বধমাবহ মাদয়স্বস্বাহা কৃতং বৃষভ বক্ষি হব্যম্॥ ৭॥
সমুদ্রাদূর্মির্মধুমাং উদারদুপাংশুনা সমমৃতত্বমানট্।
ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি জিহ্বা দেবনামমৃতস্য নাভিঃ॥ ৮

দীপিকা। ঘৃতমিতি। মিমিক্ষে সিষিচে। মিক্ষ সেচনে। অস্য সর্বস্য যোনির্জনকম্। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নঃ ততঃ প্রজা" ইতি স্মৃতেঃ (মনু সংহিতা ৩. ৩৬)। ঘৃতে শ্রিত আশ্রিতঃ। আশ্রিতো লোকো ঘৃতস্য তেজস্বাত্তেজস্বিনং হি শ্রয়ন্তে। ঘৃতং উ অস্য ধাম। অস্য লোকস্য ঘৃতং ধাম ধাতৃ। বৃষভ হে ধর্মানুষ্বধং স্বধাং স্বধামনু আবহ ঘৃতমাদাতুং সন্নিহিতো ভব। মাদয়স্ব হর্ষং প্রাপ্নুহি যতঃ স্বাহাকৃতং স্বাহা শব্দেন হুতং ঘৃতং হব্যং বক্ষি বহসি॥ ৭॥ সমুদ্রাদিতি। সমুদ্রাৎ ক্ষীরোদান্মধুমানুর্মিস্তরংগ উদারদুদগাতবান্। ঋ গতৌ লুঙ্ সর্তিশাস্ত্যর্তিভ্যশ্চ (পাণিনী ৬. ১. ৫৬)। উপাংশুনা স্তিমিতশব্দেনামৃতত্বং সমানট্ সমাপ। যদস্তি তদ্ক্রমঃ। ঘৃতং দেবানাং জিহ্বা তেন বিনা ন তৃপ্যন্তীত্যর্থঃ। তথামৃতস্য নাভির্মুখ্যমমৃতম্॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ (জ্ঞানিভোগ্য দেহের অনুকূল ভোগসমূহ প্রার্থনীয়। তজ্জন্য জ্ঞানসাধন যাগাদি কর্মের হেতু অগ্নির অনুকূলতা প্রার্থনা করিতেছেন।) পূর্বে যজমানগণ আহবনীয়রূপ অগ্নিতে ঘৃতসেক করিয়াছেন, সেই ঘৃত অগ্নির উৎপত্তির কারণ, যে হেতু ঘৃত দ্বারা জ্বালাবৃদ্ধি দেখা যায়। এই অগ্নি ঘৃতকে আশ্রয় পূর্বক অবস্থান করিতেছে। ঘৃতই অগ্নির স্থান অথবা তেজোবর্দ্ধক। হে অগ্নে! তুমি স্বধামন্ত্রের পর আমাদের হবিঃস্বরূপ শ্রবণান্তে দেবগণকে এখানে আমন্ত্রন

কর। তাঁহাদিগকে আনিয়া আনন্দিত কর। হে শ্রেষ্ঠ। স্বাহাকারের দ্বারা অস্মৎপ্রদত্ত হব্য দেবগণকে প্রদান কর। ৭

সমুদ্র হইতে উর্মির ন্যায় পরমাত্মা হইতে মাধুর্য্যযুক্ত প্রপঞ্চ প্রসূত হইয়াছে। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রণবযুক্ত গুহ্য নাম সর্ববেদে বর্ত্তমান। মানব ধ্যানকালে শনৈঃ শনৈঃ উচ্চারণীয় সেই প্রণব জপদ্বারা উৎপত্তিবিনাশরহিত ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন। সেই প্রণব হইতেছে সর্ববেদের জিহ্বা-স্থানীয়, কারণ ধ্যানপরায়ণ দেবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্দা উচ্চারণীয়ত্ব জিহ্বাতুল্য মুখমধ্যে অবস্থিত। অপিচ এই প্রণব বিনাশরহিত মোক্ষের নাভিস্বরূপ। ইহার অর্থ, যেমন নাভি রথচক্রের আশ্রয়, তেমনি এই প্রণবই মুক্তির উপায়। ইহা দ্বারা মানব মুক্তিলাভ করে। প্রণব ধনুতুল্য, শর আত্মতুল্য এবং ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য কথিত হয়: অপ্রমত্ত চিত্তে সেই লক্ষ বিদ্ধ করিবে এবং শরবৎ তন্ময় হইবে। ৮

বয়ং নাম প্রব্রবামা ঘৃতেনাস্মিন্ যজ্ঞে ধারয়ামা নমোভিঃ।
উপ ব্রহ্মা শৃণবচ্ছস্যমানং চতুঃশৃঙ্গোঽবমীদ্গৌর এতৎ ॥ ৯
চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাং আবিবেশ ॥ ১০
ত্রিধা হিতং পণিভির্গুহ্যমানং গবি দেবাসো ঘৃতমন্ববিন্দন্।
ইন্দ্র একং সূর্য একং জজান বেনাদেকং স্বধয়া নিষ্টতক্ষুঃ ॥ ১১
যো দেবানাং প্রথমং পুরস্তাদ্
বিশ্বাধিকো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং
স নো দেবঃ শুভয়াস্মৃত্যা সংযুনক্তু ॥ ১২

দীপিকা। বয়ং নামেতি। বয়ং ঘৃতস্য নাম প্রব্রবামা ধারয়ামা ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। ব্রহ্মা ঋত্বিক্ শস্যমানমৃগ্‌ভির্নিরূপ্যমাণং প্রকৃতং ঘৃতবর্ণতমুপ-

শৃণ্বন্তপশৃণুয়াৎ। লেট্ তিবিতোলোপোহট্। চতুঃশৃংগীবেদচতুষ্টয়লক্ষণশৃংগযুক্তো গৌরো নির্মলঃ পরমেশ্বরো যজ্ঞোঽবমীত্বৃদগীর্ণবান্ ॥ ৯ ॥ (॥ ১৩ ॥ ৯ ॥) তদ্বর্ণনং চত্বারি শৃঙ্গেতি। অস্য নিরুক্তম্ (১৩.৭) চত্বারি শৃঙ্গেতি বেদা বা এত উক্তাস্ত্রয়ো অস্য পাদা ইতি সবনানি ত্রীণি দ্বে শীর্ষে প্রায়ণীয়োদয়ণীয়ে সপ্ত হস্তাসঃ সপ্ত ছন্দাংসি ত্রিধাবদ্ধস্ত্রেধাবদ্ধো মন্ত্র ব্রাহ্মণ-কল্পৈর্বৃষভো রোরবীতি। রোরবণমস্য সবনক্রমেণর্গি্ভর্যজুর্ভি সামভির্যদেনমৃগ্‌ভিঃ শংসন্তি যজুর্ভির্যজন্তি সামভিঃ স্তুবন্তি মহো দেব ইত্যেষ হি মহান্দেবো যদ্যজ্ঞো মর্ত্যানাবিবেশেত্যেষ হি মনুষ্যানাবিশতি যজমানায় তস্যোত্তরা ভূয়সে নির্বচনায়ে" তি। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি" শ্রুতের্নারায়ণপরতা (শতপ ১.১.২.১৩) ॥ আত্মপক্ষে তু চত্বারি শৃঙ্গাণি বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞতুরীয়াণি। ত্রয়ঃ পাদাঃ সংসৃতিরূপগমনহেতবো জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তানি। দ্বে শীর্ষে পরাপর ব্রহ্মণীস্বর্গাপবর্গৌ বা। সপ্ত হস্তাস আদানো পায়া পঞ্চেন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিমনসী চ তদুক্তং সপ্তাঙ্গ ইত্যগ্যাত্মনঃ। ত্রিধাবদ্ধোঽবস্থাত্রয়ে স্থূলপ্রবিবিক্তানন্দাখ্যোভোগৈর্বদ্ধঃ সংসারং ত্যক্তুমক্ষমো বৃষভোঽবিদ্যায়া বীজ প্রদীহনেন সেচনাৎ। "অহং বীজপ্রদঃ পিতেতি" স্মৃতে রোরবীতি সংসারদুঃখেনাত্যন্তমাক্রন্দতীশ্বররূপেণোচ্চৈরূপদিশতি চ। মহো দেবো মহান্দেবঃ স্বপ্রকাশ আত্মা মর্ত্যং মরণধর্মাণং দেহমাবিবেশ "লিঙর্থে লেট্" (পা. ৩.৪.৭) প্রবিশতি। "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্য" ইতি শ্রুতেঃ (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১.৪.৭.) ॥ ১ ॥ ত্রিধেতি। ত্রিধাহিতং ত্রৈবিদ্যকর্মণি নিহিতং পণিভির্ব্যবহর্তৃভির্গুহ্যমানং গোপ্যমানং গবি গোবিষয়ে সোরভেয়ীষু দেবাসো দেবা ইন্দ্রাদয়ো ঘৃতমম্ববিন্দংল্লব্ধবন্তঃ। একং ভাগমিন্দ্রো জজানৈকং সূর্যো জজানৈকং বেনাদ্বেনো বেনতেঃ ক্রান্তি কর্মণঃ কামুকাদ্ব্রাহ্মণশ্চন্দ্রমসো বৈকং ভাগং স্বধয়া হোমরূপেণ কর্মণাহেতুভূতেন নিষ্টতক্ষুর্বর্ধিতবন্তঃ ॥ ২ ॥ হিরণ্যগর্ভস্তুতিমাহ য ইতি। যো দেবানাং পুরস্তাদাবির্ভূবেতি শেষঃ। বিশ্বাধিকো বিশ্বোৎকৃষ্টো রুদ্রো রুদ্ররূপো মহর্ষির্বেদাদিপ্রবর্তকস্তং প্রথমং জায়মানং হিরণ্যগর্ভং পশ্যতজনাঃ। নন্থ দর্শনে কিং ফলমত আহ স ইতি। স দেবো নোঽস্মান্

শুভয়াস্বত্যা সংযুনক্তি যতস্ততোহস্য দর্শনং যুক্তম্ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ—আমরা জ্ঞানার্থী পুরুষ, এই জ্ঞানযজ্ঞে দীপ্তিশীল, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মলাভের নিমিত্ত সর্বদা প্রণব উচ্চারণ করিয়া থাকি। অনন্তর আমরা নমস্কার পরায়ণ হইয়া সর্বদা চিত্তে ব্রহ্মতত্ত্ব অনুধ্যান করি। আমরা প্রণব জপ দ্বারা যে ব্রহ্মতত্ত্বের স্তব করি, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞগণও শ্রবণ করিয়াছেন। অকার, উকার, মকার ও নাদরূপ শৃঙ্গচতুষ্টয়যুক্ত শ্বেতবর্ণ প্রণবরূপ বৃষভ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৯

প্রণবের অকারাদি চারি শৃঙ্গ। এই প্রণবপ্রতিপাদ্য প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মের তিন পাদ। তন্মধ্যে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এই তিনটি অধ্যাত্ম পাদ। বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অজ্ঞান এই তিনটি অধিদেব পাদ। এখানে পাদশব্দ অর্থে পদনীয় বা যাহার সহায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা যায়, তাহা বুঝিতে হইবে। উত্তমাঙ্গ স্থানে চৈতন্যস্বরূপ দুই শক্তি বিদ্যমান। ভূরাদি সপ্তলোক এই ব্রহ্মের হস্তস্থানীয়। অকার, উকার ও মকারে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞদ্বারা এবং বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অজ্ঞানদ্বারা তিন প্রকারে সংবদ্ধ। প্রণব তেজোরূপ ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রতিপাদন করেন। পরমেশ্বর সকল মনুষ্যদেহে সর্বতোভাবে প্রবিষ্ট আছেন। ১০

দেবোপম সাত্ত্বিক পুরুষগণ শরীরে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপ তিন প্রকারে এবং ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অজ্ঞান, এই তিন প্রকারে অবস্থিত। উপদেষ্টৃ-গণ কর্ত্তৃক গোপনীয়, প্রদীপ্ত স্বপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্বকে তাঁহারা তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যে লাভ করিয়াছিলেন। পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত বিরাটপুরুষ জাগরণকে, হিরণ্যগর্ভ স্বপ্নকে উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং সর্বদুঃখরহিত অব্যাকৃত হইতে সুষুপ্তি নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মরূপে সমন্বিত পূর্বোক্ত ইন্দ্র, হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় নিষ্পাদন করিয়াছেন। এই দুই মন্ত্র দ্বারা প্রণবতত্ত্ব প্রতিপাদ্য অর্থ বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১১

যিনি জগৎ অপেক্ষা বৃহৎ, বেদপ্রতিপাদ্য অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিগণের মধ্যে মহান, অগ্নি ও ইন্দ্রাদির প্রথম, পূর্বে উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভকে দর্শন করেন, সেই

মহাদেব পরমেশ্বর আমাদিগকে ব্রহ্মতত্ত্বের শুভা স্মৃতির সহিত সংযুক্ত করুন। মন্ত্রলিঙ্গ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য এই মন্ত্র জপ করা উচিৎ। ১২

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তিং কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্॥ ১৩
ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।
পরেণ নাক নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্যতয়ো বিশন্তি॥ ১৪ ॥
বেদান্তবিজ্ঞানবিনিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতা (ৎ)ঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে ॥১৫
দহ্রং বিপাপং বরবেশ্মভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।
তত্রাপি দহ্রে গগনং বিশোকং তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্॥ ১৬ ॥
যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে (বেদানো) চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ।
অজোঽন্যঃ সুবিভা নাভিঃ সর্বমস্যৈব॥ ১৭ ইতি দ্বাদশোঽনুবাকঃ।

দীপিকা। যস্মাৎ পরমপরং চ কিঞ্চন নাস্তি তদাত্মকমেব সর্বমস্তীত্যর্থঃ। স্তব্ধ আরোপিতো বৃক্ষ ইবৈকো দিবি তিষ্ঠতি তেন পুরুষেণ পূরকেণেদং সর্বং পূর্ণং পূরিতমতো ন পরমপরমণু জ্যায়ো নান্যদস্তীতি যুক্তম্॥ ৪ ন কর্মণেতি। কর্মণা যাগাদিনা প্রজয়া পুত্রাদিনা ধনেন কর্মসাধনেন। কেনতর্হ্যমৃতত্বমানশুস্ত্যাগেন। তর্হি সর্বে কস্মাদমৃতা ন ভবন্তীত্যতউক্তমেক ইতি। ন সর্বে কিন্তু কেচিদেব ত্যাগস্য দুঃসাধ্যত্বাৎ। "বক্তা শতসহস্রেষু দাতা ভবতি বা ন বেতি" প্রসিদ্ধেঃ। পরেন নাকং যদ্বিভ্রাজতে। 'এনপা দ্বিতীয়া' (পাণিনী ২.৩.৩১)। অত্রৈব কস্মান্ন বিভ্রাজতেঽতউক্তং নিহিতং গুহায়ামিতি। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ (গীতা ৫.১৫)। বৈকুণ্ঠ কৈলাসা-

দিনিষ্ঠাস্ত শুদ্ধসত্ত্বাঃ পশ্যন্তীত্যর্থঃ। অত্রত্যাঃ কে পশ্যন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ। যদ্যতয়ো বিশন্তীতি ॥ ৫

কিং যতিমাত্রং বিশতি নেত্যাহ বেদান্তেতি। পুনঃ কীদৃশাঃ। সন্ন্যাস-যোগাচ্ছুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেম্বিত্যনেন ক্রমমুক্তিরুক্তা। অন্তকালো মরণং পরান্তকালস্ত্বপুনর্ভবকালঃ। অমৃতা দেবাঃ পরামৃতাস্ত মুক্তাঃ পরি সামস্ত্যেন মুক্তা ভবন্তি মুচ্যন্তীতি ব্যত্যয়েন শ্নন্ ॥ ৬ ॥

আত্মনঃ সাক্ষাৎকারস্থানমাহ দভ্রমিতি। দহরমিতি ব্যক্তব্যে ছান্দসো বিকারঃ। বিপাপ্মং নিষ্পাপং বরং শ্রেষ্ঠং বেশ্মভূতমাত্মনি বাসস্থানং পুরমব্যসংস্থং দেহান্তঃস্থং তত্রাপি তন্মধ্যেঽপি দভ্রং সূক্ষ্মং গগনমাকাশং বিশোকঃ শোকরহিতম্। তস্মিন বিষয়ে যদন্তর্বর্তি তদুপাসিতব্যমুপাসনীয়ম্। তদুক্তং ছান্দোগ্যে (৮.১.১)। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্যদ ন্তস্তদন্বেষ্ব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥ ৭ ॥

য ইতি। স্বর ওংকারঃ। প্রতিষ্ঠিত উপাস্যতয়া নির্ণীতঃ। প্রকৃতি-লীনস্য স্বরূপেণ প্রকৃত্যাত্মকস্য যঃ পর উৎকৃষ্টো বাচ্যত্বেন প্রধানভূতঃ সমহেশ্বরঃ পরমাত্মা ॥ ৮ অস্যৈব শেষঃ। অজোঽনাদ্যোঽন্যো জড়বিলক্ষণঃ সুবিভাঃ সুতরাং বিভাতি বিশ্বচক্রস্য নাভিরাধারভূতঃ সর্বমস্যৈব নাতোঽন্যোঽস্তি স্বামী ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ। (ত্রয়োদশমন্ত্র বলিতেছেন, এই স্মরণীয় তত্ত্ব এখানে নির্দেশিত হইতেছে, শুভা স্মৃতির দ্বারা সংযুক্ত হউক।) ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কোন বস্তু নাই, যাহা অপেক্ষা অত্যল্প বস্তু নাই এবং যাহা অপেক্ষা অধিক কোন বস্তু নাই। (এখানে পরশব্দ দ্বারা গুণের উৎকর্ষ এবং অপর শব্দ দ্বারা গুণের নিকর্ষ অভিপ্রেত। জ্যায়ঃ শব্দ দ্বারা পরিমাণের উৎকর্ষ এবং অণীয়ঃ শব্দ দ্বারা পরিমাণের অপকর্ষ অভিপ্রেত। সর্ববিধ উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিষেধ দ্বারা অদ্বিতীয়তা সিদ্ধ হইল।) যেমন বৃক্ষ গমনাগমনরহিত, একত্র স্তব্ধভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ অদ্বিতীয় এক পরমেশ্বর নির্বিকারভাবে দ্যোতনস্বরূপ স্বপ্রকাশরূপে অবস্থান

করেন। সেই চেতন পুরুষ দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ। ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বস্তু না থাকায়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বস্তু থাকিতে পারে না। জগতের অস্তিত্ব নাই, এই সমস্ত ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ১৩

(চতুর্দশ মন্ত্র বলিতেছেন। পূর্বোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব স্মরণের অন্তরঙ্গ সাধনসর্বত্যাগ, ইহাই বলিতেছেন।) অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, পুত্র ও ধনের দ্বারা মুক্তিলাভ ঘটেনা। কোন কোন মহাত্মা লৌকিক ও বৈদিক ব্যাপার পরিত্যাগ দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। ইন্দ্রিয়সংযমী যতিগণ যে অমৃত সম্ভোগ করেন, তাহা স্বর্গসুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং স্বকীয় একাগ্রবুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত থাকিয়া বিশেষ ভাবে প্রকাশিত। ১৪

(অথর্ববেদীয় মুণ্ডক উপনিষদে (৩।২।৬) এইমন্ত্র দৃষ্ট হয়,) বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাঁহাদের নিকট সুনিশ্চিত হইয়াছেন, সন্ন্যাস যোগাবলম্বনে যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা মোক্ষসাধনে যত্নশীল, তাঁহারা সকলে জীবদ্দশায়ই পরমাত্মভূত হওয়ায় চরম দেহ-ত্যাগ কালে সর্বত্র নির্বাণ প্রাপ্ত হন। সাধারণ লোকের দেহত্যাগ পর-অন্তকাল নহে, কারণ তাহারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। মুক্তপুরুষ অন্যলোকে গমন করেন না। যেমন ঘট ভঙ্গ হইলে ঘটাকাশ মহাকাশে একীভূত হয়, তদ্রূপ তিনি সর্বব্যাপী ব্রহ্মে লীন হন। ১৫

(ষোড়শমন্ত্র বলিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞানে অসমর্থের পক্ষে সূক্ষ্ম উপায় কথিত হইয়াছে।) অল্প, পাপ রহিত, পরমাত্মার উপলব্ধিস্থানভূত, শরীরের মধ্যে অবস্থিত অষ্টদল পুণ্ডরীক (পদ্ম) বিদ্যমান। সেই ক্ষুদ্র পুণ্ডরীকে সূক্ষ্ম আকাশবৎ অমূর্ত ব্রহ্ম বিরাজিত। যদ্যপি ব্রহ্ম ব্যাপক, তথাপি ঘটাকাশতুল্য পুণ্ডরীকস্থানকে অপেক্ষা করিয়া অল্প বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম শোকমুক্ত, আকাশ শব্দবাচ্য, সেই পুণ্ডরীকমধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা করিবে। ১৬

সপ্তদশ মন্ত্র বলিতেছেন। অগ্নিমীলে পুরোহিতম্—ইত্যাদি বেদের আদিতে যে প্রণব রূপ বর্ণ উক্ত হইয়াছে, সেই প্রণব ধ্যানকালে অব্যাকৃত

জগৎকারণে লীন হয়। অকার, উকার ও মকারে যথাক্রমে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃতরূপে ধ্যান করিয়া অকার বিরাট্কে উকারে লয় করিয়া পরে হিরণ্যগর্ভরূপ উকারকে মূলঃ প্রকৃতিরূপ মকারে লয় করিবে। সেই প্রকৃতিলীন প্রণবের যে উৎকৃষ্ট ধ্যাতব্য বস্তু, তাহাকেই মহেশ্বররূপে জানিবে। ইহার দ্বারা পূর্বোক্ত গগনশব্দ বাচ্য বস্তু বিস্তৃতভাবে কথিত হইল। ১৭

দ্বাদশোনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ

সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবম্।
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভু(পদ)ম্॥ ১ ॥
বিশ্বতঃ পরমং নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্।
বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি ॥ ২ ॥
পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।
নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্॥ ৩ ॥
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ ॥
নারায়ণঃ পরো ধ্যাতা ধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ।
পরাদপি পরশ্চাসু তস্মাত্বস্ত পরাৎপর ॥ ৪ ॥
যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥ ৫ ॥

দীপিকা। এবমাদিমন্ত্রকলাপ প্রকাশ্যং নারায়ণং স্তুত্বা পুনঃ শ্লোকৈঃস্তৌতি সহস্রশীর্ষমিতি। সহস্রশিরসমিতি তু যুক্তং বক্তুম্। ১ ॥ বিশ্বমেবেদং পুরুষ ইতি। ইদং বিশ্বং পুরুষ এবেত্যন্বয়ঃ। তদ্বিশ্বমিতি তন্নারায়ণাখ্যং বস্তু বিশ্বং লোক উপজীবতি তদাধারং প্রাণিতি ॥ ২ ॥ পতিং বিশ্বস্য সর্বস্যাত্মেশ্বরমাত্মা

জীবস্তস্যেশ্বরং নিয়ন্তারং মহাজ্ঞেয়ং যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ॥ ৩ ॥ পরোজ্যোতির্বুদ্ধ্যাদীনাং প্রকাশকঃ। পর আত্মা পরমাত্মা ॥ ৪ ॥ পরো ধ্যাতা নিত্যস্বস্থাশয়ঃ। ধ্যানং ধ্যাতব্যম্। পরাদপি পরশ্রাস্য তস্মাত্তস্ত পরাৎপর ইতি। অম্ভ্যঃ প্রাণেভ্যঃ আ ইত্যাস্য যঃ পরাদপি নামাদেঃ পরঃ। ছান্দোগ্যে স্কন্দনারদসংবাদে নিরূপিতোঽর্থস্তস্মাৎ পরাচ্চঃ পরো ভূমা স নারায়ণ ইত্যর্থঃ। ৫ ॥

ত্রয়োদশ অনুবাকের মন্ত্রার্থ—পূর্বানুবাকের শেষে যে উপাস্য মহেশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে উপাস্যগুণবিশেষ বর্ত্তমান অনুবাকে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইতেছে।) যাঁহার অনন্ত শিরঃ, যাঁহার অসংখ্য ইন্দ্রিয়, যাঁহা হইতে জগতের যাবতীয় সুখ উৎপন্ন হয়, জগদাত্মক নারায়ণ ইন্দ্রাদিদেবতা-স্বরূপ, ব্যাপক, উৎকৃষ্ট, গম্য মহেশ্বরের ধ্যান করিবে। বিরাড়্রূপ মহেশ্বরের যে দেহ, তাহাই সর্ব প্রাণীর দেহ, সর্ব প্রাণীর শিরঃ তাঁহার শিরঃ, সকলের ইন্দ্রিয় তাঁহার ইন্দ্রিয়; তিনিই ইন্দ্রাদি দেবরূপে অবস্থিত। এই হেতু তাঁহাকে দেব বলা হয়। ১

(দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন।) জড়বর্গ হইতে উৎকৃষ্ট, বিনাশরহিত, সর্ব্বাত্মক, পাপনাশক, নারায়ণের ধ্যান করিবে। অজ্ঞদৃষ্টিতে এই যে বিশ্ব দৃষ্ট হইতেছে, পরমাত্মা স্বকীয় ব্যবহারের নিমিত্ত তাহাকে আশ্রয় করেন। ২

(তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন।) জগতের পালক, জীবসমূহের নিয়ামক, শাশ্বত, পরমমঙ্গলস্বরূপ, কূটস্থ, মহাজ্ঞেয়, জগদাত্মক নারায়ণকে ধ্যান করিবে। ৩

(চতুর্থ মন্ত্র বলিতেছেন। এই সকল মন্ত্রে মহানারায়ণের অপার মহিমা কীর্তিত।) পুরাণে নারায়ণ শব্দ দ্বারা অভিহিত পরমেশ্বর উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ, নারায়ণ পরমাত্মা, নারায়ণ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, নারায়ণ শ্রেষ্ঠ, নারায়ণ উৎকৃষ্ট ও বেদান্তাধিকারী, নারায়ণ পরম ধ্যান। ৪

(পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন।) জগতে যাহা কিছু নিকটবর্তী বস্তু দৃষ্ট অথবা

দূরস্থ বস্তু শ্রুত হয়, নারায়ণ তৎসমুদয়ের অভ্যন্তর ও বাহ্যদেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। ৫

অনন্তমব্যয়ং কবিং সমুদ্রেঽন্তং বিশ্বশম্ভুবম্ ।
পদ্মকোশপ্রতীকাশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্ ॥ ৬ ॥
অধো নিষ্ঠ্যা বিতস্ত্যান্তে নাভ্যামুপরি তিষ্ঠতি ।
হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াদ্বিশ্বস্যায়তনং মহৎ ॥ ৭ ॥
(সন্ততং) সততং সিরাভিস্তু লম্বত্যাকোশসন্নিভম্ ।
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮ ॥
তস্য মধ্যে মহানগ্নির্বিশ্বার্চির্বিশ্বতোমুখঃ ।
সোঽগ্রভুগ্বিভজন্তিষ্ঠন্নাহারমজরঃ কবিঃ ॥ ৯ ॥
[তির্যগূর্ধ্বমধঃশায়ী রশ্ময়স্তস্য সন্ততাঃ ।]

দীপিকা। সমুদ্রেঽন্তং সমুদ্রমিতং প্রাপ্তমন্তস্যপারে সমস্থ প্রবিষ্ট ইত্যুক্তেঃ। বিশ্বশম্ভুবং বিশেষাং সং সুখং তস্য ভুবমুৎপত্তিস্থানম্। তস্য ধ্যানস্থানমাহ পদ্মেতি। অধোমুখমূর্ধ্বনালঞ্চ ॥ ৬ ॥ তস্যস্থানমাহ অধোনিষ্ট্যা বিতস্ত্যাং স্থিতি। অধোনিষ্ট্যা অধোনিষ্টয়া বিতস্ত্যাং বিতস্তিপ্রদেশব্যাপ্ত্যাং নাভ্যামুপরি নাভেরুর্ধ্ব ভাগে তিষ্ঠতি বর্ত্ততে। তদ্ হৃদয়ং (তদ্ধৃদয়ং) বিজানীয়াদ্বিশ্বস্য বাগাদি সংঘাতস্য মহদায়তনং স্থানম্ ॥ ৭ ॥ সততং নিরন্তরং শিরাভির্লম্বতি আ। আলম্বত্যালম্বতে শিরাধারেঽবলম্বত ইত্যর্থঃ। অথবা সতং শতচ্ছিদ্রং বংশচর্মাদি নির্মিতং পাত্রং যবনেষু প্রসিদ্ধং তস্য সতস্য তন্তব ইবাতানবিতানাত্মিকাঃ শিরাস্তাভিরূপ-লক্ষিতমিত্যর্থঃ। কোশসন্নিভং কদলীপুষ্পসন্নিভম্ ॥ ৮

(ষষ্ঠ মন্ত্র বলিতেছেন। এই পূর্বার্ধে নারায়ণের যথার্থস্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণিত এবং উত্তরার্দ্ধে উপাসনাস্থান কথিত।) দেশপরিচ্ছেদশূন্য, বিনাশরহিত, সর্বজ্ঞ, সমুদ্রতুল্য সংসারের অবসানরূপ, (নারায়ণস্বরূপ জানিলে সংসার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) সংসারের উৎপত্তিকারণ, অষ্টদলহৃৎপদ্মের মধ্যছিদ্রসদৃশ, হৃদয়শব্দবাচ্য

অধোমুখ। এতাদৃশ নারায়ণের ধ্যান করিবে। ৬

(সপ্তম মন্ত্র বলিতেছেন।) গ্রীবাবন্ধের নিম্নে, নাভির উর্দ্ধভাগে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত স্থান আছে, তাহার অন্তর্দেশে যে পুণ্ডরীক বিরাজমান, তথায় ব্রহ্মাণ্ডের আধার ভূত, প্রকাশপরম্পরাযুক্ত ব্রহ্ম শোভা পাইতেছে। ৭

(অষ্টম মন্ত্র বলিতেছেন।) পদ্মমুকুলসদৃশ হৃদয়কমল, হৃদয় মধ্যে অধোমুখে লম্বমান দৃষ্ট হয়। আবার সেই হৃদয় কমল নাড়ীসমূহ দ্বারা সম্যক্‌রূপে ব্যাপ্ত আছে। হৃদয়ের নিকট সূক্ষ্মছিদ্র অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীনাল বর্ত্তমান। সেই ছিদ্রে সমস্ত জগৎ আশ্রিত। ইহার কারণ, মনঃ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে সমস্ত জগতের আধারভূত ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন। ৮

(নবম মন্ত্র বলিতেছেন।) সুষুম্নানালের মধ্যে মহান অগ্নি বিদ্যমান। তাহা বহুজ্বালাযুক্ত, বিবিধমুখসমন্বিত, অগ্রভুক্। সেই অগ্নি ভুক্তদ্রব্য শরীরে সমস্তাবয়বে প্রসারিত করিয়া অবস্থিত। অগ্নি অজর ও কুশল। তাহার অগ্রে কিরণসমূহ বক্র, উর্দ্ধ ও অধোভাবে শায়িত এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত। ৯

সন্তাপয়তি স্বং দেহমাপাদতলমস্তকম্।
তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা অণীয়োর্ধ্বা ব্যবস্থিতা॥ ১০॥
নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা (ভাসুরা)।
নীবারশূকবত্তন্বী পীতা ভাস্বত্যণূপমা॥ ১১॥ (পীতাভা স্যাত্তণূপমা)
তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
স ব্রহ্মা স শিবঃ [স হরিঃ] সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্॥১২॥

ইতি ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ

[অথাতো যোগজিহ্বা মে মধুবাদিণী। অহমেব কালো নাহং
কালস্য নারায়ণঃ স্থিতো ব্যবস্থিতশ্চত্বারি চ॥]

দীপিকা। মহানগ্নিঃ। আত্মৈব। বিশ্বার্চির্বিশ্ব বিশ্বতোঽর্চীবি বর্ত্তন্তে যন্তেদা অগ্নিহোত্রে পঞ্চাগ্নয় উক্তাঃ। মূর্ধ্নি মুখে হৃদয়ে নাভামাধারে চাবস্থিতাঃ।

তদুক্তং গীতাসু (১৫, ১৪) "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধমিতি"। অত এব বিশ্বতোমুখঃ সর্বতঃ সন্মুখঃ। সোঽগ্রভুগিতি। "তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি" শ্রুতেঃ (মুণ্ডক উপনিষৎ ৩, ১, ১)। আহারং বিভজন্ সর্বাবয়বেষু সঞ্চারয়ণ্ ॥ ৯ ॥ তথা তিষ্ঠন্নিত্যং জাগ্রদাপাদতলমস্তকং স্বং দেহং সন্তাপয়তীত্যন্বয়ঃ। সর্বশরীর ঔষ্ণ্যোপলম্ভস্তু কৃত এব। অক্ষয়ো নিত্যঃ কবিশ্চেতন ইত্যাদিঃ। লিংগাদয়-মাত্রৈব ন ভৌতিকোঽগ্নিঃ। তস্য হৃদয়স্য। বহ্নিশিখা ভৌতিকাগ্নেঃ শিখা। অণীয়োর্ধ্বোর্ধ্বভাগেঽণীয়সী ॥ ১০ ॥ নীলমেঘান্তঃস্থবিদ্যুদিব ভাস্বরা। অতএব লিংগাদ্ধৃদয়াম্বুজং শ্যামমিতি গম্যতে। শূকং কণাগ্রসূচিকা। পীতাভা পীতবর্ণা। তন্নুপমা সূক্ষ্মেণোপমীয়তে কুণ্ডলিনীতি যাং নৈগমা আহুঃ ॥ ১১ ॥ তস্যা ইতি। ইদমেব দেবতা ধ্যান স্থানম্। সেন্দ্রঃ স ইন্দ্রশ্ছান্দসঃ সন্ধিঃ ॥ ১২ ॥ [অথাতো যোগ ঐক্যং ব্যাখ্যায়তে। ছান্দসঃ সোল্ক। জিহ্বা মে মধুবাদিনী মধুরবাদিন্যস্তু মাধুর্যেণ জিহ্বায়া যোগোঽস্তু। অহমেব কালোঽত্তা নাহং কালস্য ভোগ্যঃ। অয়মাত্মকাল যোগঃ। নারায়ণোঽহমেব স্থিতো ব্যবস্থিতো নির্ণীতশ্চত্বারি চ বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ তুরীয়াণ্যহমেব। অনেন জীব পরমাত্মনোর্যোগ উক্তঃ।]

(দশম মন্ত্র বলিতেছেন।) অগ্নি পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্বকীয় সম্পূর্ণ দেহকে সর্বদা সন্তাপিত করে। এই দেহগত সন্তাপ অগ্নিস্থিতির প্রতি হেতু। জ্বালাবিশেষদ্বারা সমস্ত শরীর ব্যাপী অগ্নির মধ্যে অগ্নিজ্বালা অতি সূক্ষ্ম এবং উর্দ্ধ অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীনালের উর্দ্ধ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত। ১০

(একাদশ মন্ত্র বলিতেছেন।) জলপূর্ণ নীলবর্ণ মেঘমধ্যে স্থিতা বিদ্যুল্লেখার ন্যায় প্রভাবতী অগ্নিশিখা। তাহা নীবারধান্যের শুকের ন্যায় সূক্ষ্ম, পীতবর্ণা, প্রভাযুক্তা ও অনুপমা। ১১

(দ্বাদশ মন্ত্র বলিতেছেন।) পূর্বোক্ত বহ্নিশিখার মধ্যে জগৎ কারণ পরমাত্মা বিশেষভাবে অবস্থিত। উপাসনার্থ তাঁহার অবস্থান কথিত হইলেও

তিনি অন্ন নহেন, বরং তিনি সমস্ত দেবতাস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, হরি, অন্তর্য্যামী, শুদ্ধ চিদ্রূপ ও স্বরাট্ অর্থাৎ রাজা। এই ছয় সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি বেদবাক্য প্রতিপাদিত ব্রহ্মকে 'পদ্মকোশপ্রতিকাশ' ইত্যাদি উত্তরবাক্য অনুসারে ধ্যান করিবে। ১২

ত্রয়োদশোঽনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽনুবাকঃ

আদিত্যো বা এষ এতন্ মণ্ডলং তপতি
তত্র তা ঋচস্তদৃচাং মণ্ডলং স ঋচাং লোকোঽথ য
এষ এতস্মিন্মণ্ডলে অর্চিষি পুরুষ স্তানি যজূংষি স যজুষা
মণ্ডলং স যজুষাং লোকোঽথ স এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে অর্চি
দীপ্যতে তানি সামানি স সাম্নাং মণ্ডলং স সাম্নাং লোকঃ
সৈষা ত্রয্যেব বিদ্যা তপতি য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ ॥ ১

ইতি চতুর্দশোঽনুবাকঃ

পঞ্চদশোঽনুবাকঃ

আদিত্যো বৈ তেজ ওজো বলং যশশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমাত্মা মনো
মন্যুর্মনুর্মৃত্যুঃ সত্যো মিত্রো বায়ুরাকাশঃ প্রাণো লোকপালঃ কঃ
কিং কং তৎ সত্যমন্নমায়ুরমৃতো জীবো বিশ্বঃ কতমঃ স্বয়ম্ভূঃ প্রজাপতিঃ
সংবৎসর ইতি। সং বৎসরোঽসাবাদিত্যো য এষ পুরুষঃ এষ
ভূতানামধিপতিঃ ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যংসলোকতামাপ্নোত্যেতাসামেব
দেবতানাং সাযুজ্যং সার্ষ্টিতাং সমান লোকতামাপ্নোতি য এবং
বেদেত্যুপনিষৎ ॥ ১ ॥ ইতি পঞ্চদশোঽনুবাকঃ

দীপিকা। বিরূপাক্ষং নমামীতি শেষ ॥ ১ আদিত্য ইতি যদেতৎ

প্রত্যক্ষং মণ্ডলং তপতি তপ্য মানং দৃশ্যত এষ আদিত্যঃ তস্য ক্রমেণর্গ্যজুঃসামরূপতা মাহ তত্র বা ইতি। যদেতন্মলং তপতি তা ঋচো মণ্ডলমেবর্চঃ। স এবর্চা লোকঃ। মণ্ডলাধিষ্ঠাতা পুরুষো যজুসাং রূপং মণ্ডলার্চিঃ সাম্না রূপং সোঽর্চিঃ পদার্থঃ সাম্নাং মণ্ডলম্। সৈষেতি। অন্তরাদিত্যে যো হিরণ্ময়ঃপুরুষঃ সা ত্রয়ী বিদ্যৈব ॥ ২ ॥ তেজঃ শুক্রম্। ওজো নাম বীর্যপরিণামোঽষ্টমো ধাতুঃ। তৎপরিণামো বলম্। আত্মা বুদ্ধিঃ। মনুজ্ঞানম্। মৃত্যুর্যমঃ। কিং তৎসত্যমিতি প্রশ্নে বিশ্বাস্তেনোত্তরম্। কতমঃ স্বয়ম্ভূরিতি প্রশ্নে প্রজাপতিঃ সং বৎসর ইত্যেতদন্তেনোত্তরম্। সং বৎসরস্য কিং পারমার্থিকং রূপমত আহ সংবৎসরোঽসাবাদিত্য ইতি। য আদিত্য এষ পুরুষ এতৎ পুরুষাত্মা। "সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চেতি" শ্রুতেঃ (ঋগ্বেদ ১১৫. ১.)। য এস আদিত্যোঽসৌ-ভূতানামধিপতিঃ। আদিত্যো বা এষ ইত্যাদ্যুপাসনাবত আদিত্যো বৈ তেজ ইত্যাদ্যুপাসনাবতশ্চ ফলমাহ ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যমিত্যাদি। সার্ষ্টিতাং সমানর্দ্ধিতাম্। ইত্যুপনিষদ্রহস্যজ্ঞানম্ ॥ ৩ ॥ ॥ ১২ ॥

চতুর্দশ অনুবাকের মন্ত্রার্থঃ—(পূর্বানুবাকে নারায়ণশব্দবাচ্য যে পরমেশ্বর কথিত, তিনিই উপাধিযোগে আদিত্যরূপে বিরাজমান। সেই সৌরমণ্ডল তাপ দান করেন। সেই সৌরমণ্ডলে প্রসিদ্ধ 'অগ্নিমীলে' ঋক্ মন্ত্রাবলি বর্ত্তমান। অতএব এই সৌরমণ্ডল ঋক্ মন্ত্রনিষ্পাদিত এবং ঋগভিমানিনী দেবগণের নিবাসস্থল। এইরূপে আদিত্যমণ্ডলকে ঋগ্ রূপে ধ্যানান্তে সামরূপে ধ্যানের নির্দেশ দিতেছেন। এই সূর্য্যমণ্ডলে যে দীপ্তিশীল তেজঃপুঞ্জঃ প্রকাশিত, তৎসমুদায়কে বৃহদ্রথন্তরসাম-রূপে ধ্যান করিবে। সেই অর্চিঃলোক সামাভিমানিনী দেবতার বাসস্থান। সামধ্যান সমাপনান্তে উক্ত মণ্ডলকে যজুঃস্বরূপে ধ্যান করিবে। এই আদিত্য-মণ্ডলে শাস্ত্রোক্ত যে দেবতাত্মা পুরুষ অবস্থিত, সেই দেবতাকে যজুঃস্বরূপে ধ্যান করিবে। সেই পুরুষ যজুঃস্বরূপ, যজুঃদ্বারা মণ্ডল নিষ্পাদিত ভাবিয়া ধ্যান করিবে। সেই যজুঃমন্ত্র যজুরভিমানিনী দেবগণের বাসভূমি। সেই মণ্ডলের অর্চিঃ তত্রত্য পুরুষ ঋগ্-যজুঃ-সামরূপা ত্রয়ীবিদ্যা। যে প্রকাশমান পুরুষের বিষয়

কথিত হইল, তিনিই সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হিরন্ময়পুরুষ। ১

চতুর্দশোঽনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অনুবাকের মন্ত্রার্থ—(পূর্বোক্ত আদিত্য পুরুষের অবশিষ্ট সর্বাত্মকস্বরূপ উপাস্যগুণ বর্তমান অনুবাকে প্রদর্শিত।) পূর্বে উপাস্যরূপে অভিহিত সূর্য্য সর্বাত্মক রূপে দীপ্তি, বলহেতু, শারীরশক্তি, কীর্তি, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, দেহ, মনঃ, কোপ, বৈবস্বতাদি চতুর্দশমনু, যম, সত্য, মিত্র, বায়ু, আকাশ, প্রাণ, ইন্দ্রাদি দশলোকপাল, প্রজাপতি, অনির্বচনীয়, সুখ, পরোক্ষ, যথার্থকথন, অন্ন, দেবগণ বা মোক্ষ, জীব, সমস্ত জগৎ কিংবা বিশ্ব-তৈজসাদি, সুখতম, উৎপত্যাদিরহিত ব্রহ্ম, এই সমস্তই ব্রহ্ম। অপিচ এই আদিত্য নিত্য ও পূর্ণ। এই আদিত্য ভূতগণের অধিপতি। ইহার পর জ্ঞাতৃফল কথিত। যে পুরুষ ইহা উত্তমরূপে জানেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ উপাসনার ভাবনাধিক্যে হিরণ্যগর্ভের সহিত তাদাত্ম্য এবং ভাবনার অল্পত্বে তাঁহার সহিত সালোক্য প্রাপ্ত হন। আর যদি ইন্দ্রাদি দেবতা উপাসনার ভাবনাধিক্য হয়, তবে তিনি ইন্দ্রাদি দেবতার সাযুজ্য লাভ করেন। তিনি ভাবনার মধ্যমভাবে সমানৈশ্বর্য্যতা এবং ভাবনার অল্পত্বে একলোকবাসিতা প্রাপ্ত হন। এইরূপে দ্বিবিধ উপাসনা বিহিত—একটি হিরণ্যগর্ভোপাসনা এবং অন্যটি তাঁহার অবয়বভূত দেবতোপাসনা। এই স্থলে রহস্যবিদ্যা সমাপ্ত হইল। ১

পঞ্চদশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত

[ঘৃণিঃ সূর্য আদিত্য ওম্। অর্চয়ন্তি তপঃ সত্যং মধু ক্ষরন্তি তদ্‌ব্রহ্ম তদাপ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূ ভুর্বঃ সুবরোম্। ১]

ষোড়শ অনুবাকঃ—নিধনপতয়ে নমঃ। নিধনপতান্তিকায় নমঃ। ঊর্ধ্বায় নমঃ। ঊর্ধ্বলিঙ্গায় নমঃ। হিরণ্যায় নমঃ। হিরণ্যলিঙ্গায় নমঃ। সুবর্ণায় নমঃ। সুবর্ণলিঙ্গায় নমঃ। দিব্যায় নমঃ। দিব্যলিঙ্গায় নমঃ। ভবায় নমঃ। ভবলিঙ্গায় নমঃ। শর্বায় নমঃ। শর্বলিঙ্গায় নমঃ।

শিবায় নমঃ। শিবলিঙ্গায় নমঃ। জ্বলায় নমঃ। জ্বললিঙ্গায় নমঃ।
আত্মায় নমঃ। আত্মলিঙ্গায় নমঃ। পরমায় নমঃ। পরমলিঙ্গায় নমঃ।
এতৎ সোমস্য সূর্যস্য সর্বলিঙ্গং স্থাপয়তি পাণিমন্ত্রং পবিত্রম্॥ ১

সপ্তদশ অনুবাকঃ—সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমো নমঃ।
ভবে ভবে নাতিভবে ভবস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ॥১

অষ্টাদশ অনুবাকঃ—বাম দেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমঃ
রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো
বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ
সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ॥ ১

ঊনবিংশ অনুবাকঃ—অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ।
সর্বতঃ শর্ব সর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ॥ ১

বিংশ অনুবাকঃ—তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

একবিংশ অনুবাকঃ—ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি
র্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্॥১

দ্বাবিংশ অনুবাকঃ—নমো হিরণ্যবাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরূপায়
হিরণ্যপতয়েঽম্বিকাপতয় উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমো নমঃ॥১

ত্রয়োবিংশ অনুবাক—ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলম্।
ঊর্ধ্বরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমো নমঃ॥ ১

চতুর্বিংশ অনুবাকঃ—সর্বো বৈ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু।
পুরুষো বৈ রুদ্রঃ সন্মহো নমো নমঃ।
বিশ্বং ভূতং ভুবনং চিত্রং বহুধা জাতং জায়মানং
চ যৎ। সর্বো হ্যেষ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু॥

* ১৭—২৪ অনুবাকের দীপিকা ৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পঞ্চবিংশ অনুবাকঃ—কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ়ুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম
শংতমং হৃদে। সর্বোহ্যেষ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু॥

ষড়্বিংশ অনুবাকঃ—যস্য বৈকঙ্কত্যগ্নিহোত্রহবণী ভবতি
প্রত্যেবাস্যাহুতয়স্তিষ্ঠন্ত্যথো প্রতিষ্ঠিত্যৈ।

সপ্তবিংশ অনুবাকঃ—কৃণুধ পাজ ইতি পঞ্চ।

অষ্টাবিংশ অনুবাকঃ—অদিতির্দেবা গন্ধর্ব্বা মনুষ্যাঃ পিতরোঽসুরাস্তেষাং
সর্ব্বভূতানাং মাতা মেদিনী মহতা মহী সাবিত্রী
গায়ত্রী জগত্যুর্ব্বী পৃথ্বীবহুলা বিশ্বা ভূতা কতমা
কায়া সা সত্যেত্যমৃতেতি বশিষ্ঠঃ।

।শবস্বরূপম্ নারায়ণং মন্ত্রৈঃ স্তৌতি সর্ব ইতি। তন্মহস্তেজোরূপং তস্মৈ নমোনমঃ। ভব্যংভবিষ্যৎ। ভুবনম্ বিদ্যমানং॥ ২॥

কদ্রুদ্রায় কুৎসিতানাং রোদকায়। প্রচতসে মহাচিত্তায় বরুণরূপায়েতি বা। মীঢ়ুষ্টমাশ মীঢ়ুষ্টমায়। মিহ সেচনে। "দাশ্বান্ সাহ্বান মীঢ়্বাংশ্চ" (পা ৬.১.১২) ইতি সাধুঃ। ছান্দসোবর্ণবিকারঃ। সেচকতমায়। তব্যসে পূবকায়। তু বৃত্তিহিংসাপূর্ত্তিষু। বোচেমাবাদিষ্ম। শন্তমং সুখতমম্। হৃদে জ্ঞানায়েতি ত্রিপদা॥ ৩॥ অম্বিকা পতয় ইত্যুক্তে মাতৃপতয় ইতি প্রতীতেরশ্লীলতা নাশংক্যাম্বিকা শব্দস্য পার্বত্যাং রুঢ়ত্বাৎ। অম্বিকোময়ো পর্যায়ত্বেঽপি প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থভেদাদপৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৪॥ যস্যেতি। বিকংকতস্য বৃক্ষবিশেষস্য বিকারো বৈকংকত্যগ্নিহোত্রহবণী স্রুগ্যস্য ভবতি প্রতিষ্ঠিতা আদৃতা অস্যাহুতয়ঃ প্রতিতিষ্ঠন্ত্যেব। অথো পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠিত্যৈ যজমান প্রতিষ্ঠায়ৈ ভবন্তি। তেন বৈকংকতী প্রশস্তেতি তস্যা বিধিরুন্নীয়তে॥ ৫॥ পৃথিবীং স্তৌতি কৃণুষেতি। কৃণুষ পাজইতি পঞ্চদশচৈ সূক্তে শাংখায়নশাখা পঠিত আদ্যা পঞ্চ মন্ত্রা গ্রন্থে জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ। তে যথা। কৃণুষ পাজঃ প্রসিতি ন পৃথ্বীং যাহি রাজেবামবাং ইভেন। তৃষ্বীমনু প্রসিতিং দ্রূণানোঽস্তাসি বিধ্য রক্ষ

সপ্তপিষ্টৈঃ ॥ ১ ॥ তব ভ্রমাস আশুয়া পতন্ত্যনু স্পৃশ ধৃষতা শোশুচানঃ। তপূংষ্যগ্নে জুহ্বা পতংগানসন্দিতো বিসৃজ বিষ্বগুল্কাঃ ॥ ২ ॥ প্রতিস্পশো বি সৃজ তূর্ণিতমো ভবা পায়ুর্বিশো অস্যা অদব্ধঃ। যো নো দূরে অঘশংসো যো অন্ত্যগ্নে মাকিষ্টে ব্যথিরা দধর্ষীৎ ॥ ৩ ॥ উদগ্নে তিষ্ঠ প্রত্যাতনুষ্ব ন্যমিত্রাং ওষতাত্তিগ্মহেতে। যো নো অরাতিং সমিধান চক্রে নীচা তং ধক্ষ্যতসং ন শুষ্কম্ ॥ ৪ ॥ ঊর্ধ্বো ভব প্রতি বিধ্যাধ্যস্মদাবিষ্কৃণুষ্ব দৈব্যান্যগ্নে। অব স্থিরা তনুহি যাতুজূনাং জামিমজামিং প্রমৃণীহি শত্রূণ্" ॥ ৫ ॥ (ঋ ৪, ৪, ১, ৫) ৬ ॥ অদিতির্দেবমাতা দেবাস্তৎসুতাঃ। গন্ধর্বা হাহা হূহূ প্রভৃতয়ঃ। মনুষ্যা মনোরপত্যাণি। পিতরঃ কব্যবালাদয়ঃ। অসুরাঃ প্রাণ হারকা হিরণ্যকশিপু প্রভৃতয়ঃ। তেষাং সর্বভূতানামন্যেষামপি সর্বেষাং ভূতানাং মাতা মেদিনী। তস্যা নামান্তরাণি স্তুতয়ে পৃথিবী মহতীত্যাদীনি। কতমা কেতি স্বরূপবিষয়প্রশ্নদ্বয়ে সত্যামৃতেত্যুত্তরম্। ইতি বসিষ্ঠো বসিষ্ঠ এবমাহ ॥ ৭ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রার্থ—পার্বতীপতিকে নমস্কার। কুবের স্বরূপকে নমস্কার, ঊর্দ্ধলোকে দেবতারূপে অবস্থিত শিবের উদ্দেশে নমস্কার, দেবগণকর্ত্তৃক ঊর্দ্ধলোকে লিঙ্গরূপে স্থাপিত দেবকে নমস্কার। কনকরূপ মহাদেবকে নমস্কার, কনক নির্মিত লিঙ্গাকার পার্বতীপতিকে নমস্কার। রজতরূপ উমাপতিকে নমস্কার। রজত নির্মিত লিঙ্গাকার উমাপতিকে নমস্কার, দ্যুলোক সুখস্বরূপ পার্বতীপতিকে নমস্কার। শক্রাদি দেবগণ সংস্থাপিত দ্যুলোক লিঙ্গাকার শিবের উদ্দেশে নমস্কার। সংসাররূপ পার্বতীপতির উদ্দেশে নমস্কার। সংসারিগণ পূজিত ভূলোকে শিলাময় লিঙ্গাকার শিবের উদ্দেশে প্রণাম, শর্ব্বকে নমস্কার, শর্ব্বলিঙ্গের উদ্দেশে প্রণাম, জ্যোতির্ম্ময় মহান্ দেবতার উদ্দেশে নমস্কার, জ্যোতির্ময় দ্বাদশ লিঙ্গের উদ্দেশে নমস্কার, সর্বজগদাত্মক পার্বতীপতিকে নমস্কার, আত্মলিঙ্গের উদ্দেশে নমস্কার, পরমদেবকে নমস্কার, পরম লিঙ্গের উদ্দেশে নমস্কার, ত্রৈবর্ণিকগণ পূর্বোক্ত মন্ত্র সমূহের দ্বারা সূর্য্য,চন্দ্র ইত্যাদি

সকল দেবতার পারদস্বর্ণাদি নির্মিত লিঙ্গ স্থাপন করেন। পাণিমন্ত্র পবিত্র।

ষোড়শ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত

(পঞ্চবদন মহাদেবের পশ্চিমমুখ প্রতিপাদক স্তুতি করিতেছেন) সদ্যোজাত নামক পশ্চিম বদন যুক্ত পরমেশ্বরকে আমি প্রাপ্ত হইব। সেই হেতু সদ্যোজাতের উদ্দেশে নমস্কার। হে সদ্যোজাত, আমাকে পুনরায় দেব তির্যগাদি জন্মের নিমিত্ত প্রেরণ করিও না, যাহাতে আমি ইহজন্মে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি, যাহাতে আমার পুনর্জন্ম না হয় তজ্জন্য প্রেরণ কর। সংসার দুঃখ মোচনকারী সদ্যোজাতের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

সপ্তদশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত

(পঞ্চবদন দেবের উত্তরমুখ প্রতিপাদক মন্ত্র) সুন্দর স্বপ্রকাশ উত্তরমুখরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম। সকল জগদুৎপত্তির মূল উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে প্রণাম। প্রশস্তবদন মহাদেবকে নমস্কার। সংহার সময়ে রোদনকারণ উত্তর বদনের উদ্দেশে প্রণাম। কালরূপ উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার। জগৎ নির্মাতা উত্তর মুখকে নমস্কার। রাক্ষস বলহন্তা উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার। সর্বশক্তি সংহর্ত্রা উত্তর বক্ত্রকে নমস্কার। সর্বভূতের দমনকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী উত্তর বক্ত্রকে নমস্কার। চৈতন্য উদ্দীপক সর্ব্বজ্ঞ উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার।

(অষ্টাদশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত)

(এক্ষণে দক্ষিণ বক্ত্রের কথা বলা হইতেছে) অঘোর (সত্ত্ব) নামক দক্ষিণমুখরূপ দেবতাকে নমস্কার। ঘোর দেবতার (রজঃ) উদ্দেশে নমস্কার। অতিঘোর (তমঃ) দেবতার উদ্দেশে নমস্কার। হে সর্বাত্মক পরমেশ্বর, তদীয় পূর্বোক্ত ত্রিবিধ সর্বাত্মক, লয়কালে এবং সমস্ত দেশে ও কালে হিংসাকারী রুদ্ররূপ দেবতার উদ্দেশে বারংবার নমস্কার।

ঊনবিংশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৎ পুরুষ নামক দেবতাই পূর্ববক্ত্র। গুরুমুখ হইতে এবং শাস্ত্রালোচনায় তৎপুরুষ নামক দেবতাকে জানিয়া, তাঁহার ধ্যান করি। সেই কারণ

রুদ্রদেব আমাদিগকে ধ্যান ও জ্ঞানের পথে প্রেরণ করুন।

(বিংশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত)

(ঊর্দ্ধ বক্তের মন্ত্রাবলী কথিত হইতেছে)। ঊর্দ্ধবক্ত্র রুদ্রদেব সর্ববিদ্যার প্রকাশক, সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সর্বলোকের নিয়ামক, সর্বজীবের প্রভু, চতুর্বেদের পালক হিরণ্যগর্ভের অধিপতি। এবম্বিধ দেবতা আমাকে অনুগ্রহের জন্য মঙ্গলময় হউন। আমিই সেই সদাশিবরূপ।

একবিংশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।

(ইহা রুদ্রদেবের অন্য মন্ত্র) অম্বিকাপতি, উমাপতি, পশুপতি, হিরণ্যাদি সর্ব নিধির পালক, তেজোময়, হিরণ্যবাহু, হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যরূপ শিবের উদ্দেশে নমস্কার। দ্বাবিংশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।

পরব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য, তিনি ভক্তানুগ্রহের নিমিত্ত উমামহেশ্বরাত্মকরূপ ধারণ করেন। সেই যুগলমূর্ত্তির দক্ষিণে মহেশ্বরভাগে কৃষ্ণবর্ণ এবং বামে উমা ভাগে পিঙ্গলবর্ণ। তিনি যোগের দ্বারা স্বীয় রেতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধরেতা। সেই ত্রিনেত্র বিশ্বরূপ পুরুষের উদ্দেশে বারবার নমস্কার।

ত্রয়োবিংশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।

রুদ্রদেবের বিশেষ মন্ত্র এই। সর্বান্তর্যামী রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার। সর্বজীবে চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ রুদ্র, যিনি মহান ও তেজস্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার। জড় জগৎ এবং চেতন প্রাণীসমূহ, চেতন ও অচেতন রূপে যে বিচিত্র জগৎ দৃষ্ট হয়, যে জগৎ পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদয় রুদ্রস্বরূপ। সেই রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার। চতুর্বিংশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত

প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত জগৎপিতা অভীষ্টফল প্রদ, স্তবযোগ্য, হৃদয়স্থিত প্রশান্ত রুদ্রের উদ্দেশে সুখকর স্তুতিরূপ বাক্য বলি। সমস্তই রুদ্রস্বরূপ, সেই মহান্ রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার। পঞ্চবিংশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।

যে অগ্নিহোত্রীর অগ্নিহোত্রহবণী বিকঙ্কতবৃক্ষনির্মিত, তাঁহার প্রদেয় আহুতি সমূহ সেই অগ্নিহোত্রহবণী দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইলে উত্তম ফল দান করে

এবং অনুষ্ঠাতার চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করে।

ষড়বিংশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।

চিত্তশুদ্ধির প্রতিবন্ধনিবারক রক্ষোঘ্ন মন্ত্রসমূহের বিষয় বলা হইতেছে। হে অগ্নে, তুমি আমাদের কাম ক্রোধাদি শত্রুসংহার নিমিত্ত আমাদিগকে প্রভূত বল দান কর, ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র জপ্য।

সপ্তবিংশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।

পৃথ্বীস্তুতি বিষয়ক মন্ত্র। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পিতৃগণ ও অসুরগণ এই পঞ্চ জাতি বিশেষ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীই অদিতি স্বরূপ। পৃথিবী সমস্ত প্রাণীদেহের উপাদান বলিয়া জননী, সেই পৃথিবী মধুকৈটভের মেদ দ্বারা নির্ম্মিতা, অশেষ গুণশালিনী অথবা ধৈর্য্যযুক্তা, পূজ্যা, অন্তর্যামিনী, উপাসকত্রাত্রী, ঘনকলেবরা সর্ব্বরূপা, সকল প্রাণীর দেহরূপে পরিণতা। সেই পৃথিবী ব্যবহার কালে সত্য। ইহা বশিষ্ঠমুনি বলেন এবং ইহা চারিযুগ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন, ইহাও বশিষ্ঠ বলিয়া থাকেন। এই মন্ত্রের ঋষি বশিষ্ঠ।

অষ্টাবিংশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত

একোনত্রিংশোঽনুবাকঃ—আপো বা ইদং সর্বং বিশ্বাভূতান্যাপঃ প্রাণা বা আপঃ পশব আপো অন্নমাপোঽমৃতমাপঃ সম্রাড়াপো বিরাড়াপঃ স্বরাড়াপশ্ছন্দাংস্যাপো জ্যোতীংষ্যাপো যজূংষ্যাপঃ সত্যমাপঃ সর্বা দেবতা আপো ভূর্ভুবঃসুবরাপ ওম্ ॥ ১ ॥

ত্রিংশোঽনুবাকঃ—আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথিবী পূতা পুনাতুমাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যং যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্বং পুনন্তু মামাপো অসতাং চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥ ২

একত্রিংশোঽনুবাকঃ—অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ। পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদহ্না পাপমকার্ষং। মনসা বাচা হস্তাভ্যাং। পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং

মামমৃতযোনৌ। সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥ ৩॥

দ্বাত্রিংশোঽনুবাকঃ—সূর্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ। পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং। মনসা বাচা হস্তাভ্যাম্। পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মামমৃতযোনৌঃ। সূর্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥ ৪॥

[অহর্নো অত্যপীপরদ্রাত্রির্নো অতি পারয়দাত্রির্নো অত্যপীপরদহর্নো অতিপারয়ৎ।] ৫ ॥ ১৪॥

দীপিকা। অপঃ স্তৌতি আপ ইতি। আপো বা ইদং সর্বমিত্যেকং বাক্যম্। বিশ্বা ভূতান্যাপ ইতি দ্বিতীয়ম্। তত্র হেতুঃ প্রাণ বা আপ ইতি। "অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি হি ছান্দোগ্যম্ (৬.৫.৪) বিশেষ বচনং পশব ইত্যাদি। পশবো জংগমানি অন্নং স্থাবরাণি। অমৃতং রসঃ। রাড়্বিরাটস্বরাট্ সম্রাজঃ পূর্বাদিদিশাং নামানি। সর্বং মূর্তমপাং বিকারঃ। ওমংকারবাচ্যা আপ ইত্যর্থঃ॥ ১॥

মধ্যাহ্নাচমনায়াবৈবতী মন্ত্র আপ ইতি। ব্রহ্মনস্পতির্ব্রহ্মণস্পতয়ঃ। ব্রহ্মপূতা বেদপূতা পৃথ্বী মাং পুনাতু। সর্বং পুনন্তু শোধয়ন্তু মাং প্রাপ্যাপো অসতাং চ প্রতিগ্রহং পুনন্তু॥ ২॥

অগ্নিশ্চেতি সায়মাচমন মন্ত্রঃ। যদহ্না হস্তদবলুম্পতু। সত্যে জ্যোতিষীতি সায়ং পাঠঃ॥ ৩॥ সূর্যশ্চেতি। যদ্রাত্র্যা রাত্রিস্তদ বলুম্পতু। সূর্যে জ্যোতিষিতি প্রাতর্মন্ত্রঃ পাঠঃ। সায়মগ্নেঃ প্রধানত্বাদগ্নী রক্ষতু প্রাতঃ সূর্য প্রাধান্যাৎ সূর্যো রক্ষতু। অহ্না কৃতান্যহরপোহতু রাত্রি কৃতানি রাত্রিরপোহত্বিতি প্রার্থনা॥ ৪॥ তত্র মন্ত্রান্তরম্। অহর্নো অত্যপীপরদাত্রির্নো অতি পারয়দ্রাত্রির্নোঅত্যপীপরদহর্নো অতি পারয়দিতি। অত্রৈব শাখান্তরং চ। "যদহ্না কুরুতে পাপং তদহ্না প্রতি-মুচ্যতে। যদ্রাত্রা কুরুতে পাপং তদ্রাত্রা প্রতিমুচ্যতে" " ইতি॥ ৫॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ—(বৃক্ষভাবকৃত উপদ্রব পরিহারান্তে জল দেবতাকে মন্ত্র বলিতেছেন।) জগতে যাহাকিছু বিদ্যমান, তৎসমুদয় জলরূপ। ইহা কিরূপে সম্ভাবিত হয়,

তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। সর্ব প্রাণীর শরীরই জলরূপ। ইহার কারণ, রেতোরূপে পরিণত জল হইতে সমস্ত শরীর উৎপন্ন হয়। শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুও জলরূপ। কারণ, জল দ্বারা পঞ্চপ্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। গবাদি পশুসমূহ জলময়। কারণ, জল দুগ্ধরূপে পরিণত হয়। ব্রীহিযবাদি অন্ন জলরূপ, জল দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়। অমৃত হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, মায়াভিমানী ঈশ্বর, গায়ত্র্যাদিছন্দঃ, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কসমূহ, যজুঃসমূহ, সত্য, সমস্ত দেবতা ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোক ত্রিভুবন জলরূপ। এই জল প্রণব প্রতিপাদ্য। ১

উনত্রিশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।

মন্ত্রার্থ—(মধ্যাহ্নকালে সন্ধ্যানুষ্ঠানার্থ অভিমন্ত্রিত জল পানের নিমিত্ত মন্ত্র বলিতেছেন।) জল প্রক্ষালন দ্বারা পৃথিবীকে পবিত্র করুন। বেদের রক্ষক আচার্য্যকে জল পালন করুন। আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট বেদ স্বয়ং পবিত্র হইয়া আমাকে বিশোধিত করুন। যাহা উচ্ছিষ্ট ও অভক্ষ্য, তাহা যদি আমি কদাচিৎ ভোজন করিয়া থাকি, অথবা আমি যে সমস্ত নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি, তৎসমুদয় পরিহারপূর্বক জল আমাকে পবিত্র করুন। আর যে সমস্ত অসৎ প্রতিগ্রহ আমি করিয়াছি, তৎসমূহ পবিত্র করুন। তন্নিমিত্ত অভিমন্ত্রিত জল আমার মুখাগ্নিতে উত্তম- রূপে হুত হউক। ১

ত্রিশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।

মন্ত্রার্থ—(সায়ংকালে জলপানার্থ মন্ত্র বলিতেছেন।) অগ্নি, ক্রোধাভিমানী দেবতা, এবং ক্রোধপতি দেবগণ সকলে আমার ক্রোধ-জাত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ইহার অর্থ, আমার সর্বপাপ দূরীভূত করিয়া আমাকে পালন করুন। অপিচ বিগত দিবসে আমি মনঃ, বাক্, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, উদর ও উপস্থ দ্বারা যে সকল পাপ কার্য্য করিয়াছি, অহরভিমাণী দেবতা তাহার বিনাশ সাধন করুন। যৎ কিঞ্চিৎ পাপ মৎ কর্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার তদনুষ্ঠাতা আমাকে মরণ রহিত, জগৎ কারণ, অবাধিত, স্বয়ং প্রকাশ বস্তুতে প্রক্ষেপ করি। এই হোমবলে সেই

সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করি। তজ্জন্য অভি মন্ত্রিত এই জল আমার মুখাগ্নিতে সুহুত হউক। একত্রিশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।

মন্ত্রার্থ—[সায়ংকালে জলপানের নিমিত্ত মন্ত্র বলিতেছেন।] সূর্য্য, ক্রোধাভিমানী দেবতা এবং ক্রোধপতি দেবগণ সকলে আমার ক্রোধজাত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ইহার অর্থ, আমার সর্বপাপ বিনাশান্তে আমাকে পালন করুন। অপিচ বিগত দিবসে আমি মনঃ, বাক্; হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, উদর ও উপস্থদ্বারা যে সমস্ত পাপ কর্ম করিয়াছি, অহরভিমানী সূর্য্যদেব তাহা বিনষ্ট করুন। যৎকিঞ্চিৎ পাপ মৎকর্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাও তদনুষ্ঠাতা আমাকে মরণ রহিত, জগৎ কারণ, অবাধিত, স্বয়ং প্রকাশ বস্তুতে প্রক্ষেপ করি। এই হোম ফলে সেই সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করি। তজ্জন্য অভিমন্ত্রিত এই জল আমার মুখাগ্নিতে সুহুত হউক। (বত্রিশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।)

ত্রয়স্ত্রিংশোঽনুবাকঃ

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম। অগ্নির্দেবতা ব্রহ্ম ইত্যার্ষম্।
গায়ত্রং ছন্দং পরমাত্মং সরূপম্। সাযুজ্যং বিনিয়োগম্॥ ১॥

চতুস্ত্রিংশোঽনুবাকঃ

আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতম্।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা ইদং ব্রহ্ম জুষস্ব নঃ॥ ১॥
যদহ্নাৎকুরুতে পাপং তদহ্নাৎ প্রতিমুচ্যতে।
যদ্রাত্রিয়াৎ কুরুতে পাপং তদ্রাত্রিয়াৎ প্রতিমুচ্যতে।
সর্ববর্ণে মহাদেবি সন্ধ্যাবিদ্যে সরস্বতি॥

পঞ্চত্রিংশোঽনুবাকঃ

ওজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধামনামাসি বিশ্বমসি। বিশ্বায়ুঃ সর্বমসি সর্বায়ুরভিভূরোম্॥ গায়ত্রীমাবাহয়ামি

সাবিত্রীমাবাহয়ামি সরস্বতীমাবাহয়ামি ॥ ১ ছন্দর্ষীনাবাহয়ামি শ্রিয়মাবাহয়ামি গায়ত্রিয়া গায়ত্রীছন্দো বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতাগ্নির্মুখং ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্হৃদয়ং রুদ্রঃশিখা পৃথিবী যোনিঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানা সপ্রাণা শ্বেতবর্ণা সাংখ্যায়নসগোত্রা গায়ত্রী চতুর্বিংশত্যক্ষরা ত্রিপদা ষট্‌কুক্ষিঃ পঞ্চশীর্ষোপনয়নে বিনিয়োগঃ ॥ (মাঃ সঃ অতিরিক্ত মন্ত্র) ওঁ ভূঃ। ওঁ ভুবঃ। ওঁ (স্বঃ) সুবঃ। ওঁ মহঃ। ওঁ জনঃ। ওঁ তপঃ। ওঁ সত্যং। ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোম্ ॥ ২ ওঁ ভূর্ভুবঃ সুবর্মহর্জনস্তপ সত্যংমধু ক্ষরন্তি। তদ্‌ব্রহ্ম তদাপ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্ ॥ ৩ ॥ ওঁ তদ্‌ব্রহ্ম। ওঁ তদ্বায়ু। ওঁ তদাত্মা। ওঁ তৎসর্বম্। ওঁ তৎপুরোং নমঃ ॥ ৪ ॥

দীপিকা। গায়ত্র্যাবাহনং আয়াত্বিতি। দেবী অক্ষরংমাতা ইদং ব্রহ্মেত্যবিবক্ষিতা সংহিতা। গায়ত্র্যাত্মাবাহন মন্ত্র ওজোঽসীতি। ধামনামাসীতি মকারনকারাবসংযুক্তৌ পঠনীয়ৌ। অভিভবতীত্যভিভূঃ। মধ্যাহ্নে সাবিত্র্যাবাহনমপরাহ্নে সরস্বত্যাবাহনম্ ॥ ১ ॥ ওঁ ভূরিত্যাদিঃ প্রাণায়ামমন্ত্রঃ। তদুক্তম্। "এতা এতাং সহৈতেন তথৈভির্দশভিঃসহ। ত্রির্জপেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যত "ইতি। অস্যার্থঃ। এতাঃ সপ্তব্যাহৃতীরেতাং সাবিত্রীমেতেন শিরসা সহ দশভিঃ প্রণবৈশ্চ সহ ত্রিবারং গৃহীত প্রাণো জপেদেষ প্রাণায়াম ইতি প্রাণায়ামে ॥ ২ ॥ মন্ত্রান্তরং ভূর্ভুবরিতি ভূরাত্মা মধুক্ষরন্তীত্যন্বয়। যন্মধু তদ্‌ব্রহ্ম বেদস্তদেবাপঃ কর্মফলং যা আপস্তা এব জ্যোতিরাদয়ঃ ॥ ৩ ॥ মন্ত্রান্তরং ওঁ তদ্‌ব্রহ্মেতি ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ—(প্রসঙ্গক্রমে প্রাণায়াম সাধানাদিতে সর্বত্র আবশ্যক ওঁকারের ঋষি প্রভৃতি উল্লেখ করিতেছেন।) ওঁকার বলিয়া যে অক্ষর আছে, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ।

এই ওঁকারের দেবতা বা বাচ্যভূত বস্তু অগ্নি-ব্রহ্ম। ঋষি ও ব্রহ্ম। ইহার ছন্দঃ গায়ত্রী, পরমাত্মময় সর্বজগৎ সমান রূপ সর্বাত্মক পরব্রহ্মপ্রাপ্তিতে ইহার বিনিয়োগ হয়। (তেত্রিশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।)

মন্ত্রার্থ—[তিনবার সন্ধ্যাকালে (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও স্বায়ং ত্রিসন্ধ্যা) মার্জনান্তে গায়ত্রী দেবীর আবাহন মন্ত্র বলিতেছেন।] আমাদের অভীষ্টবরপ্রদা গায়ত্রীচ্ছন্দোঽভিমানিনী দেবতা বিনাশরহিত, বেদান্ত প্রমাণদ্বারা সম্যগ্‌ নিশ্চিত, পরব্রহ্মতত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুদ্ধিগত করাইবার জন্য আগমন করুন। বেদমাতা গায়ত্রী আমাকে এই বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন। হে প্রাতঃ-সায়ংসন্ধিতে উৎপন্নে, হে অনুষ্ঠানরূপে, হে সরস্বতি, যে দিন তোমার ভক্ত পাপ কর্ম করে, সেই দিনই তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া থাক। অপিচ তোমার ভক্ত যে রাত্রিতে পাপাচরণ করে, সেই রাত্রিতেই তাহাকে পাপ মুক্ত কর। হে সর্ববর্ণরূপে, হে মহাদেবি, হে সন্ধ্যাবিদ্যে, হে সরস্বতি, তুমি আমাকে পাপ কর্ম হইতে নিবৃত্ত কর।

(চৌত্রিশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।)

মন্ত্রার্থ—[গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র বলিতেছেন] হে গায়ত্রি, বলহেতু ওজোধাতুস্বরূপা, তুমি সর্ব শত্রুর অভিভবে সমর্থা, তুমি দীপ্তিরূপা, তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণের তেজোধাম। তুমি সমস্ত জগদ্রূপ, সম্পূর্ণ আয়ুঃস্বরূপা, সর্বরূপ, ও সর্বআয়ুরূপা, সর্বপাপের নিরাকরণহেতু ও প্রণব প্রতিপাদ্য পরমাত্মস্বরূপা। এতাদৃশ গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী, ছন্দর্ষিগণ ও শ্রীকে আবাহন করি। গায়ত্রী মন্ত্রের ছন্দঃ গায়ত্রী, বিশ্বামিত্র ঋষি বা মন্ত্রদ্রষ্টা, সবিতা দেবতা, অগ্নি মুখস্থানীয়, ব্রহ্মাশিরঃ, বিষ্ণু হৃদয়, রুদ্র শিখাস্থানীয়, পৃথিবী যোনিস্থানীয়া, প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান বায়ু, যুক্তা, ইন্দ্রিয়বিশিষ্টা, শ্বেতবর্ণা, সাংখ্যায়ন অর্থাৎ পরমাত্মগোত্র সম্ভূতা। মন্ত্ররূপা গায়ত্রী চতুর্বিংশত্যক্ষরা, যাহার তিনপাদ, ছয় বেদাঙ্গ যাহার কুক্ষিস্থানীয়, চারি বেদের চারি উপনিষৎ রূপ চারি মস্তক ও ইতিহাস পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ পঞ্চম মস্তক, এই পাঁচটী যাঁহার মস্তক। এইরূপে

মন্ত্র দ্বারা গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া এই মন্ত্রদ্বারা বালকের উপনয়নে বিনিয়োগ করিতে হইবে। উক্তরূপে স্মরণ ও পাঠান্তে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবে।

('ভূ' হইতে সত্য পর্য্যন্ত সপ্তলোককে সপ্ত ব্যাহৃতি প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সে সপ্তলোক প্রণবপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপত্ব কথনার্থ প্রত্যেক স্থলে প্রণব উচ্চারিত হইয়াছে।) ভূর্লোক 'ভূঃ' ব্যাহৃতি দ্বারা প্রতিপাদ্য। তাহা প্রণব প্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ অন্য ছয় ব্যাহৃতি জানিবে। যে পরমেশ্বর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে তত্ত্ববোধে প্রেরিত করেন, সেই অন্তর্য্যামী দেবতার শ্রেষ্ঠতেজকে আমরা ধ্যান করি। যে নদী সমুদ্রাদিতে জল, আদিত্যাদি মধু-রাম্লাদি ষড়্‌বিধ রস, দেবভোগ্য অমৃত সমস্তই প্রণব প্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপ। ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয় প্রণব প্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপ।

(পঞ্চত্রিংশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।)

ষট্‌ত্রিংশোঽনুবাকঃ

উত্তমে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্বতমূর্দ্ধনি
ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥ ৫ ॥

[ওম অন্তশ্চরসিভূতেষু গুহায়াং বিশ্বমূর্ত্তিষু ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং বষট্‌কারস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং ব্রহ্ম ত্বং প্রজাপতিঃ ॥ ৬ ॥ অমৃতোপস্তরণমসি ॥ ৭ ॥ প্রাণে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি প্রাণায় স্বাহা। অপানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি অপানায় স্বাহা। ব্যানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি ব্যানায় স্বাহা। উদানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি উদানায় স্বাহা। সমানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি সমানায় স্বাহা ॥ ৮ ॥ প্রাণে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শিবোমাবিশাপ্রদাহায় ॥ প্রাণায় স্বাহা। অপানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শিবোমাবিশা প্রদাহায়। অপানায় স্বাহা। ব্যানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শিবোমাবিশাপ্রদাহায়।

ব্যানায় স্বাহা। উদানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শিবোমাবিশা-প্রদাহায়। উদানায় স্বাহা। সমানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি শিবোমাবিশাপ্রদাহায় সমানায় স্বাহা ॥ ৯ ॥ অমৃতাপিধানমসি। ব্রহ্মণি স আত্মামৃতত্বায় ॥ ১০ ॥ ১৫ ॥]

দীপিকা। সন্ধ্যাবিসর্জনমন্ত্র উত্তম। উত্তর ইতি কচিৎ পাঠঃ। ব্রাহ্মণার্থ-মাগতা ত্বমনুজ্ঞাতা সতী গচ্ছ। গয়ায়াঃ পশ্চিমভাগে স সন্ধ্যাপর্বতঃ ॥ ৫ (ভোজনাবসরেঽন্তরগ্নেঃ প্রার্থনা। অন্তশ্চরসীতি। বিশ্বমূর্তিষু সর্বেষু দেহেষু। বিশ্বতোমুখ ইতি কেষাকিত পাঠঃ ॥ ৬ ॥ ভোজনাদাবাচমন মন্ত্রোঽমৃতোপস্তরণ-মসীতি। অত্র স্বাহেতি পঠন্তি। ত্বমুদকামৃতস্তোপস্তরণং প্রাণস্তোপবেশনভূমি-শ্ছাদকং বস্ত্রমসি। তদুক্তম্। "কিং মে বাসো ভবিষ্যতীত্যাপ ইতি হোচুরিতি" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫.২.২) ॥ ৭ ॥ ইদানীমন্নাহুতিমন্ত্রান্তরমাহ প্রাণ ইতি। শিবোমাবিশাপ্রদাহায়। হে শিব হে ওঁমকারবাচ্য ত্বমপ্রদাহায়ান্নবদ্দেহদাহো মা ভূদেতদর্থং রক্ষকত্বে নাবিশ দেহে প্রবেশং কুর্বিতীশ্বর প্রার্থনা। শিবো মা প্রবিশেতি পাঠে শিবস্তং মা মাং প্রবিশেতি যোজনা ॥ ৮ ॥ ততঃ পুনরাচমন-মন্ত্রোঽমৃতাপিধানমসীতি। অমৃতস্য প্রাণস্যাপিধানমাচ্ছাদনবাসোঽসি। যদুক্তম্। "তস্মাদেতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি লম্ভুকো হ বা সো ভবতীতি।" (ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৫.২.২) অস্যৈব শেষো ব্রহ্মণি স আত্মামৃতত্বায়েতি। স এবং কারক আত্মা ব্রহ্মণ্যমৃতত্বায় মোক্ষায় ভবতি ॥ ১০ ॥)

মন্ত্রার্থ—(গায়ত্রীজপান্তে গায়ত্রী বিসর্জন মন্ত্র বলিতেছেন।) পৃথিবীতে যে সুমেরু নামক পর্বত বিদ্যমান, তথায় গায়ত্রী দেবী অবস্থান করেন। অতএব হে দেবি, তোমার অনুগ্রহে পরিতুষ্ট ত্বদীয় উপাসক-ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অনুজ্ঞাতা হইয়া যথাসুখে তোমার নিজস্থানে উত্তম সুমেরু পর্বতশিখরে গমন কর। ১

ছত্রিশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽনুবাকঃ

ঘৃণিঃসূর্য্যঃ আদিত্যো ন প্রভা বাত্যক্ষরম্ । মধু ক্ষরন্তি তদ্রসম্ । সত্যং বৈ তদ্রসমাপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ সুবরোম্ ।

অষ্টত্রিংশোঽনুবাকঃ

ব্রহ্মমেতু মাম্ । মধুমেতু মাম্ । ব্রহ্মমেব মধুমেতু মাম্ । যাস্তে সোম প্রজাবৎসোঽভি সো অহম্ । দুঃস্বপ্নহন্দুরুষহ । যাস্তে সোম প্রাণাংস্তাজ্জুহোমি ॥ ত্রিসুপর্ণমযাচিতং ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ । ব্রহ্ম-হত্যাং বা এতে ঘ্নন্তি যে ব্রাহ্মণাস্ত্রিসুপর্ণং পঠন্তি । তে সোমং প্রাপ্নু-বন্তি । আ সহস্রাৎ পঙ্‌ক্তিং পুনন্তি । ওঁম্ ॥ ৬ ॥

দীপিকা । ঘৃণিঃ সূর্য আদিত্য ইতি সাবিত্রী । ঘৃ ক্ষরণে । ক্ষরত্যুদকমিতি ঘৃণিঃ । সুবতি সরতি বা সূর্য । অত্তীত্যদিতিরদিতেরপত্যমাদিত্যঃ । মন্ত্রান্তরম্ । অর্চয়ন্তি দেবা কর্তারস্তপঃ সত্যাত্মকমাদিত্যস্বরূপং পূজয়ন্তি । অর্চিতং সন্মধ্বমৃতং ক্ষরন্তি ক্ষরতীত্যর্থঃ । তদেব ব্রহ্মরূপং তদাপ আপ্যং তদেবাপ উদকং তদেব জ্যোতিস্তেজো রসোঽমৃতং ব্রহ্মস্বরূপং তদেব লোকত্রয়ং তদেবোংকারাত্মকং চ তদেবেত্যর্থঃ ॥ ১ ।

পঞ্চবক্ত্রমন্ত্রাণাহ সদ্যোজাতমিতি । সদ্যোজাতঃ প্রথমজাতঃ । প্রপদ্যামি । উপগ্রহব্যত্যয়, প্রপদ্যে । ভবে ভবে জন্মনি জন্মনি নাতিভবেঽতিক্রান্তো ন ভবামি সর্বেষু জন্মসু তন্নিষ্ঠ এব ভবামি । ভজস্ব মাং ত্বং প্রসাদ ভাগিনং কুরু । ভবেত্তবায় সংসারোৎ পত্তিহেতবে ॥ ১ ॥ দ্বিতীয়ো মন্ত্রোবামদেবায়েতী । বামং কটিলং বিষভক্ষণাদিলোকঃ বিরুদ্ধং দীব্যতি ক্রীড়তী তস্মৈ । কলবিকরণায় কলং মধুরং বিকরণং বিকারো যস্য দাশ্চর্যচেষ্টিতস্তস্মৈ । বলবিকরণায় বলবদ্বিকরণং যস্য । বলপ্রমথনায় বলবতাং প্রমথনায় । সর্বভূতদমনায় কালরূপত্বাৎ । মনোন্মনায় মন উন্মনয়ত্যুন্মনীভাবং গময়তি মনোন্মনস্তস্মৈ মনোজয় হেতবে ॥ ২ ॥ অঘোরেভ্যঃ সৌম্যেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যঃ ক্রুরেভ্যঃ । হে

ঘোর "ভীমে হর ঘোর" ইতি বিশ্ব (মিদিনী কোষ চ)। ঘোরতরেভ্যোঽপি ঘোরেভ্যোঽপি ভীম সর্বতো নমস্তেঽস্তু সর্বেষু পার্শ্বেষু। সর্ব সর্বাত্মক তে তুভ্যং নমোঽস্তু। হে রুদ্র তে তব সর্বেভ্যো রূপেভ্যো নমোঽস্তু॥ ৩ ॥ তৎপুরুষায় স প্রসিদ্ধশ্চাসৌ পুরুষশ্চ তস্মৈ বিদ্মহে জানীমঃ।। মহাদেবায়-মহতে দেবায় ধীমহি ধ্যায়েম। তত্তস্মান্নোঽস্মান রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ প্রচোদয়তি প্রেরয়তি বুদ্ধ্যধ্যারুচং॥ চুদ পেরণে লেট্ তিবিত্তীলোপ আট্॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ—ভগবান আদিত্য সমস্ত জগতের প্রসবিতা বলিয়া সূর্য্য, দীপ্তি-শালিত্বহেতু ঘৃণি, বিনাশরাহিত্যহেতু অমর, লোকোপকার নিমিত্ত স্বীয় প্রভাবে দিবা-রাত্রি আকাশ মণ্ডলে গমনাগমনকারী। আদিত্য পৃথিবীর রস গ্রহণ করিয়া বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করেন, তাহাতে নদী সকল প্রবাহিত হয়। আদিত্য যথার্থ ভাষণ, মধুরাদিরস সিন্দুনদ্যাদিগতজল চন্দ্রঅগ্নিপ্রভৃতি-রূপ জ্যোতিঃ। সমস্ত পদার্থের সার, অমৃত বেদবিদ্যা। আদিত্যই ভূঃ, ভুবঃ ও সুবঃ এই ত্রিলোকস্বরূপ। আদিত্যই ওঁকার।

সাঁইত্রিশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত।

মন্ত্রার্থ—(জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিদ্যমান, তাহার নিবৃত্তিহেতুভূত ত্রিসুবর্ণাদিনামক মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন।) ব্রহ্ম অর্থাৎ পরতত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হউন। পরমানন্দমাধুর্য্যযুক্ত ব্রহ্ম বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক। মধুর ব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হউন, ক্ষুদ্রদেবতাদি নহে। হে ব্রহ্মবিদ্যাসহিত পরমাত্মন্! যে সকল দেব-মনুষ্যাদি তোমার প্রজা আছেন, আমি যেন তাঁহাদের মধ্যে বালকের সদৃশ তোমার করুণাপাত্র হইতে পারি। হে সংসাররূপ দুঃস্বপ্ননাশক পরমেশ্বর! তুমি আমার দুঃসহ সংসারের বিনাশ সাধন কর। হে পরমাত্মন! আমার যে সকল প্রাণবৃত্তি আছে, সেইগুলিকে তোমাতে আমি আহুতি দিই। আমার মনোবাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ তোমাকর্ত্তৃক নির্মিত বলিয়া

তোমাতে তাহাদিগকে স্থাপন করি। আমার ইন্দ্রিয়সমূহ যেন বিষয়ে নিপতিত না হয়, তোমাতেই একগ্র হয়, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

(উল্লিখিত ত্রিসুপর্ণমন্ত্রের মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণরূপে প্রদর্শিত।) (কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে কিছু বলিবেন না। এই মনুবাক্যে জান যায়, শিষ্য প্রশ্ন করিলে তবে অন্য বিদ্যা দাতব্য। কিন্তু এই ত্রিসুপর্ণ বিদ্যা অযাচিত ভাবেই ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।) এই ত্রিসুপর্ণমন্ত্র শিষ্যের প্রার্থনাব্যতিরেকেও ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করিবে। সেই উপদেশ অনুসারে যে ব্রাহ্মণ ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র জপ করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হন। তিনি সোমযাগের ফল প্রাপ্ত হন। তিনি যে পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন পূর্বক ভোজন করেন; তন্মধ্যে সহস্রপর্য্যন্ত পঙ্‌ক্তিকে পবিত্র করেন। অতএব প্রণবপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাই ত্রিসুপর্ণমন্ত্রের দেবতা। আটত্রিশ অনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশোঽনুবাকঃ

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধুনক্তমুতোষসী মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমং অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ যঃ ইমং ত্রিসুপর্ণমযাচিতং ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ। ভ্রূণহত্যাং বা এতে ঘ্নন্তি। যে ব্রাহ্মণাস্ত্রিসুপর্ণং পঠন্তি। তে সোমং প্রাপ্নুবন্ত্যা সহস্রাৎপংক্তিং পুনন্তি। ওম্॥ ওম্ ব্রহ্মমেধয়া মধুমেধয়া ব্রহ্মমেব মধুমেধয়া॥ অদ্যা নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎসাবীঃ সৌভগং। পরা দুঃস্বপ্নিয়ং সুব। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥

চত্বারিংশোঽনুবাক

ওঁ ব্রহ্ম মেধবা। মধু মেধবা। ব্রহ্মমেব মধু মেধবা। ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্। শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতি বর্নানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্। হংস শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা

অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ। ঋচে ত্বা রুচে ত্বা সমিৎ স্রবন্তি সরিতো ন ধেনাঃ। অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানাঃ। ঘৃতস্য ধারা অভিচাকশীমি॥ হিরণ্ময়ো বেতসো মধ্য আসাম্। তস্মিন্ সুপর্ণো মধুকৃৎ কুলায়ী ভজন্নাস্তে মধু দেবতাভ্যঃ। তস্যাসতে হরয়ঃ সপ্ততীরে স্বধাং দুহানা অমৃতস্য ধারাম্। য ইদং ত্রিসুপর্ণময়াচিতং ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ। বীরহত্যাং বা এতে ঘ্নন্তি। যে ব্রাহ্মণাস্ত্রিসুপর্ণং পঠন্তি। তে সোমং প্রাপ্নুবন্তি। আসহস্রাৎ পঙ্‌ক্তিং পুনন্তি। ওম্॥

দীপিকা। ব্রহ্মাধিপতি র্ব্রাহ্মণাধিপতি র্ব্রহ্মণোঽধিপতি র্বেদানামধিপতিঃ। বিশেষণ চতুষ্টয়বিশিষ্টো ব্রহ্মা শিবঃ কল্যাণকারী মে মমাস্তু। হে সদাশিব ওমোংকার রূপ ত্বৎ প্রসাদাদ্‌ব্রহ্মাদয়ো মে কল্যাণকারিণঃ সন্তু॥ ৫॥

ব্রহ্মেতি। ব্রহ্ম মাং মেতু প্রাপ্নোতু জানাতু বা। মী গতিমত্যোঃ ত্র্যাদির্ব্যত্যয়েন শপো লুক। এবং মধ্বমৃতং মাং মেতু। পুনঃ প্রার্থনা হে ব্রহ্ম। সম্বোধনে ন লোপো বার্তিকাৎ (কৌমুদী ৩৬৮)। মে মহ্যমব রক্ষ। আদরার্থং পুনর্মধু মেতু মাম্। যস্তে তব সোম প্রজাবৎ প্রজামর্হতি সোঽভি অভিমুখোঽস্তু কিং বহুনা সোঽহং স্যাম। হে দুঃস্বপ্নহন্ হে সোম দুরুষহা ত্বম্। দুষ্টমুখং দাহং হস্তিং দুরুষহাত্বমসি। হে সোম তব মনঃস্বরূপস্য যান্ প্রাণান বাগাদীন্ পশ্যামি তানপি তব স্বরূপে জুহোমি। মনশ্চন্দ্রো মনসি চ বাগাদয়ো হূয়ন্তে॥ ত্রিসুপর্ণমিতি। সদ্যোজাতাদয়ঃ পঞ্চ মন্ত্রা ব্রহ্ম মেতু দুঃস্বপ্নহন্নিতি। ত্রিসুপর্ণমপ্রর্থিতমেব ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ পাঠয়েদিতি বিধিঃ। কিমর্থং দেয়মিতি শঙ্কায়াং মহাফলত্বাদিত্যুত্তরমাহ ব্রহ্মহত্যাং বা ইতি। সোমং প্রাপ্নুবন্তি সোমপানফলং প্রাপ্নুবন্তি সোমলোকং বা॥ ৬॥

ব্রহ্মমেধয়া ব্রহ্মবুদ্ধ্যা মধুবুদ্ধ্যা চ ব্রহ্ম মে মহ্যমব। অদ্যা ন ইতি ব্যাখ্যাতম্। য ইমং ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ স উক্ত ফলং লভত ইতি শেষঃ॥ ৭॥

ব্রহ্ম মেধবা ছান্দসো যা স্থানে বা শব্দঃ। স এবার্থঃ॥ ব্রহ্মা দেবানামি-ত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। ৮॥ ১৭॥

উনচত্বারিংশো অনুবাকের মন্ত্রার্থ—(দ্বিতীয়ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র বলিতেছেন।) সকল জগতের কারণ, সর্ববেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে মেধা অর্থাৎ গুরুমুখে উপদিষ্ট মহাবাক্যার্থ ধারণশক্তির দ্বারা লাভ কর। মধুর ব্রহ্মকে মেধা-দ্বারা লাভ কর। হে সবিতঃ দেব, এই সময় মৎ সদৃশ বিদ্যার্থিগণকে শিষ্য-প্রশিষ্যাদিসমন্বিত আচার্য্যরূপ সৌভাগ্য প্রদান কর। ইহার অর্থ, আমরা যেন উত্তম আচার্য্য হইতে পারি এবং আমরা যেন বহু শিষ্য-প্রশিষ্যাদি প্রাপ্ত হই। তুমি আমাদের দুঃস্বপ্নতুল্য দ্বৈতজ্ঞান দূরীভূত কর। হে সবিতঃ দেব, তুমি আমাদের জ্ঞান প্রতিবন্ধক সর্বপাপ নষ্ট কর, বায়ু-সমূহ পরব্রহ্ম প্রাপ্তিকামী আমাকে সুখ দান করুন। ইহার কারণ, প্রবল বায়ু স্পর্শে রোগোৎপত্তি হইলে তত্ত্বজ্ঞান বিঘ্নিত হয়। এই জন্য বায়ুর আনুকূল্য প্রার্থিত হইতেছে। নদীসমূহ আরোগ্যপ্রদ মধুর জল ক্ষরণ করুন। ব্রীহিয-বাদি ওষধিসমূহও আমাদের মধুর খাদ্যরূপ হউক। রাত্রিতে এবং দিবসেও আমার অনুকূল সুখ শান্তি উৎপন্ন হউক। কোন কালে যেন আমার কোন বিঘ্ন না হয়। পার্থিব ধূলি কণ্টকপাষাণাদিরহিত হইয়া আমার সুখ বিধান করুক। আমাদের পিতৃ তুল্য দ্যুলোক ও অতিবৃষ্ট্যাদি প্রতিকূলতা রহিত হউক। আম্রপনসাদি বনস্পতিও মধুর ফল দান দ্বারা আমার জীবনহেতু হউক। সূর্য্যও প্রভূত সন্তাপ প্রদান না করিয়া আমাদিগের আনুকূল্য করুন। গোসমূহ আমাদের প্রাণ হেতু মধুর ক্ষীরাদি প্রদান পূর্বক আমাদের প্রাণ রক্ষা করুক॥ ১॥

(এই ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রের মহিমা প্রদর্শন করিতেছেন।) যিনি শিষ্যের প্রশ্ন ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি ভ্রূণহত্যাজনিত মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হন। যে ব্রাহ্মণগণ ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা সোম যাগের ফল প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সহস্র পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত পবিত্র করেন। অতএব

প্রণবপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাই ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রের দেবতা ॥ ২ ॥

ঊনচত্বারিংশোঽনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অনুবাকের মন্ত্রার্থ—(তৃতীয় ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র বলিতেছেন।) মেধ অর্থে যজ্ঞ, যথা অশ্বমেধ। যজ্ঞদানাদি দ্বারা বিবিদিষা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়। এই জন্য ব্রহ্ম মেধবা নামে কথিত। সেই মেধবা মধুর। মেধবা ব্রহ্ম মাধুরী। পরমেশ্বর দেবগণের মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মারূপে নিয়ামক ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কবিগণের মধ্যে শব্দসামর্থ্যাভিজ্ঞ ব্যাস বাল্মীক্যাদিরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে গোত্র-প্রবর্ত্তক বশিষ্ঠাদি ঋষি রূপে বিদ্যমান। তিনি চতুষ্পদজন্তুগণের মধ্যে অধিকশক্তিযুক্ত যমবাহন মহিষ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি গৃধ্রাদি পক্ষিগণের মধ্যে বলবান শ্যেনপক্ষী হইয়াছিলেন। বৃক্ষসমূহের ছেদনার্থ তিনি কুঠার রূপধারণ করিয়াছিলেন। এবং সোমরূপে মন্ত্রশব্দযুক্ত হইয়া পবিত্র গঙ্গাদি জলকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

(যে পুরুষ বিবেক বলে মায়াকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার নিকট সমস্ত জগৎ ব্রহ্মরূপে অবভাসমান হয়।)

সূর্য্য বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময় মণ্ডলে অবস্থান করেন, তিনি আবার সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে জগতের নিবাসহেতু বলিয়া বসু বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে অবস্থিত হন। তিনি হোমনিষ্পাদক আহবনীয়াদি অগ্নিরূপে সোমযাগাদির অঙ্গভূত বেদিতে অবস্থান করেন। অমাবস্যাদি তিথিবিশেষকে অপেক্ষা না করিয়া তিনি ভোজনের প্রার্থনার জন্য সেই স্থানে গমন করত বৈদেশিক অতিথিরূপে পরকীয় গৃহে অবস্থান করিতেছেন। মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি কর্মাধিকারী জীবরূপে দৃষ্ট হন। তীর্থাদিশ্রেষ্ঠস্থানে তাঁহাকে পূজ্য ব্যক্তিরূপে দেখা যায়।

সত্য বৈদিক কর্মে ফলরূপে প্রকাশিত। আকাশে নক্ষত্রাদিরূপে তিনি দৃষ্ট হন। নদী-সমুদ্রাদিতে তিনি শঙ্খ মকরাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোসমূহ হইতে দুগ্ধাদিরূপে উৎপন্ন হন। তিনি সত্য বচন হইতে কীর্ত্তিরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি পর্বতসমূহে বৃক্ষাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। হংস হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্রিজা পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ সত্য ব্রহ্ম। অজ্ঞদৃষ্টিতে জগদরূপে ভাসমান সমস্ত বস্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্রহ্মই। ॥১॥

(ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর দেবত্রয় সুপর্ণ বা পক্ষিস্থানীয়, কিংবা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ পক্ষিস্থানীয় অথবা বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর এই তিনটি পক্ষিস্থানীয়। যাঁহা হইতে ইঁহারা উৎপন্ন, তাহা ত্রিসুপর্ণ। সেই বস্তু সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণের স্বরূপ। তিনিই পরমাত্মা। এই উপনিষদে তাঁহার মহিমা কীর্তিত বলিয়া ইহাকেও ত্রিসুপর্ণ বলা হয়।) হে ভগবন্, ঋগ্বেদরূপ তোমার উদ্দেশে এই সমিধ্ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, এবং বেদজ্ঞানলাভার্থ তোমার উদ্দেশে অগ্নিতে সমিধ্ প্রদান করিলাম। প্রবহনশীল নদীসমূহের ন্যায় দেবভোজ্য পবিত্র ঘৃতধারাসমূহ হৃদয়কোশবর্তী মনদ্বারা তোমার উদ্দেশে ক্ষরিত হইতেছে। অপিচ আমি সেই ঘৃতধারা সমস্ত দেবতাকে প্রদান করি। ॥২॥

পূর্বোক্ত আজ্যধারার মধ্যভাগে আহবনীয় অগ্নিতে জ্যোতির্ময় বহুদ্রব্যসমন্বিত স্বর্গাদিসুখপ্রদ, সকলপ্রাণীর আশ্রয়ভূত ত্রিসুপর্ণ অর্থাৎ পরমাত্মা বিরাজমান। সেই ত্রিসুপর্ণরূপ পরমেশ্বরের চারিদিকে পাপনাশক তত্তৎ দেবতার উদ্দেশে হব্যদ্রব্যসমূহপ্রদানকারী সপ্তঋষি উপবেশন করিয়া আছেন। অর্থাৎ ভগবান্ ঋষিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। ॥ ৩ ॥

(এই ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রের মহিমা প্রদর্শন করিতেছেন।) এখানে বীর শব্দের অর্থ বেদশাস্ত্রাভিজ্ঞ এবং বেদপ্রতিপাদ্য অর্থের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ অথবা অভিষিক্ত রাজা।

যিনি শিষ্যপ্রশ্নব্যতিত ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি ভ্রূণহত্যাজনিত মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হন। যে বাহ্মণগণ ত্রিসুপর্ণমন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা সোমযাগের ফল প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সহস্রপর্য্যন্ত পঙ্ক্তিপাবন হন। অতএব প্রণবপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাই ত্রিসুপর্ণমন্ত্রের দেবতা। ॥৪॥

চত্বারিংশোঽনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽনুবাকঃ

মেধা দেবী জুষমাণা ন আগাদ্বিশ্বাচী ভদ্রা সুমনস্যমানা।
ত্বয়া জুষ্টা জুষমাণা দুরুক্তান্ বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ১॥
ত্বয়া জুষ্ট ঋষির্ভবতি দেবি ত্বয়া ব্রহ্মাগতশ্রীরুত ত্বয়া।
ত্বয়া জুষ্টশ্চিত্রং বিন্দতে বসু সা নো জুষস্ব দ্রবিণেন মেধে॥ ২॥

দীপিকা। মেধামন্ত্রামাহ মেধেতি। মেধা ধারণাশক্তির্জুষমাণা সেবমানা নোঽস্মানাগাদাগতা বিশ্বাচী বিশ্বমঞ্চতি বিশ্ববিষয়া ভদ্রা কল্যাণকারিণী সুমনস্যমানা সুমনাঃ প্রসন্না ভবন্তী দেবতাত্বাৎ। ত্বয়া জুষ্টাঃ সেবিতা বয়ং বৃহদুন্নতং বচো বদেম। দুরুক্তান্দুষ্টবচসো জুষমানাঃ প্রীণয়ন্ত প্রতিবাদিনঃ সূক্তৈর্হর্ষয়ন্ত ইত্যর্থঃ। বিদথে বেদনে জ্ঞানে সুবীরাঃ সুতরাং শূরাঃ॥ ১॥

ত্বয়েতি। ত্বয়া সেবিতো জনো মেধাবানৃষির্ভবতু ভবেৎ। ত্বং দেবী দ্যোতমানাত্বয়া জুষ্টো ব্রহ্মা ভবেৎ। গতশ্রীঃ প্রাপ্তশ্রীকতাপি ত্বয়া জুষ্টঃ। ত্বয়া জুষ্টঃ সেবিতশ্চিত্রং বিচিত্রং বসু দ্রব্যং বিন্দতে লভতে সা ত্বং নোঽস্মান্ জুষস্ব দ্রবিণেন দ্রব্যেণ প্রীণয় হে মেধে॥ ২॥

একচত্বারিশোঽনুবাকের মন্ত্রার্থ—[ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক যে সকল মহাপাতক আছে, তাহাদের নিবৃত্তির নিমিত্ত তিনটী ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। পাঁচটী মহাপাতকের মধ্যে ব্রাহ্মণবধই ব্রহ্মহত্যা প্রবল মহাপাতক, তাহা অপেক্ষা ভ্রূণ হত্যা অধিক পাপ। তদপেক্ষা বীর হনন অধিক পাপ। যাবজ্জীবন ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র জপ, এইসব মহাপাতকের যখন নিবর্ত্তক, তখন সুরাপানাদির বিনাশক হইবে ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। এইরূপে প্রতিবন্ধ নিবৃত্তির উপায় বলিয়া জীবাত্মার ঈশ্বরের সহিত অভেদজ্ঞান মুক্তির একমাত্র উপায়, সেই জ্ঞান নিরন্তরভাবে সাধন করিতে হইলে মেধার প্রয়োজন। তজ্জন্য মেধাভিমানিনী দেবতাকে প্রার্থনা করিতে প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন—]
সর্বাবগাহনসমর্থা, কল্যাণী, শোভনমনের অভিলাষিণী মেধাদেবী প্রীতা হইয়া

আমাদের নিকট আগমন করুন। হে দেবি! আমরা তোমাকর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া বেদবাহ্য শব্দসমূহকে দূরীভূত করত উৎকৃষ্ট পূত শিষ্যাদিরূপে যজ্ঞানুষ্ঠানের পর শুদ্ধচিত্ত হইয়া পরব্রহ্মতত্ত্ব বলিব। ১ ॥

দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন—হে মেধে, তুমি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর, তিনি অতীন্দ্রিয়দর্শী হন। তিনি হিরণ্যগর্ভ হন ও সম্পৎ প্রাপ্ত হন এবং গো, অশ্ব, সুবর্ণ, ধান্যাদিরূপ ধন লাভ করেন। হে মেধে, তাদৃশ তুমি ধনাধিপতির ন্যায় আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। যেমন ধনীর অনুগ্রহে দরিদ্র কৃতার্থ হয়, সেইরূপ আমি যেন তোমার অনুগ্রহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। ২ ॥

একচত্বারিংশোঽনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽনুবাকঃ

মেধাং ম ইন্দ্রো দদাতু মেধাং দেবী সরস্বতী।
মেধাং মে অশ্বিনাবুভাবাধত্তাং পুষ্কর স্রজৌ ॥ ১ ॥
অপ্সরাসু চ যা মেধা গন্ধর্বেষু চ যন্মনঃ।
দৈবী মেধা সরস্বতী সা মাং মেধা সুরভিজু‍র্ষতাম্ ॥ ২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽনুবাকঃ

আ মাং মেধা সুরভির্বিশ্বরূপা হিরণ্যবর্ণা জগতী জগম্যা।
ঊর্জস্বতী পয়সা পিন্বমানা সা মাং মেধা সুপ্রতীকা জুষতাম্ ॥ ১ ॥

দীপিকা। পুষ্করস্রজৌ কমলমালিনৌ ॥ ১ ॥ অপ্সরাসু অপ্সরাশব্দ আকারান্তোঽপ্যস্তি। মনঃ কল্পনাশক্তিঃ। দৈবী দেবসম্বন্ধিনী। মনুষ্যজা মনুষ্য সম্বন্ধিনী। (ধিনী) সুরভিঃ কামধেনুর্জুষতাং সেবতাম্ ॥ ২ ॥ আ মামিতি। মেধাঃ মামাজগম্যা আজগম্যাৎ। যথা। "আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমেদ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে" (বাজসনেয়ী উপনিষৎ ৯, ১৯)। জগতী বিশ্বব্যাপিনী। ঊর্জস্বতী দীধিতিমতী। পয়সা ক্ষীরেণ পিন্বমানা পীনতামাপদ্যমানা। বৃদ্ধিঃ ক্ষীরেণ বর্দ্ধতে।

সুপ্রতীক্য শোভনাঙ্গী। সুপ্রতীকঃ শোভনাংগে ভবেদীশানদিগ্গজ "ইতি বিশ্বঃ (মেদিনী কোষ চ) জুষতাং সেবতাম্ ॥ ১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽনুবাকেরমন্ত্রার্থ—(মেধাপ্রদ ইন্দ্রাদিকে প্রার্থনা করার জন্য অন্য মন্ত্র বলিতেছেন।) ইন্দ্র, সরস্বতীদেবী ও পদ্মমাল্যশোভিত অশ্বিনী-কুমারযুগল আমাকে মেধা প্রদান করুন। (মেধাপ্রদ অন্য মন্ত্র বলিতেছেন।) অপ্সরাগণের মধ্যে যে মেধা বিদ্যমান, যাহা গন্ধর্বগণের মধ্যে মেধাত্মক মনঃ রূপে খ্যাত, যাহা হিরণ্যগর্ভাদি দেবতাতে অবস্থিত, যাহা বেদশাস্ত্ররূপা, সেই মেধা সুগন্ধযুক্তা অথবা সর্ববিধ ইষ্টফলপ্রদা হইয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। (১-২)

ত্রিচত্বারিংশোঽনুবাকের মন্ত্রার্থ—(পুনঃ মেধালাভের নিমিত্ত মন্ত্র বলিতেছেন।) সুরভিময়, বহুরূপা, হিরণ্যবর্ণা, জগদাত্মিকা, প্রাপ্তিযোগ্যা, বলবতী মেধা দুগ্ধদান দ্বারা আমাদিগকে প্রীতিযুক্ত করিয়া আমাতে আবির্ভূত হউক। সেই মেধা সুখরূপে মৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন ॥ ১ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽনুবাকঃ

ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময্যগ্নিস্তেজো দধাতু। ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ীন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু। ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি সূর্য্যো ভ্রাজো দধাতু ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—[মেধা সম্পাদন হেতু পুনরায় অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য্যের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে।] অগ্নি আমার মধ্যে মেধা, সন্ততি ও ব্রহ্মতেজঃ ক্ষেপণ করুন। তদ্রূপ ইন্দ্র আমাতে মেধা, সন্ততি ও ইন্দ্রিয় বিধান করুন, এবং সূর্য্য আমার মধ্যে মেধা, সন্ততি ও শত্রুগণের ভীতি সঞ্চারকারী মুখ তেজঃ স্থাপন করুন। ১ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽনুবাকঃ

অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আগন্বৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু। পর্ণং

বনস্পতেরিবাভি নঃ শীয়তাংরয়িঃ সচতাং নঃ শচীপতিঃ ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—[এই মন্ত্রে পরমাত্মার নিকট হইতে নিজ অভিলষিত ফল প্রার্থনা করিতেছেন—] হে পরমাত্মন্! আমাদের যেন মৃত্যু না হয়, মুক্তি হয়। যম আমাদের নিরাপদ করুন। বৃক্ষাদির শুষ্কপত্রের ন্যায় আমাদের পাপ নাশ হউক। আমরা যেন শচী-পতির উপভোগযোগ্য মহদৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হই ॥ ১ ॥

ষট্চত্বারিংশোঽনুবাকঃ

পরং মৃত্যো অনুপরেহি পন্থাং যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাংরীরিষো মোত বীরান্। ১ ॥

মন্ত্রার্থ—হে মৃত্যো! দেবযান ও পিতৃযান হইতে অপর যে তোমার স্বকীয় মার্গ আছে, তুমি সেই উৎকৃষ্ট মার্গেই গমন কর; কদাপি দেবযান ও পিতৃযান মার্গে আসিও না। অধিকন্তু আমাদের সন্তানগণকে ও বীরগণকে হিংসা করিও না। আমি তোমাকে দেখিয়া-শুনিয়া বলিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনা সফল কর। ১ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽনুবাকঃ

বাতং প্রাণং মনসান্বারভামহে প্রজাপতিং যো ভুবনস্য গোপাঃ।
স নো মৃত্যোস্ত্রায়তাং পাত্বংহসো জ্যোগ্‌জীবা জরামশীমহি ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—আমরা আমাদের অন্তরে প্রাণাপানাদিরূপ ও বাহিরে বায়ুরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষক পরমেশ্বরের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা করি। তিনি মৃত্যু ও পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যেন জরাবস্থা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকি, অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হই। ১ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽনুবাকঃ

অমুত্র ভূয়াদধ যদযমস্য বৃহস্পতে অভিশস্তেরমুঞ্চঃ। প্রত্যৌহতামশ্বিনা মৃত্যুমস্মাদ্দেবানামগ্নে ভিষজা শচীভিঃ ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—হে পরমেশ্বর! আমাকে মৃত্যুভয়হীন কর ও অপযশ হইতে রক্ষা কর। আমাকে পারলৌকিক সুখ প্রদান কর। অপিচ, অশ্বিনীকুমারযুগল আমার নিকট হইতে মৃত্যুকে বিতাড়িত করুন। হে অগ্নে! দেবতাগণের বৈদ্যভূত তোমাকর্তৃক আমি সুরক্ষিত, তুমি আমাকে ইন্দ্র পত্নীগণের সহিত যোজিত কর। ১ ॥

একোনপঞ্চাশোঽনুবাকঃ

হরিং হরন্তমনুযন্তি দেবা বিশ্বস্যেশানং বৃষভং মতীনাম্।
ব্রহ্মসরূপমনু মেদমাগাদয়নং মা বিবধীর্বিক্রমস্ব ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর শ্রীহরি সর্বপ্রাণীর পুণ্যাপুণ্য ও বুদ্ধির নিয়ন্তা, তাঁহাকে দেবগণ ভৃত্যবৎ অনুসরণ করেন। হে পরমেশ্বর! সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ বেদ চতুষ্টয় হইতে প্রাপ্ত মোক্ষমার্গ আমার নিকট উন্মুক্ত যাহাতে হয়, তাহার জন্য উদ্যোগী হও, আমাকে বঞ্চিত করিও না। ১ ॥

পঞ্চাশোঽনুবাকঃ

শল্কৈরগ্নিমিন্ধান উভৌ লোকৌ সনেমহম্।
উভয়োর্লোকয়োঋর্ধ্বাতি মৃত্যুং তরাম্যহম্ ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—হে ভগবন্! সমিধ্‌রূপ কাষ্ঠের দ্বারা আবহবনীয়াদি অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া তোমার অনুগ্রহে আমি যেন ইহলোক ও পরলোক প্রাপ্ত হই। সৎকর্মের ফলে উভয় লোককে লাভ করিয়া আমি যেন মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারি। ১ ॥

একপঞ্চাশোঽনুবাকঃ

মা ছিদো মৃত্যো মাবধীর্মা মে বলংবিবৃহো মা প্রমোষীঃ। প্রজাং মা মে রীরিষ আয়ুরুগ্র নৃচক্ষসং ত্বা হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—হে মৃত্যো! হে উগ্ররূপ! তুমি আমার সদ্‌বুদ্ধির বিনাশ সাধন

করিও না, আমার বল অপহরণ করিও না, আমার সৎকর্মানুষ্ঠানে হিংসা করিও না। আমার সন্ততি ও আয়ুষ্‌কালের ক্ষয় সাধন করিও না। আমি হবিরদ্বারা তোমার সেবা করি, কারণ তুমি আমাদিগের যাবতীয় কার্যাবলীর দ্রষ্টা। ১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽনুবাকঃ

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্‌।। মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং প্রিয়া মা নস্তনুবো রুদ্র রীরিষঃ ।১।

মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র। আমাদের পিতাদিবৃদ্ধগণকে হিংসা করিও না। আমাদের পুত্রপৌত্রাদি শিশুগণকেও হত্যা করিও না। আমাদের প্রজননক্ষম তরুণগণকেও বধ করিও না। আমাদের গর্ভস্থ শিশুগণ, মাতাদিবৃদ্ধাগণ এবং প্রিয়শরীরের অনিষ্ট করিও না। ১ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽনুবাকঃ

মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতোঽবধীর্হবিষ্মন্তো নমসা বিধেম তে ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র, ক্রোধবশে আমাদের পুত্র পৌত্রাদিগকে হিংসা করিও না। আমাদের আয়ু, গাভী ও অশ্বাদি হ্রাস করিও না। আমাদের বীরগণকে বিনাশ করিও না। আমরা অনন্যশরণ হইয়া প্রণামের দ্বারা তোমার সেবা ও পূজাবিধান করি ।১।

চতুষ্পঞ্চাশোঽনুবাকঃ

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ংস্যাম পতয়ো রয়ীণাম্‌ ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—হে পার্বতীপতি। হে রুদ্র। এই জগৎ তোমা হইতে সৃষ্ট।

তুমি ছাড়া অন্য কেহ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা নাই। যে বস্তু লাভার্থে আমরা হোম করিতেছি, সেই বস্তু সমুদয় ও সমস্ত ঐশ্বর্য্য যেন প্রাপ্ত হই। ১।

পঞ্চপঞ্চাশোঽনুবাকঃ

স্বস্তিদা বিশস্পতির্ব্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।
বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ স্বস্তিদা অভয়ঙ্করঃ ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—হে ইন্দ্র! আপনি আশ্রিতজনের অভয়দ। আমাদের রক্ষার্থে আপনি পূর্বদিকে গমন করুন। আপনি বৃত্রহন্তা, দৈত্যসূদন, বশী, বর্ষাকালে জলসেচক, ইহলোক ও পরলোকসুখদ, এবং বিবিধ প্রজার অধিপতি। ১।

ষট্পঞ্চাশোঽনুবাকঃ

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—হে ভগবন্, পার্বতীবল্লভে, আপনি ত্রিনেত্র ও সুগন্ধিযুক্ত। ভক্তদের আপনি পুষ্টিবর্ধন করেন। আমরা আপনার পূজা করি। কর্কটীফল পাকিলে যেমন অনায়াসে খসিয়া পড়ে, সেইরূপ আমরা যেন মৃত্যুর পর সহজেই মুক্ত হই, মোক্ষ হইতে যেন বিযুক্ত না হই। ১।

সপ্তপঞ্চাশোঽনুবাকঃ

যে তে সহস্রমযুতং পাশা মৃত্যো মর্ত্ত্যায় হন্তবে।
তান্ যজ্ঞস্য মায়য়া সর্বানবযজামহে ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—হে মৃত্যো! সহস্র ও অযুতসংখ্যক যে পাশ ধারণ করিয়া তুমি প্রাণীহনন কর, তাহা আমরা সৎকর্ম ও উপাসনাবলে নিবারণ করিব। ১।

অষ্টপঞ্চাশোঽনুবাকঃ

মৃত্যবে স্বাহা মৃত্যবে স্বাহা ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—উক্ত মন্ত্রসমূহ পাপনাশক হোমমন্ত্ররূপে কথিত। মৃত্যু দেবতাকে স্বাহামন্ত্রে দুইবার আহুতি দেওয়া হইতেছে।] মৃত্যুর উদ্দেশে প্রদত্ত এই ঘৃত সুহুত হউক। ১।

একোনষষ্টিতমোঽনুবাকঃ

দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। মনুষ্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। পিতৃকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। আত্মকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। অন্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। অস্মৎকৃত স্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। যদ্দিবা চ নক্তং চৈনশ্চকৃম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। যদ্বিদ্বাংসশ্চাবিদ্বাংসশ্চৈনশ্চকৃম তস্যাবযজনসি স্বাহা। যাচ্চাহমে নো বিদ্বাংসশ্চাবিদ্বাংসশ্চৈনশ্চকৃম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। যৎ স্বপন্তশ্চ জাগ্রতশ্চৈনশ্চকৃম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। এনস এনসোঽবযজনমসি স্বাহা। ১।

দীপিকা। বৈশ্বদেবমন্ত্রনাহ দেবকৃতস্যেতি। অবয়জনং যাগ পূর্বকং নিরাকরণম্। যচ্চাহমেনোঽকার্ষং যদ্বিদ্বাংসো বয়ং বাগাদিরূপাশ্চেত্যষ্টম মন্ত্রার্থঃ। সপ্তমে তু বিদ্বাংসঃ পুত্রাদি সহিতা ইত্যপৌনরুক্ত্যম্। একাদশ মন্ত্রাঃ। পঞ্চমস্বন্যকৃতস্যেতি মন্ত্রঃ। ১॥ আত্মনোঽকর্তৃত্বসিদ্ধয়ে মন্ত্রমাহ কামোঽকার্ষী-দিতি। হে কামৈতত্তে তব হবিঃ কামায় স্বাহা। ২॥ নন্বাত্মযাতাদৌ কামাভাবে কথং প্রবৃত্তি তত্র আহ মন্যুরিতি। হে মন্যবেতত্তে হবির্মন্যবে স্বাহা॥ ৩॥ ১৮॥

ষষ্টিতমোঽনুবাকঃ

যদ্বো দেবাশ্চকৃম জিহ্বয়া গুরুমনসো বা প্রযুতী দেবহেড়নম। অরাবা যো নো অভি দুচ্ছুনায়তে তস্মিন্ তদেনো বসবো নিধেতন স্বাহা॥ ১॥

মন্ত্রার্থ—হে দেববৃন্দ, হে বসুগণ। আমরা তোমাদিগকে হেয় কল্পনা করিয়া বাক্য অর্থাৎ জিহ্বাদ্বারা যে গুরুতর পাপ করিয়াছি, সেই অপরাধঃ তোমরা নিজগুণে ক্ষমা কর। এই আজ্য নিম্নোক্ত দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক। যদিও আমি মরণসম্পাদক, দুষ্টকুক্কুরতুল্য অপবিত্র। হে বায়ো! আপনি কৃপা করিয়া সেই অপবিত্র পাপ সহ্য করুন ।১।

একষষ্টিতমোঽনুবাকঃ

কামোঽকার্ষীন্নমো নমঃ। কামোঽকার্ষীৎ কামঃ করোতি নাহং করোমি কামঃ কর্ত্তা নাহং কর্ত্তা কামঃ কারয়িতা নাহং কারয়িতা এষ তে কাম কামায় স্বাহা ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—বিশ্বের সমস্ত দেবতার উদ্দেশে বারংবার প্রণাম। পূর্বে যে পাপকর্ম সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা কাম দ্বারা নিষ্পন্ন। কামই পাপ করে, আমার দ্বারা হয় নাই। পাপকর্ত্তা হইতেছে কাম, আমি নহি। সমস্ত জগৎ কামের বশীভূত। কামই অসৎ কর্ম করাইয়া থাকে। আমি করাই না। হে কাম, তোমার দেহ কমনীয়। তুমি এই আজ্য ভাগ গ্রহণ কর।১।

দ্বিষষ্টিতমোঽনুবাকঃ

মন্যুরকার্ষীন্নমো নমঃ। মন্যুরকার্ষীন্মন্যুঃ করোতি নাহং করোমি মন্যুঃ কর্তা নাহং কর্তা মন্যুঃ কারয়িতা নাহং কারয়িতা এষ তে মন্যো মন্যবে স্বাহা ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—দেববৃন্দকে নমস্কার, ক্রোধাভিমানীদেববৃন্দ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ক্রোধই এসবের কারণ। আমি নই। হে কোপাভিমানী-দেবতা, আমার এই আজ্যভাগ সুহুত হউক।১।

ত্রিষষ্টিতমোঽনুবাকঃ

তিলান্ জুহোমি সরসাং সপিষ্টান্ গন্ধারঃ মম চিত্তে রমন্তু স্বাহা ॥১॥

গাবো হিরণ্যং ধনমন্নপানং সর্বেষাং শ্রিয়ৈ স্বাহা ॥ ২ ॥

শ্রিয়ং চ লক্ষ্মীং চ পুষ্টিং চ কীর্ত্তিং চানৃণ্যতাম্। ব্রাহ্মণ্যং বহুপুত্রতাম্। শ্রদ্ধামেধে প্রজাঃ সংদদাতু স্বাহা ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ—[অনন্তর সমস্ত পাপনাশহেতু সর্বোৎকৃষ্ট চতুর্থাশ্রমকরণের অঙ্গীভূত বিরজাহোমকর্মে প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহ কথিত। কারণ তাদৃশ লিঙ্গ প্রতীত হয়। যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে নিষ্পাপ হইতে হইবে। এই জন্য শাস্ত্রোক্ত অধিকারী স্বগৃহ্যোক্ত বিধিদ্বারা পঞ্চভূতসংস্কারাদি আজ্য সংক্রান্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহ দ্বারা প্রধান আহুতিগুলি প্রদান করিবেন। পরমাত্মাই সর্বত্র হবির্গ্রাহিণী দেবতা। এখন প্রথম মন্ত্র বলা হইতেছে।] হে পরমাত্মন্, অর্থাৎ ব্রহ্মণ্! সরস ছাতু প্রভৃতি পিষ্টবস্তুর লেশসহিত তিলদ্বারা তোমাকে আহুতি দিতেছি। অধিকন্তু উক্ত মোহের ফলীভূত ত্বদীয় পরম পবিত্র গুণরাশি আমার চিত্তে বিরাজ করুক। এই হবিঃ তুমি গ্রহণ কর। ১। হে পরমাত্মন্! তোমার কৃপায় আমি যেন গো, সুবর্ণ ও অন্নপানাদি সকল ভোগ্যপদার্থ প্রাপ্ত হই। সেই সঙ্গে যেন সুলক্ষণা ভার্য্যা লাভ হয়। তোমার উদ্দেশে এই আহুতি দিলাম। ২।

হে পরমাত্মন্, এই আহুতিবলে যেন আমি রাজ্যলক্ষ্মী, মোক্ষশ্রী, শরীরপুষ্টি, কীর্ত্তি, দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ হইতে মুক্তি, ব্রহ্মণ্য, বহুপুত্রত্ব, শ্রদ্ধা, মেধা, শক্তি ও সন্ততি লাভ করি। ৩।

চতুঃষষ্টিতমোঽনুবাকঃ

তিলাঃ কৃষ্ণাস্তিলাঃ শ্বেতাস্তিলাঃ সৌম্যা বশানুগাঃ। তিলাঃ পুনন্তু মে পাপং যৎ কিঞ্চিদ্ দুরিতং ময়ি স্বাহা। (যন্মে মনসা বাচা কর্মণা বা দুষ্কৃতং কৃতম্। দুঃস্বপ্নং দুর্জনসপর্শং তিলাঃ শান্তিং কুর্বন্তু স্বাহা।) চোরস্যান্নং নবশ্রাদ্ধং ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ। গোস্তেয়ং সুরাপানং ভ্রূণ হত্যা তিলা শান্তিং শময়ন্তু স্বাহা। (গণান্নং গণিকান্নং কুষ্ঠান্নং পতিতান্নং ভুক্ত্বা বৃষলী ভোজনম্। শ্রদ্ধা প্রজ্ঞা চ মেধা চ তিলাঃ শান্তিং কুবন্তু

স্বাহা।) শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পুষ্টিশ্চকীর্ত্তিং চানৃণ্যতাম্। ব্রহ্মণ্যং বহুপুত্রিণম্। শ্রদ্ধা প্রজ্ঞা চ মেধা চ তিলাঃ শান্তিং কুর্বন্তু স্বাহা ॥ ১ ॥

দীপিকা। তিলহোমমন্ত্রানাহ তিলাঃ কৃষ্ণা ইতি। যন্মইতি। তিলাঃ শান্তিং কুর্বন্তু দুষ্কৃতং শময়ন্ত্বিত্যর্থঃ। চৌরস্যান্নমিতি। সর্বত্র পাপং লক্ষ্যতে। নবশ্রাদ্ধমেকাদশাহশ্রাদ্ধ। তচ্ছময়ন্তুশান্তিং চ কুর্বন্ত্বিত্যর্থঃ। গণান্নমিতি। গণাদীনাং লক্ষণানি স্মৃতাবুক্তানি (মনুসংহিতা ৪.২০৮)। এতদভুক্ত্বা যৎপাপং তচ্ছময়ন্তু। শ্রদ্ধা প্রজ্ঞা চ মেধা চ ভবতু। শান্তিংকুর্বন্তু। শ্র্যাদয়স্তিলাস্তদ্ধেতুত্বাদ্ বহুপুত্রিণম্ কুর্বন্তু শময়ন্তু পাপম্॥ ১

মন্ত্রার্থ—হে পরমাত্মন্! আমার যে সকল পাপ আছে, সেই সব তোমার আজ্ঞায় কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, রোগাদিরহিত বশানুগ তিল সমূহ নষ্ট করিয়া আমাকে পবিত্র করুন। সেইহেতু এই হবিঃ প্রদান করিলাম। ১। হে পরমাত্মন্! আমার এই তিলসমূহ চোরের অন্নগ্রহণ, একোদ্দিষ্টাদি শ্রাদ্ধভোজন, গুরুপত্নীগমন, গরুচুরি, মদ্যপান ও ভ্রূণ-হত্যা জনিত পাপ তোমার কৃপায় ক্ষয় করুক। এই জন্য এই হবিঃ তোমার উদ্দেশে প্রদত্ত। ২। তোমার কৃপায় আমি যেন রাজ্যলক্ষ্মী, মোক্ষশ্রী, শরীরপুষ্টি, কীর্ত্তি, দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হই এবং বহু পুত্রত্ব, শ্রদ্ধা, মেধাশক্তি ও সন্ততি প্রাপ্ত হই। এতদ্ উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক। ৩।

[মহান্ ইন্দ্রো বজ্রবাহুঃ ষোড়শী শর্ম যচ্ছতু।
স্বস্তি নো মঘবা করোতু হন্তু পাপ্মানং যোঽস্মান্দ্বেষ্টি ॥ ১ ॥
শরীরং যজ্ঞঃ শমলং কুসীদং তস্মীন্সীদতু যোঽস্মান্দ্বেষ্টি ॥ ২ ॥
বরুণস্য স্তম্ভনমসি বরুণস্য স্তম্ভসর্জনমসি।
উন্মুক্তো বরুণস্য পাশঃ ॥ ৩ ॥
ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। ইতো ধর্মাণি ধারয়ন্ ॥৪॥]

পঞ্চষষ্টি ও ষট্‌ষষ্টিতমোঽনুবাকঃ

প্রাণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যন্তাম্। জ্যোতিরহং বিরজা
বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥

বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রজিহ্বাঘ্রাণরেতো বুদ্ধ্যাকূতি সংকল্পা মে
শুধ্যন্তাং .... স্বাহা।

শিরঃপাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোরূদরজংঘাশিশ্নোপস্থপায়বো মে
শুধ্যন্তাং .... স্বাহা।

ত্বকচর্মমাংসরুধিরস্নায়ুমেদোস্থি মজ্জা মে শুধ্যন্তাং .... স্বাহা।

শব্দস্পর্শরসরূপগন্ধা মে শুধ্যন্তাং .... স্বাহা।

পৃথিব্যাস্তেজোবায়ুরাকাশা মে শুধ্যন্তাং .... স্বাহা।

অন্নময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়মানন্দময়মাত্মা মে শুধ্যন্তাম্‌।
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥

বিবিট্যৈ স্বাহা ॥ কষোৎকায় স্বাহা ॥

উত্তিষ্ঠ পুরুষহরিত পিঙ্গল লোহিতাক্ষি দেহি দেহি দদাপয়িতা মে শুধ্যন্তাম্‌ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ মনোবাক্কায়কর্ম্মাণি মে শুধ্যন্তাং......স্বাহা। আত্মা মে শুধ্যন্তাং.........স্বাহা। অন্তরাত্মা মে শুধ্যন্তাং ....স্বাহা। পরমাত্মা মে শুধ্যন্তাং .... স্বাহা। ক্ষুধে স্বাহা—। ক্ষুৎ পিপাসায় স্বাহা। ঋগ্বিধানায় স্বাহা।

অব্যক্তভাবৈরহঙ্কারৈর্জ্যোতিরহং বিরজা .... স্বাহা।
ক্ষুৎপিপাসামলং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীর্নাশয়াম্যহম্।
অভূতিমসমৃদ্ধিং চ সর্বান্নির্ণুদ মে পাপ্‌মানং স্বাহা।
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥

দীপিকা। মহান্‌ ইন্দ্রো মহানিন্দ্রঃ। আতোঽটি নিত্যং (পা ৮.৩.৩) ইতি নস্য রুত্বম্‌। "অত্রানুনাসিকঃ" (পা ৮.৩.২) ইত্যনুনাসিকঃ। ভোভগো (পানিনী ৮.৩.১৭) ইতি যত্বম্‌। "লোপঃশাকল্যস্য" (পানিনী ৮.৩.১৮) ইতি লোপঃ। ষোড়শীগ্রহ স্তদ্দেবতাত্বাৎ ষোড়শী। হন্ত্বিতি তং পাপ্‌মানং হন্তু যঃ পাপ্‌মা-স্মান্দ্বেষ্টি ॥১॥ শরীরমিতি। শরীরং যজ্ঞোঽর্জনভূমিত্বাৎ। "অথবা পুরুষো বাব যজ্ঞঃ" (ছা ৩.১৬.১) ইত্যুপাসনাবিষয়ত্বাৎ। শমলং পাপং কুসীদং বানিজ্যোপার্জনীয়ং দ্রব্যম। তস্মিন্‌ সীদত্ববস্থানং করেমাতু পাপমর্জয়ন্ত্বী-বত্বিত্যর্থঃ ॥১॥ স্বন্তনং রোধনম্‌। স্বন্তস্য রোধস্য সর্জনমুৎপাদকম্‌। উন্মুক্তো নিবৃত্তঃ। বরুণস্তেতাদিঃ পাশাস্তো বরুণদোষনিবৃত্তিরূন্মন্ত্রঃ ॥৩॥

পদা পদানি। বিচক্রমে বিক্রান্তবান্‌। গোপা ইন্দ্রিয়েশঃ। অদাভ্যঃ ক্লেদানর্হঃ। দম দমি ক্লেদে। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চেতি" স্মৃতেঃ (গীতা ২.২৪)। ইতেঽস্মাদ্বেদান। ধর্মানি ধর্মবন্তি। অকারো মত্বর্থ্য। ধারয়ন সংগৃহ্ন ন। অয়ং বিরজাহোমারম্ভে বিষ্ণুস্মরণার্থো মন্ত্রঃ ॥১৪॥ ইদানীং বিরজা হোমমন্ত্রা নাহং প্রাণেতি। এতে সপ্ত মন্ত্রাঃ ॥১৫-২১॥ ততো বিচিটি স্বাহেত্যন্তানন্তরং বিধিস্ত স্বাহেতি কেষাঞ্চিৎপাঠঃ। সম্বুদ্ধ্যন্তং দেবতানাম্‌॥২২ খথোল্কায় নাম্না দ্যুখোল্কায়েতি কেষাঞ্চিং পাঠঃ ॥২৩॥ হে আহরিত পিঙ্গল তথা লোহিতাক্ষ। দদাপয়িতা দান প্রেরকঃ। ছান্দস দ্বিত্বম্‌। অয়ং বহ্নে প্রার্থনামন্ত্রঃ। এবংবিধঃ সন্মুত্তিষ্ঠ প্রকটোভব ॥২৪॥২০॥

মন্ত্রার্থ—হে পরমাত্মন্‌! এই আজ্য হবিঃ দ্বারা আমার প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই শরীরস্থ পঞ্চবায়ু যেন বিশুদ্ধ হয়। কারণ আমার পাপ ও রজোগুণ ক্ষয় হইলে আমি জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইব।

তোমার কৃপায় আমার বাক্‌, মনঃ, চক্ষু শোত্র, ঘ্রাণ ও গুহ্যেন্দ্রিয়, নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিবৃত্তি, অনিশ্চয়বৃত্তিরূপ আকৃতি এবং সদাসদ্‌ বিচাররূপ সংকল্প যেন শুদ্ধ হয়। তৎ উদ্দেশে এই হবিঃ প্রদান করিলাম।

এই হবিঃ দ্বারা আমার মস্তক, হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উরু, উদর, জঙ্ঘা, শিশ্না, উপস্থ, পায়ু যেন শুদ্ধ হয়। এই হেতু এই হবিঃ প্রদত্ত হইল।

আমার ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, মেদঃ, মজ্জা, স্নায়ু, অস্থি এই সপ্তধাতু পবিত্রার্থে এই হবিঃ অর্পিত হউক।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের গুণ। ইহাদের পবিত্রার্থ তোমাকে এই হবিঃ প্রদান করিলাম।

পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ আমাকে শুদ্ধ করুন। এই হেতু পবিত্র হবিঃ প্রদত্ত হইতেছে।

আমার পঞ্চকোষ, যেমন, অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ যেন পবিত্র হয়। সেই হেতু এই হবিঃ প্রদান করি।

ব্রহ্ম সর্বব্যাপক। তদুদ্দেশে এই হবিঃ প্রদত্ত হউক।

নাম রূপাত্মক বিশ্বপালক পরমেশ্বরের উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক।

[শুদ্ধিনিমিত্ত সকল কর্ম্ম নিষ্পাদক অগ্নিস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রার্থনা করিতেছেন।] হে প্রতিবন্ধহরণকুশল! হে পিঙ্গলবর্ণ। হে রক্তনয়ন, পরমাত্মন্! তুমি আমাকে পুনঃপুনঃ শুদ্ধিদান কর, তুমি তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ হও। আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ শুদ্ধ হউক। সেই হেতু তোমার উদ্দেশ্যে এই হবিঃ সুহুত হউক।

এই হবিঃ সুহুত হইবার ফলে যেন আমার মনঃ, বাক্ ও কায়ের কর্ম্ম সমূহ পবিত্র হয়।

আমার সমস্ত দেহ যেন শুদ্ধ হয় (কারণ আত্মা যে চিরশুদ্ধ)। এই হবিঃ সেই হেতু প্রদত্ত হইল।

আমার অন্তঃকরণ পবিত্র হউক। তদ্‌জন্য এই হবিঃ প্রদত্ত হইল। পরমাত্মা আমাকে পবিত্র করুন।

ক্ষুধার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে এই হবিঃ প্রদত্ত হইল।

ক্ষুধা ও পিপাসার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হইক।

ঋগ্বেদের বিধানকারী পরমাত্মার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক।

হে পরমাত্মন্! তোমার অনুগ্রহে আমার ক্ষুধা ও পিপাসার মল, লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মী, অসমৃদ্ধি এই সমস্ত বিনাশ হউক। আমি যেন নিষ্পাপ ও গূঢ় অহঙ্কার হইতে মুক্ত হই। তন্নিমিত্ত তোমার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক।

সপ্তষষ্টিতমোঽনুবাকঃ

অগ্নয়ে স্বাহা। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। ধ্রুবায় ভূমায় স্বাহা। ধ্রুবক্ষিতয়ে স্বাহা। ভূমায় স্বাহা। অচ্যুতক্ষিতয়ে স্বাহা। অগ্নেয় স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। ধর্মায় স্বাহা। অধর্মায় স্বাহা। অদ্ভ্যঃ স্বাহা। ওষধি বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা। রক্ষোদেবজনেভ্যঃ স্বাহা। গৃহ্যাভ্যঃ স্বাহা। অবসানেভ্যঃ স্বাহা। অবসানপতিভ্যঃ স্বাহা। সর্বভূতেভ্যঃ স্বাহা। কামায় স্বাহা। অন্তরিক্ষায় স্বাহা। যদেজতি জগতি যচ্চ চেষ্টতি নাম্নো ভাগোঽয়ং নাম্নে স্বাহা। পৃথিব্যৈ স্বাহা। অন্তরিক্ষায় স্বাহা। দিবে স্বাহা। সূর্য্যায় স্বাহা। চন্দ্রমসে স্বাহা। নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহা। ইন্দ্রায় স্বাহা। বৃহস্পতয়ে স্বাহা। প্রজাপতয়ে স্বাহা। ব্রহ্মণে স্বাহা। স্বধা পিতৃভ্যঃ স্বাহা। নমো রুদ্রায় পশুপতয়ে স্বাহা। দেবেভ্যঃ স্বাহা। পিতৃভ্যঃ স্বধা অস্তু। ভূতেভ্যো নমঃ। মনুষ্যেভ্যো হন্তা। পরমেষ্ঠিনে স্বাহা ॥ ১ ॥

যে ভূতাঃ প্রচরন্তি দিবানক্তং বলিমিচ্ছন্তো বিতুদস্য প্রেষ্যাঃ।
তেভ্যো বলিং পুষ্টিকামো হরামি ময়ি পুষ্টিং পুষ্টিপতির্দধাতু স্বাহা ॥ ২ ॥

দীপিকা। অগ্নয়ে স্বাহেত্যাদয়ঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ বলিমন্ত্রাঃ। দ্বিরন্তরিক্ষগ্রহণং প্রমাদশ্চেত পঞ্চত্রিংশদ্। যদেজতি কম্পতে জগতি লোকে যচ্চ চেষ্টতি চেষ্টতে নাম্নো ভাগো যস্মাৎ প্রয়ত্নান্মে মহ্যং ভবতু স্বাহা সত্রবাত্মনো ভাগো নাম্ন ইত্যর্থঃ। মান্য ইতি পাঠে স এব ভাগশ্চেতনাংশো মে মম মান্যো মাননীয়োনান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

মন্ত্রার্থ—(অনন্তর বিশ্বদেবকর্মে বিনিযুক্ত ছয়টি হোমমন্ত্র ব্যাখ্যাত হইতেছে।) অগ্নি, বিশ্বদেব, ধ্রুবভূম, ধ্রুবক্ষিতি, ভূমা, অচ্যুতক্ষিতি ও স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি প্রমুখ দেবতার উদ্দেশে অন্নাদি হবিঃ সুহুত হউক।

(অনন্তর বলিহরণকর্মে বিনিযুক্ত মন্ত্রসমূহ ব্যাখ্যাত হইতেছে।) ধর্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক। অধর্মাধিষ্ঠাত্রীদেবতা, জলাধিষ্ঠাত্রী-দেবতা, ওষধিবনস্পত্যধিষ্ঠাত্রীদেবতা, রক্ষঃ ও দেবজনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কুলদেবতা, গৃহপ্রান্তদেশবর্তমানা দেবতা, গৃহপ্রান্তদেশবর্তমানদেবতাস্বামী, পঞ্চমহাভূত অথবা ভূতবিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কামরিপুর অধিষ্ঠাত্রীদেবতা, অন্তরিক্ষলোকস্থ-বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক। বৈদিকশব্দ রাশিবাচক নাম শব্দ দ্বারা তদ্বস্তু পরমাত্মা লক্ষিত। ব্রহ্মাণ্ডে বায়ুপ্রভৃতি দ্বারা যে বৃক্ষাদি কম্পিত হইতেছে, মনুষ্যাদি প্রাণী যে গমনাগমনাদি চেষ্টা করে, তৎসমুদায়ই পরমাত্মার অংশভূত। সেই জগৎ-সংহারক পরমাত্মার উদ্দেশে এই বলিহরণরূপ হবিঃ ভূমিতে প্রদত্ত হউক। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অন্তরিক্ষরূপ মধ্যলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দ্যুলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সূর্য্য, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বিরাট, হিরণ্যগর্ভের উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা ও স্বাহা অর্থাৎ এই বলিহরণকর্মযোগ্য অন্নপ্রদত্ত হউক। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তের অধিপতি রুদ্রের উদ্দেশে এই অন্ন প্রদত্ত হউক। দেবগণ, পিতৃগণ, ভূত্যগণ ও মনুষ্যগণের উদ্দেশে এই হবিঃ যথাক্রমে স্বাহা, স্বধা, নমঃ ও হন্তকার। প্রজাপতি ও চতুর্মুখ ব্রহ্মার উদ্দেশে প্রদত্ত এই হবিঃ সুহুত হউক। [যেখানে এক দেবতা দুইবার উক্ত হইয়াছে, সেখানে তাঁহাকে আর একটি ভাগ দিতে হইবে।]

পাপিপীড়ক কালাগ্নিরুদ্রের ভৃত্য যে ভূতসমূহ বলিভিলাষী হইয়া দিবারাত্রি বিচরণ করে তাহাদের উদ্দেশে এই অন্ন নিবেদিত হইল। ইহার ফলস্বরূপ পুষ্টিপতি আমার পুষ্টি বিধান করুন। সপ্তষষ্টিতমোঽনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।

[সজোষা ইন্দ্রে সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহঞ্ছূর বিদ্বান্।
জহি শত্রূন্ রপমৃধো নুদস্বাথাভয়ং কৃণুহি বিশ্বতো নঃ ॥ ১ ॥
ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্।
হুবয়ামি শক্রং পুরুহিতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাবিন্দ্রঃ ॥ ২ ॥
যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতিভির্বিদ্বিষো বিমৃধী জহি ॥ ৩ ॥
স্বস্তিদা বিশাম্পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।
বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু ন সোমপা অভয়ংকর ॥ ৪ ॥
উর্ধ্ব উ ষু ণ উতয়ে তিষ্ঠা দেবী ন সনিতা।
উর্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়া মহে ॥ ৫ ॥
তরণির্বিশ্বদর্শণী জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য। বিশ্বমাভাসি রোচনম্ ॥ ৬ ॥
উপয়াম গৃহীতোসি সূর্যায় ত্বা ভ্রাজস্বত এষ তে যোনি সূর্যায় ত্বা
ভ্রাজস্বতে ॥ ৭ ॥
বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাশ্ছন্দোভিরিমাংল্লোকান্ নপজয্যমভ্যজয়ন্ ॥ ৮ ॥]
শ্রী মে ভজত। অলক্ষ্মী মে নশ্যত ॥ ৯ ॥

[দীপিকা। পুনর্বলিমন্ত্রানাহ যে ভূতা ইতি। বিতুদস্ত ব্যথকস্ত প্রেষ্ঠাঃ প্রিয়তমাঃ ॥ ১ ॥ ইন্দ্রপ্রকাশকমন্ত্রানাহ সজোষা ইতি। স প্রীতিঃ। হে ইন্দ্র সগণো গণসহিতো মরুদ্ভিঃ সপ্ত সপ্তকৈঃ সহিতঃ সোমং যাজ্ঞিকৈর্দত্তং পিব। হে বৃত্রহন্ হে শূর বিদ্বান বেত্তাপমৃধো দুর্জনান্নুদস্ব। কৃণুহি কুরু। "উতশ্চ প্রত্যয়াদিত্যত্র ছন্দসি বেতি বক্তব্যং" (মহাভাষ্যং ৬,৪,১০৬) ইতি হের্লুক্ ॥২॥ ত্রাতারমবিতারমিতি স্তুত্যর্থত্বান্ন পৌনরুক্ত্যমদৃষ্টার্থত্বাচ্চ মন্ত্রাণামত এবেন্দ্র শব্দস্য পঞ্চকৃত্বঃ প্রয়োগঃ। অথবাবিতারং তর্পকম্। হবে হবে যাগে যাগে। হুবয়ামীতি প্রার্থনায়াং লেট্। শক্রং পুরুহুতং মহদ্ভিরাহুতম্। স্বস্তি কল্যাণমাধাত্বাদ্ধাতু।

শ্ন্ব্যতয়েন লুক্ ॥৩॥ ভয়ামহে বিভীমঃ। হে মঘবঞ্শ্বি শক্তান্ কুরু তব তওত্রোভিনোহস্মান্ শগ্ধি। বিদ্বিষো দ্বিষো দ্বেষ্টন্ বিমৃধো দুষ্টান জহিনাশয়। ঘ্ন ন ইতি পাঠে ঘ্নং কর্তা ॥৪॥

স্বস্তিদাঃ কল্যাণপ্রদঃ। বিড়্ বিশাং মনুষ্যাণাং পতিঃ। বৃত্রহা বৃত্রাণি পাপানিহন্তি। বিমৃধো বশী দুষ্টবশ কর্তা। বৃষা বৃষ্টিকর্তা। পুরোঽগ্র এতরাগচ্ছতু নোঽস্মাকম্ ॥৫॥ উধ্ব' হ্তি। উ ওঞ। "ইকঃ সুঞীতি" দীর্ঘঃ (পা ৬.৩.১৩৪)। "ষু সুঞ" ইতি ষত্বম্ (পানিনী ৮,২,১০৭) ণো নঃ। নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্য ইতি ণত্বম্ (পানিনী ৮.৪.২৭) উতয়ে। উতিযুতিজুতিসাতি হেতিকীর্ত্তযশ্চ ইতি বেঞঃক্তিনিরুপম (পানিনী ৩.৩.৯৭) তিষ্ঠা দ্ব্যচোঽতস্তিভ্ ইতিদীর্ঘঃ (পানিনী ৬.৩.১৩৫)। উতয়ে সমৃদ্ধ্য উধ্ব'স্তিষ্ঠ দেবো ন দেব ইব সনিতাদাতা। বাজস্যান্নস্য সনিতাদাতাসন্ সন্মুখউধ্ব'স্তিষ্ঠ। যদঞ্জিভির্যদ্বাক্তির্বাঘদ্ভিঃ শব্দৈর্বিহ্বয়ামহ আবাহয়াম ॥৬॥ সূর্যমন্ত্রঃ তরণিবিতি। তরণিস্তারকো বিশ্বদর্শতো জগদ্দর্শকো জ্যোতিষ্কৃৎ প্রকাশ কৃদসি ভবসি সূর্য হে॥ বিশ্বং সর্বমাভাসি প্রকাশয়সি রোচনং দীপ্তিমৎ। গায়ত্রী ছন্দঃ ॥৭॥

উপয়ামেতি সোমমন্ত্রঃ। উপয়ামোপগচ্ছাম গৃহীতোঽসি সোম। সূর্যায় ত্বা ত্বাং গৃহ্ণামি ভ্রাজস্বত এষ ত যোনিরিতি পাঠ এষ সূর্যস্তে তব যোনিরুৎপত্তিস্থানম্। পুনঃ সূর্যায় ত্বেত্যুপসংহারঃ ॥৮॥ বিষ্ণুমুখা বিষ্ণুমুখ্যাঃ। "বিষ্ণুর্বৈদেবানাং পরমোঽগ্নিরবম" ইতি চ শ্রুতে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.১.) ॥৯॥

শ্রী মে ভজতীতি। লক্ষ্মীর্মহ্যং ভজত্বিত্যর্থ। অলক্ষ্ম মে নশ্যতেতি। অলক্ষ্মী র্মে নশ্যত্বিত্যর্থঃ। শ্রীলক্ষ্মীশব্দয়োঃ সর্বতোঽক্তিন্নার্থাদিত্যেকে ইতি ঙীষ্ (কৌমুদী ৫০৩)। "হল্ঙ্যাবিতি" সুলোপঃ (পানিনী ৬.১.৬৮)। ভজত নশ্যতেতি বর্নব্যত্যয়ঃ ॥১০॥

অষ্টষষ্টিতমোঽনুবাকঃ

ওঁ তদ্ব্রহ্ম। ওঁ তদ্বায়ু। ওঁ তদাত্মা। ওঁ তৎসত্যম্।
ওঁ তৎসর্বম্। ওঁ তৎপুরোর্নমঃ॥ ১

ওঁ অন্তশ্চরতি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বমূর্তিষু ॥ ২

ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমিন্দ্রস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং

বিষ্ণুস্ত্বং ব্রহ্ম ত্বং প্রজাপতিঃ ॥ ৩

ত্বং তদাপ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং

ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ ॥ ৪

মন্ত্রার্থ—বেদান্তবেদ্য বস্তু অবাধিত ও সুবৃহৎ; উহাই জীব, উহাই সর্ব, উহাই বিশ্ব, তাহা সমস্ত বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, তৎনিমিত্ত নমস্কার। এবম্বিধ ব্রহ্ম বহুবিধ শরীরে, প্রাণিবর্গে, অন্তর্হৃদয়পুণ্ডরীকে বিচরণ করেন। [সেইরূপ পরোক্ষভাবে ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব প্রতিপাদিত। এখন অপরোক্ষভাবে বলা হইতেছে] হে বিশ্বপতি! তুমি যজ্ঞস্বরূপ, তুমি বষট্কার অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে অন্নদায়ক শব্দস্বরূপ। তদ্ব্যতীত তুমি স্বাহা, স্বধা, নমঃ ও হন্তকার স্বরূপ। তুমিই ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মস্বরূপ। তুমি বিরাট্, তুমি, ব্রহ্মাণ্ড, তুমি নদ্যাদিগত ও সমুদ্রাগত বারি, তুমি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ, তুমি মধুঃ আদি রস, তুমি অমৃত। তুমি বেদসমূহ। তুমি ত্রৈলোক্য। তুমিই ওঁকার অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম।

একোনসপ্ততিতমোঽনুবাক

শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি।

শ্রদ্ধায়ামপানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি।

শ্রদ্ধায়াং ব্যানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি।

শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি।

শ্রদ্ধায়াং সমানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি।

ব্রহ্মণি ম আত্মাঽমৃতত্বায় ॥ ১

অমৃতোপস্তরণমসি। ২ শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি।

শিবো মা বিশাপ্রদাহায়। প্রাণায় স্বাহা। শ্রদ্ধায়ামপানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শিবো মা বিশাপ্রদাহায়। অপানায় স্বাহা। শ্রদ্ধায়াং ব্যানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শিবো মা বিশাপ্রদাহায়। ব্যানায় স্বাহা। শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শিবো মা বিশাপ্রদাহায়। উদানায় স্বাহা। শ্রদ্ধায়াং সমানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শিবো মা বিশাপ্রদাহায়। সমানায় স্বাহা। ব্রহ্মণি মা আত্মাঽমৃতত্বায়। ৩

অমৃতাপিধানমসি। ৪

মন্ত্রার্থ—বৈদিককর্মে বিশ্বাস সুদৃঢ় হওয়ায় দেহগত পাঁচটী বায়ুর মধ্যে সর্বপ্রথম প্রাণ নামক বায়ুতে আস্বাদযুক্ত হইয়া আমি অমৃতোপম হবিঃ প্রদান করিতেছি, এইরূপে অপান, ব্যান, উদান, ও সমানবায়ুর সম্বন্ধে আহুতি দিতে হয়। এবং প্রার্থনীয় যে এইপঞ্চ আহুতির ফলে আমার জীবাত্মা মোক্ষহেতু পরমাত্মাতে একীভূত হউক। ১ [অনন্তর ভোজনমন্ত্র বলিতেছেন।] হে অবিনাশী বারি; তুমি প্রাণ দেবতার উপস্তরণ অর্থাৎ আচ্ছাদক হও। যেমন কোন পুরুষ মঞ্চোপরি বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া শয়ান করে তদ্রূপ তুমি (জল) প্রাণদেবতার আচ্ছাদক হও। ২ [প্রাণাহুতিসমূহে বিকল্পিত অন্যান্য মন্ত্র বলিতেছেন]—হে যজ্ঞ সামগ্রি! তুমি শান্ত হইয়া ক্ষুধাজনিত পীড়া শান্তিহেতু আমাতে প্রবিষ্ট হও এবং আহুতি সমূহ গ্রহণ কর। ৩ [ভোজনান্তে গণ্ডূষ মন্ত্র] হে অমৃততুল্য জল! তুমি বিনাশহীন হইয়া আমাকে আচ্ছাদিত কর ৪

সপ্তত্রিংশোঽনুবাকঃ

শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিশ্যামৃতং হুতম্। প্রাণমন্নেনাপ্যায়স্ব ॥
শ্রদ্ধায়ামপানে নিবিশ্যামৃতং হুতম্। অপানমন্নেনাপ্যায়স্ব ॥
শ্রদ্ধায়াং ব্যানে নিবিশ্যামৃতং হুতম। ব্যানমন্নেনাপ্যায়স্ব ॥

শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিশ্যামৃতং হুতম। উদানমন্নেনাপ্যায়স্ব ॥

শ্রদ্ধায়াং সমানে নিবিশ্যামৃতং হুতম। সমানমন্নেনাপ্যায়স্ব ॥

ব্রহ্মণি ম আত্মাঽমৃতত্বায় ॥ ১ ॥

প্রাণানাং গ্রন্থিরসি রুদ্রোমাবিশান্তকস্তেনান্নেনাপ্যায়স্ব ॥ ২ ॥

দীপিকা। শ্রদ্ধায়ামিত্যাদয় শিব প্রার্থনা মন্ত্রাঃ। অপানে নিবিশ্যে-ত্যাদাবপি শ্রদ্ধায়ামিতি যোজ্যম্। শ্রদ্ধায়াং সত্যামিত্যর্থঃ। ১ রুদ্র ওমাবি-শান্তকত্বম্ ॥ ২

মন্ত্রার্থ—[ভুক্ত অন্নের অভিমন্ত্রণে মন্ত্র কথিত হইতেছে।] আমি শ্রদ্ধা-পুরঃসর প্রাণবায়ুতে সন্নিবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবনতঃ অমৃত-স্বরূপ এই হবিঃ আহুতি দিতেছি। হে প্রাণাভিমানিনি দেবি! আমি যে অন্ন মুখে গ্রহণ করিয়াছি তাহাদ্বারা যেন সদা সঞ্চরণশীল পঞ্চপ্রাণ বর্দ্ধিত হয়।

একসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো অঙ্গুষ্ঠং চ সমাশ্রিতঃ।

ঈশঃ সর্বস্য জগতঃ প্রভুঃ প্রীণাতি বিশ্বভুক্ ॥ ১ ॥

দীপিকা। অঙ্গুষ্ঠক্ষালনমন্ত্রোঽঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি। পুরুষো অঙ্গুষ্ঠং চেতি "প্রকৃত্যান্তঃপাদমব্যপরে' ইতি প্রকৃতি ভাবঃ (পাণিনী ৬. ১. ১১৫) পাদাদ্যন্তয়ো-রপি কৃতঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি মন্ত্রেণাংঙ্গুষ্ঠে জলাবসেচনম্ ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—[ক্ষুধাদির কারণে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তাহার শান্তিহেতু ভোক্তা জীবের পরমেশ্বরের অনুসন্ধানরূপ মন্ত্র প্রদর্শিত।] হৃদয়াকাশ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, সেখানের বুদ্ধিও সেই পরিমিত। অতএব অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতা বুদ্ধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন জীবরূপ পুরুষও অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ। তিনি জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির দ্বারা অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়ে ও আপাদমস্তক সর্বশরীরে ব্যাপ্ত আছেন। তিনি উপাধি সম্বন্ধশূন্য হইয়া সমস্ত জগতের নিয়ন্তা, সর্বভূক্ ও ঈশ্বর; তিনিই এই ভুক্তদ্রব্যে প্রীত হউন।

দ্বিসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ

বাঙ্‌ম আসন্‌। নসোঃ প্রাণঃ। অক্ষ্যোশ্চক্ষুঃ। কর্ণয়োঃ শ্রোত্রম্‌। বাহুবোর্ব্বলম্‌। ঊরুবোরোজঃ। অরিষ্টাবিশ্বান্যঙ্গানি তনূঃ। তনুবা মে সহ নমস্তে অস্তু মা হিংসীঃ। ১

মন্ত্রার্থ—[এখন ভোজনান্তে পরমেশ্বরের স্মরণমন্ত্রে ভোক্তার সর্বাঙ্গের স্বস্থতা প্রতিপাদক মন্ত্র অনুভবে বলিতেছেন।] হে পরমেশ্বর। আমি সরস অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করায় আমার পঞ্চকর্মইন্দ্রিয় সবল হইয়াছে। ইহার পূর্বে তাহারা দুর্বল ছিল। তোমার কৃপায় আমি ভোজনে তৃপ্ত। তজ্জন্য তোমাকে বারবার নমস্কার। এইরূপ প্রত্যহ মদীয় পরিবারবর্গের তৃপ্ত সাধন করিয়া সর্বাঙ্গের পুষ্টিসাধন করত আমরণ সপরিবার আমাকে কষ্ট না দিয়া রক্ষা করিও। ভোজনান্তে অর্থসহ এইমন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণগণ নিত্য পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে।

ত্রিসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ

বয়ঃ সুপর্ণা উপসেদুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ।
অপধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্যস্মান্নিধয়েঽবদ্ধান্‌। ১

মন্ত্রার্থ—[এইরূপে সমস্ত দেহের স্বাস্থ্য কথনান্তে পাপক্ষয় ও ধনপ্রাপ্তি-হেতু ইন্দ্র ও সপ্তর্ষিসম্পাদক মন্ত্র জপ্যস্বরূপে বলিতেছেন—] একদা সপ্তঋষি সর্বভূতের হিতকামনায় শোভনপক্ষ পক্ষিতুল্য দ্রুতগমনে স্বচ্ছহৃদয় ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্‌, আপনি দিব্যবস্ত্রদ্বারা আমাদের শরীর আচ্ছাদিত করুন, আমাদের দৃষ্টিপথে আনন্দদায়ক দৃশ্যাবলী রাখুন, এবং আমাদিগকে পাপ এবং অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করুন। সেইসঙ্গে প্রচুর ধনদান করুন। (এই মন্ত্রের বিশদব্যাখ্যাঋগ্বেদ ১০ মণ্ডক ৭৩-১১ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২, ৫, ৮ দ্রষ্টব্য।)

চতুঃসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ

প্রাণানাং গন্থিরসি রুদ্রো মা বিশান্তকঃ। তেনান্নেনাপ্যায়স্ব। ১

মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র, হে হৃদয়বর্ত্তিন অহঙ্কার। তুমি বায়ুরূপ ও ইন্দ্রিয়রূপ প্রাণের গ্রন্থি অর্থাৎ পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনের হেতু। অতএব তুমি রুদ্রাভিমানী-দেবতারূপে দুঃখের বিনাশক হইয়া আমার শরীরে প্রবেশ কর। আমি যে অন্নাদি ভোজন করিয়াছি তাহাতে যেন বর্দ্ধিত ও সুপুষ্ট হই।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ

নমো রুদ্রায় বিষ্ণবে মৃত্যুর্মে পাহি। ১

মন্ত্রার্থ—[মৃত্যু ভয় নিবারণ মন্ত্র] হে কৈলাসপতি রুদ্র, তোমাকে বারংবার নমস্কার। বিশ্বপতি বিষ্ণুকে বারংবার নমস্কার। হে রুদ্র, হে বিষ্ণু! [অথবা, হে হরিহর এর মিলিতরূপ!] তোমাদের কৃপায় যেন আমি মৃত্যুহীন হইতে পারি।।

ষট্সপ্ততিতমোঽনুবাকঃ

ত্বমগ্নে দ্যুভিস্ত্বমাশুশুক্ষণিস্ত্বমদ্ভ্যস্ত্বমশ্মনস্পরি। ত্বং বনেভ্যস্ত্ব-মোষধীভ্যস্ত্বং নৃণাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ। ১

মন্ত্রার্থ—হে অগ্নে! সর্বোৎকৃষ্ট প্রভাযুক্ত হইয়া মৃত্যুকে নিবারণ কর এবং ভক্তবৃন্দের পাপসমূহ বিনাশ কর। জলের মধ্যে তুমি কারণরূপে বিরাজিত এবং মহামেরু প্রভৃতি পাষাণের মধ্যেও বিরাজমান আছ। তুমি নন্দনাদি অরণ্যে ও সোমলতাদি ঔষধির মধ্যেও অন্তর্নিহিত তেজঃ বা শক্তিরূপে বিরাজিত। হে যজমানরূপ মনুষ্যবৃন্দের অধিপতি! তুমি যজমানদের অতীব পূজনীয়। বৈদিক ও লৌকিক কর্মে এবং শ্মশানে সমস্ত পদার্থ ভোজন করিয়াও তুমি চির পবিত্র আছ। তুমি আমাকে মৃত্যু হইতে ত্রাণ কর।

সপ্তসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ

শিবেন মে সংতিষ্ঠস্ব স্যোনেন মে সংতিষ্ঠস্ব সুভূতেন মে সংতিষ্ঠস্ব যজ্ঞস্যর্ধিমনু সংতিষ্ঠস্বোপ তে যজ্ঞ নম উপ তে নম উপ তে নমঃ। ১

মন্ত্রার্থ—[এইমন্ত্রে পরমাত্মার নিকট স্বকীয় অভিষ্টফল প্রার্থনা করা হইতেছে।] হে যজ্ঞেশ্বর ভগবন্, পরমাত্মন্! তুমি আমার সর্বোপদ্রবোপশমনরূপ মঙ্গল প্রদান করতঃ আমার গৃহে নিত্যবিরাজ কর। তোমার আগমনে আমি যেন ঐহিক সুখ লাভ করি। তুমি মহৎ ঐশ্বর্য্য দান করতঃ আমার সমীপে আগত হও। তোমার ব্রহ্মতেজ যেন আমি প্রাপ্ত হই। তুমি গুণাতীত, তোমার আগমনে আমিও তদ্রূপ হইব। তোমার প্রীতি সাধনার্থ আমি যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, তদনন্তর ফল লাভার্থ তুমি আমাসমীপে উপস্থিত হইয়া অবিচলিত চিত্তে সমাসীন হও।

অষ্টসপ্ততিতমোঽনুবাকঃ

ওম্ স্বাহা ॥ ১ ॥ সত্যং পরং পরং সত্যং সত্যেন ন সুবর্গাল্লোকাচ্চ্যবন্তে কদাচন সতাং হি সত্যং তস্মাৎ সত্যে রমন্তে। তপ ইতি তপো নানশনাৎ পরং যদ্ধি পরং তপস্তদ্দুর্ধর্ষং তদ্দুরাধর্ষং তস্মাৎ তপসি রমন্তে॥ দম ইতি নিয়তং ব্রহ্মচারিণস্তস্মাদ্ দমে রমন্তে॥ শম ইত্যরণ্যে মুনয়স্তস্মাচ্ছমে রমন্তে। দানমিতি সর্বাণি ভূতানি প্রশংসন্তি দানান্ নাতি দুষ্করং তস্মাদ্দানে রমন্তে। ধর্ম ইতি ধর্মেণ সর্বমিদং পরিগৃহীতং ধর্মান্নাতিদুশ্চরং তস্মাদ্ধর্মে রমন্তে। প্রজন ইতি ভূয়াংসস্তস্মাদ্ভূয়িষ্ঠাঃ প্রজায়ন্তে তস্মাদ্ভূয়িষ্ঠাঃ প্রজননে রমন্তে। অগ্নয় ইত্যাহস্তস্মাদগ্নয় আধাতব্যাঃ। অগ্নিহোত্রমিত্যাহ তস্মাদগ্নিহোত্রে রমন্তে। যজ্ঞ ইতি যজ্ঞো হি দেবানাং যজ্ঞেন হি দেবাদিবং গতাস্তস্মাদ্যজ্ঞে রমন্তে॥ মানসমিতি বিদ্বাংসস্তস্মাদ্বিদ্বাংস এব মানসে রমন্তে। ন্যাস

ইতি ব্রহ্মা ব্রহ্মা হি পরঃ পরো হি ব্রহ্মা তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ। য এবং বেদেত্যুপনিষৎ ॥ ২ ॥ ২১ ॥

দীপিকা। ওম্ স্বাহেত্যোংকারেণ স্বহান্তেন হোমঃ ॥ ১ ॥ সত্যমেব পরমুৎকৃষ্টং যল্লোকে পরং তৎ সত্যমেব সত্যাদন্যদুৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ সত্যেনেতি। স্বর্গাল্লোকান্ন চ্যবন্তে তত্র সত্যং হেতুরিত্যর্থঃ। সত্যং হি সত্যং নাসত্যম্। সত্যং তপো দমঃ শমো দানং ধর্মঃ প্রজননমগ্নয়োঽগ্নিহোত্রং যজ্ঞো মানসং সন্ন্যাস ইতি দ্বাদশ নিয়মাঃ পরম সাধনানীত্যর্থঃ। তপ ইতি প্রশংসন্তীত্যগ্রেতনেনান্বয়ঃ। এবং দমাদৌ। দুর্ধর্ষম সহ্যং দুরাধর্ষং স্প্রষ্টুমশক্যম। প্রজায়ন্তে প্রজামুৎপাদয়ন্তি। ন্যাস ইতি ব্রহ্মা প্রশংসতি। তদেব পরং সাধনমিত্যাহ ব্রহ্মা হি পর ইতি। দাঢ়্যার্থং পরোহি ব্রহ্মেতি পুনরুক্তিঃ। তেন তন্মতমেব শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। তদেবাহ তানীতি। অত্যরেচয়দতিশয়ং গতঃ। য এবং বেদ তস্যাপ্যেৎ ফলং দ্রষ্টব্যমিত্যুপনিষদ্রহস্যম্ ॥ ২ ॥ ২১ ॥

মন্ত্রার্থ—(ভোজনপ্রকরণ ও কর্মপ্রকরণ সমাপ্ত হইয়াছে। ইদানীং সকল কর্মময় সংসারের কারণীভূত অবিদ্যানাশের নিমিত্ত সংসার প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক মহাপাতকের ধ্বংস হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ চিত্ত সাধক জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। তখন জ্ঞান-লাভে সমর্থ পুরুষের পক্ষে যাবতীয় জ্ঞানসাধন অপেক্ষণীয়। তন্মধ্যে সন্ন্যাসই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সন্ন্যাসীর অবশ্য করণীয় সত্য প্রভৃতি একাদশ উৎকৃষ্ট সাধন অবিদ্যার প্রতিপক্ষরূপে উক্ত হইবে। তন্মধ্যে প্রথম সাধন বলিতেছেন।) যে বস্তু প্রমাণদ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহার যথার্থ কথনকে সত্য বলে। সেই সত্য সমস্ত সাধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট। আদরাতিশয় প্রকাশনার্থ পুনরায় 'পরং সত্যং' বলা হইয়াছে। অথবা 'পরং সত্যম্' একটী দৃষ্টান্ত। যেমন ব্রহ্ম ত্রিকালে অবাধিত, তদ্রূপ সত্য বচনও ব্যবহারিক সত্য। যিনি যাবজ্জীবন সত্যবাক্য প্রয়োগ করেন, তিনি কখনও স্বর্গলোক হইতে প্রচ্যুত হন না। মিথ্যাবাদি-গণ কোনও পুণ্যবলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেও মিথ্যাকথন হেতু স্বর্গ-ভ্রষ্ট হয়।

যেহেতু সত্যভাষণ সাধুগণের কার্য্য, তাহা পরম মোক্ষ সাধন। তাই মোক্ষকামীগণ সত্যের মধ্যেই দিব্যানন্দানুসন্ধান করেন। (একটী মত কথনান্তে দ্বিতীয় মত বলিতেছেন।) তপস্যা উৎকৃষ্ট মুক্তি সাধন, ইহা কাহারও মত। যদ্যপি তীর্থযাত্রা, জপ, হোমপ্রভৃতি বহু তপস্যা বিহিত, তথাপি তৎ সমুদয়ের মধ্যে উপবাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা নাই। উপবাসরূপ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি কঠোর তপস্যা সহ্য করিতে পারিলেও তাহা সর্বপ্রাণীরপক্ষে সুসাধ্য নহে। অতএব মুমুক্ষুগণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়াণাদি তপস্যায় নিরত থাকেন।

(তৃতীয় মত বলিতেছেন।) নিষিদ্ধ বাহ্য বিষয়সমূহ হইতে বাক্‌-চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তিকে দম বলে। উহা মোক্ষের কারণ। তাই নিষ্ঠাবন ব্রহ্মচারিগণ বিচার করিয়া সর্বদা দম অভ্যাসে নিযুক্ত থাকেন।

(চতুর্থ মত বলিতেছেন।) অন্তঃকরণের ক্রোধাদিদোষরাহিত্যের নাম শম। উৎকৃষ্ট শম মুক্তির কারণ। অরণ্যবাসী মুনিগণ এইরূপ মনে করেন। তজ্জন্য তাঁহারা শমাভ্যাসে মনোনিবেশ করেন।

(পঞ্চম মত বলিতেছেন।) স্বকীয় গো, ভূমী, হিরণ্যাদি দ্রব্য শাস্ত্রীয় বিধানে স্ব স্বত্বপরিত্যাগ পূর্বক পরস্বত্বোৎপত্তির নাম দান। সেই উত্তম দান মুক্তির কারণ। ইহা সর্বজন কতৃক প্রশংসিত। নিঃস্বার্থ দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর নাই। ইহার কারণ, লোক ধন রক্ষার্থ নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করে। অতএব মুমুক্ষুগণ গাভী, ভূমি ও সুবর্ণাদি দ্রব্য দানে নিরত থাকিবে।

(ষষ্ঠ মত বলিতেছেন।) স্মৃতি-পুরাণাদি প্রতিপাদ্য বাপী, কূপ, তড়া-গাদি নির্মাণরূপ ধর্ম এখানে অভিপ্রেত, সেই উত্তম ধর্ম মোক্ষ হেতু। ইহা অমাত্যগণপরিবৃত প্রভুগণ মনে করিয়া থাকেন। ধর্ম দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিগৃহীত, কারণ মানুষ, পশু প্রভৃতি সর্বপ্রাণী স্নান ও পানাদির দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে। ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই। অতএব প্রভুগণ ধর্মানুষ্ঠানে রত থাকেন।

(সপ্তম মত বলিতেছেন।) অপত্যোৎপাদনের নাম প্রজন। উহাই

গৃহস্থের পক্ষে উত্তম সাধন। ইহা বহু প্রাণী মনে করিয়া থাক। ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খাদি সকলেই সন্তানোৎপত্তির জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকে। তজ্জন্য এক একটি পুরুষের বহু সন্তান জন্মিয়া থাকে। অতএব অধিকাংশ প্রাণী সন্তানোৎপাদনে যত্নবান্ হইয়া থাকে।

(অষ্টম মত বলিতেছেন।) গার্হপত্যাদি উৎকৃষ্ট অগ্নিসমূহ মুক্তির কারণ। ইহা কোন বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ বলেন। অতএব অগ্ন্যাধান গৃহস্থগণের পক্ষে করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(নবম মত বলিতেছেন।) দর্শপূর্ণমাস ও জ্যোতিষ্টোমাদি অগ্ন্যাধ্যানকে যজ্ঞ বলে। এই যজ্ঞ উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলে মোক্ষলাভ হয়। ইহা অন্য বেদার্থবিদগণ বলিয়া থাকেন। ইহার কারণ, দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এখনও কোন বেদজ্ঞ পূর্বোক্তযজ্ঞে নিরত থাকেন।

(দশম মত বলিতেছেন।) যে সকল অগ্নির আধান করা হইয়াছে, তৎসমুদয় অগ্নিতে সায়ং ও প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় হোমকে অগ্নিহোত্র বলে। উত্তমরূপে অগিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিলাভ হয়। ইহা কোন কোন বেদার্থ-বিৎ বলিয়া থাকেন। অতএব কেহ কেহ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে নিযুক্ত থাকেন।

(একাদশ মত বলিতেছেন।) মনঃ দ্বারা নিষ্পাদ্য উপাসনার নাম মানস। সেই উত্তম মানসউপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। ইহা সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ বলিয়া থাকেন।

অতএব বেদজ্ঞ ও উপাসনাতাৎপর্য্যবিদ্‌গণ মানস উপাসনায় নিযুক্ত থাকেন।

(দ্বাদশমত বলিতেছেন।) পূর্বকাণ্ডে যে সমস্ত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে আরুণি, জাবাল প্রভৃতি উপনিষদুক্ত বিধানে পরিত্যাগের নাম সন্ন্যাস। তাহা উত্তমরূপে সাধিত হইলে মোক্ষলাভ হয়। ইহা হিরণ্যগর্ভ মনে করেন। হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মস্বরূপ, পূর্বমতানুসারে

জীবরূপ নহে। যদিও হিরণ্যগর্ভ দেহধারী, তথাপি, পরমাত্মাই হিরণ্যগর্ভ। ইহার কারণ, পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে বেদজ্ঞান দিয়াছিলেন। সুতরাং পরমেশ্বরের সদৃশ তাঁহার বেদজ্ঞান থাকায় তাঁহাকে তৎস্বরূপ বলা অনচিৎ নহে। পূর্বোক্ত সত্যাদি মানসান্ত যে সকল তপস্যা কথিত হইল, তৎসমস্ত সন্ন্যাস অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা সর্বোত্তম। একমাত্র বৈদিক সন্ন্যাসই সমস্ত সাধনকে অতিক্রম করিয়াছে। অতএব সন্ন্যাসই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন।

(উক্ত উত্তম সাধনের উপসংহার করিতেছেন।) যে পুরুষ এইরূপে অন্যান্য সাধন অপেক্ষা সন্ন্যাসের উৎকৃষ্টত্ব জানেন, তাঁহার পক্ষে ইহা রহস্য বিদ্যা। অষ্টসপ্ততিতমোঽনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।

একোনশীতিতমোঽনুবাকঃ

(১) প্রাজাপত্যো হারুণিঃ সুপর্ণেয়ঃ প্রজাপতিং পিতরমুপসসার কিং ভগবন্তঃ পরমং বদন্তীতি তস্মৈ প্রোবাচ। সত্যেন বায়ুরাবাতি সত্যেনাদিত্যো রোচতে দিবি সত্যং বাচঃ প্রতিষ্ঠা সত্যে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ সত্যং পরমং বদন্তি। তপসা দেবা দেবতামগ্র আয়ন্স্তপসাঋষয় সুবরন্ববিন্দন্স্তপসা সপত্নান্ প্রণুদামারাতীস্তপসি সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ তপঃ পরমং বদন্তি। দমেন দান্তাঃ কিল্বিষমবধূন্বন্তি দমেন ব্রহ্মচারিণঃ সুবরগচ্ছন্দমো ভূতানাং দুরাধর্ষং দমে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ তস্মাদ্দমঃ পরমং বদন্তি। শমেন শান্তাঃ শিবমাচরন্তি শমেন নাকং মুনয়োঽন্ববিন্দঞ্ছমো ভূতানাং দুরাধর্ষং শমেসর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাচ্ছমঃ পরমম্ বদন্তি। দানং যজ্ঞানাং বরূথং দক্ষিণা লোকে দাতারং সর্বভূতান্যুপজীবন্তি দানেনারাতীরপানুদন্ত দানেন দ্বিষন্তো মিত্রা ভবন্তি দানে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্দানং পরমম্ বদন্তি। ধর্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে

ধর্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি ধর্মেণ পাপমপনুদতি ধর্মে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্মং পরমম্ বদন্তি। প্রজননং বৈ প্রতিষ্ঠা লোকে সাধুপ্রজায়াস্তন্তুং তন্বানঃ পিতৃণামনৃণো ভবতি তদেব তস্যানৃণং তস্মাৎ প্রজননং পরমম্ বদন্তি। অগ্নয়ো বৈ ত্রয়ী বিদ্যা দেবযানঃ পন্থা গার্হপত্য ঋক্ পৃথিবী রথন্তরমন্বাহার্যপচনঃ যজুরন্তরিক্ষং বামদেব্যমাহবনীয়ঃ সাম সুবর্গো লোকোবৃহৎ তস্মাদগ্নীন্ পরমম্ বদন্তি। অগ্নিহোত্রং সায়ং প্রাতর্গৃহাণাং নিষ্কৃতিঃ স্বিষ্টং সুহুতং যজ্ঞক্রতূনাং প্রায়ণং সুবর্গস্য লোকস্য জ্যোতিস্তস্মাদগ্নিহোত্রং পরমম্ বদন্তি ॥ ১ ॥

দীপিকা। ইমমেবার্থমাখ্যায়িকয়াহ প্রাজাপত্য ইতি। প্রজাপতের্গোত্রাপত্যম্। অরুণঃপিতা সুপর্ণা মাতা। আদিত্যো রোচতে দিবীত্যেকং বাক্যং সত্যং বাচঃ প্রতিষ্ঠেত্যপরম্॥ দেবতাং দেবভাবম্। তপস ঋষয় ইত্যত্র "ঋত্যকঃ" (পাণিনী ৬.১.১২৮) ইতি প্রকৃতি ভাবো হ্রস্বশ্চ। সুবরন্ববিন্দন্ স্বঃ স্বর্গং প্রাপ্তাঃ। সপত্নাণ্প্রণুদাম নিরাকুর্মঃ। অরাতীরাতিরহিতানদাতৄন্॥ শিবং বিহিতম্। শমঃ পরমং শান্তিঃ পরমসাধনমিতি বদন্তি ধার্মিকা ইত্যর্থঃ॥ বরুথং মুখ্যাবয়বো দক্ষিণা সা মিত্রা মিত্রাণি "শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি" শেলুর্ক্ (পাণিনী ৬.১.৭০)॥ বিশ্বস্য সর্বস্য। প্রজননং প্রজোৎপাদনং প্রতিষ্ঠা বংশহস্থাস্পদম্। সাধু প্রজাবাঙ্শুদ্ধমাতৃতঃ সুশীলাপত্যবান্। তন্তুং তন্বানঃ সন্তানং বিস্তারয়ংস্তদেব সন্তানোৎপাদনমেবানৃণমানৃণ্যম্। অগ্নীনামুক্ত আধাতব্যত্বে হেতুমাহ অগ্নয়ো বা ইতি। দেবযানঃ পন্থাস্তৎ প্রাপকত্বাৎ। তদুক্তম্। "অগ্নির্জ্যোতিরহঃশুক্ল" ইত্যাদিকোঽগ্নিঃ (গীতা ৮.২৪)। কা বিদ্যেত্যপেক্ষায়ামাহ গার্হপত্যমৃগিত্যাদিলিংগব্যত্যয়ঃ। অন্বাহার্যপচনো দক্ষিণাগ্নিঃ। বৃহদ্বৃহৎসাম। ইয়উপাসনাগ্নিঃহোত্রাদন্যেত্য পৃথগুপাদনম্। পরমং শ্রেষ্ঠ সাধনং। অগ্নিহোত্রমিতি। সায়ম্প্রাতশ্চহুতমগ্নিহোত্রং স্বিষ্টং সম্যাগিষ্টং কৃতং সদগৃহানাং নিষ্কৃতির্গৃহপ্রযুক্তপাপস্য নিস্তরণোপায়ঃ। কিঞ্চ যজ্ঞানামসোমকানাং ক্রতূনাং

সসোমকানাং চ প্রায়ণং প্রকৃষ্টময়নমুপায়োঽগ্নিহোত্রং বিনা তদনধিকারাৎ। সুবর্গস্য স্বর্গস্য লোকস্য জ্যোতির্মার্গ প্রদর্শকম্॥ ১॥

(২) যজ্ঞ ইতি যজ্ঞো হি দেবানাং যজ্ঞেন হি দেবা দিবং গতা যজ্ঞেনাসুরানপানুদন্ত। যজ্ঞেন হি দ্বিষন্তো মিত্রা ভবন্তি যজ্ঞে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্যজ্ঞং পরমং বদন্তি। মানসং বৈ প্রাজাপত্যং পবিত্রং মানসেন মনসা সাধু পশ্যতি মনসা ঋষয়ঃ প্রজা অসৃজন্ত মানসে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মান্ মানসং পরমং বদন্তি। ন্যাস ইত্যাহুর্মনীষিণো ব্রহ্মাণম্। ব্রহ্মা বিশ্বঃ কতমঃ স্বয়ম্ভূঃ প্রজাপতিঃ সংবৎসর ইতি। সংবৎসরোঽসাবাদিত্যো য এষ আদিত্যে পুরুষঃ স পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাত্মা। যাভিরাদিত্যস্তপতি রশ্মিভিস্তাভিঃ পর্জন্যো বর্ষতি পর্যন্যেনৌষধি-বনস্পতয়ঃ প্রজায়ন্ত ওষধিবনস্পতিভিরন্নং ভবত্যন্নেন প্রাণাঃ প্রাণৈর্বলং বলেন তপস্তপসা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধয়া মেধা মেধয়া মনীষা মনীষয়া মনো মনসা শান্তিঃ শান্ত্যা চিত্তং চিত্তেন স্মৃতিঃ স্মৃত্যা স্মারং স্মারেণ বিজ্ঞানং বিজ্ঞানে-নাত্মানং বেদয়তি। তস্মাদন্নং দদন্ সর্বাণ্যেতানি দদাত্যন্নাৎপ্রাণা ভবন্তি ভূতানাং প্রাণৈর্মনো মনসশ্চ বিজ্ঞানং বিজ্ঞানাদানন্দো ব্রহ্মযোনিঃ। স বা এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা যেন সর্বমিদং প্রোতং পৃথিবী চান্তরিক্ষং চ দ্যৌশ্চ দিশশ্চাবান্তরদিশাশ্চ স বৈ সর্বমিদং জগৎ॥ ১॥

দীপিকা। যজ্ঞ ইতি। প্রশংসন্তীত্যন্বয়ঃ। যজ্ঞো হি দেবানাং দেবস্বামিক ইত্যর্থঃ। কুত ইত্যত আহ যজ্ঞেন হীতি। প্রাজাপত্যং প্রজাপতির্দেবতাস্য তৎ পবিত্রং সৎ প্রশংসন্তি। তত্র হেতুর্মানসেনেতি। মন এব মানসং প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থেঽন্। তেন তস্য ব্যাখ্যানং মনসেতি। ন্যাসঃ সন্ন্যাস এব শ্রেষ্ঠতম ইত্যাহুর্মণীষিণো ব্রহ্মাণং প্রতি। ব্রহ্মা বিশ্বঃসর্বঃ কতম ইতি ব্রহ্মশব্দস্যানে-কার্থত্বাৎপ্রশ্নঃ। স্বয়ম্ভূঃ প্রজাপতিঃ সংবৎসর ইতি যঃ সংবৎসরঃ স স্বয়ম্ভূঃ

প্রজাপতিঃ। সংবৎসর ক ইত্যত আহ সংবৎসরোঽসাবাদিত্যো মণ্ডলাত্মা। য এব আদিত্যে পুরুষো বর্ত্ততে স পরমে তিষ্ঠতীতি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাত্মা। ইদং কতম ইত্যস্তোত্তরম্। যাভীরশ্মিভিরাদিত্যস্তপতি তাভিঃ পর্যন্যো মেঘো বর্ষতি। শ্রদ্ধাদীনামুত্তরোত্তরাবস্থা মেধাদয়ঃ। স্মারং স্মৃতিকর্ম। ব্রহ্মযোনির্ব্রহ্মোপঃ। পঞ্চধা পঞ্চেন্দ্রিয়ভেদেন পঞ্চাত্মা পঞ্চভূতাত্মা। প্রীতং ব্যাপ্তম্। সর্বৈঃ পুরুষৈঃ সর্বং জগৎপ্রত্যেকং ব্যাপ্তম্॥ ১॥

(৩) সভূতং স চ ভব্যং জিজ্ঞাসাসক্তিপূরিতং জারয়িষ্ঠাঃ। শ্রদ্ধা-সত্যো মহস্বাস্তমসোপরিষ্টাত্ জ্ঞাত্বা তমেবং মনসা হৃদা চ ভূয়ো ন মৃত্যুমুপয়াহি বিদ্বান্। তস্মান্ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ॥ ১॥ বসুরণ্বো বিভূরসি প্রাণে ত্বমসি সন্ধাতা ব্রহ্মন্ ত্বমসি বিশ্বসৃক্ তেজোদাস্ত্বমস্যগ্নেরসিবর্চোদাস্ত্বমসি সূর্যস্য দ্যুম্নোদাস্ত্বমসি চন্দ্রমসঃ। উপযাম গৃহীতোঽসি। ব্রহ্মণে ত্বা মহসে ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। এতদ্বৈ মহোপনিষদং দেবানাং গুহ্যম্। য এবং বেদ ব্রহ্মণো মহিমান-মাপ্নোতি তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানমিত্যুপনিষৎ॥ ২॥

দীপিকা। উপদেশ দ্বারা ন্যাসস্যোৎকর্ষমাহ সভূতমিতি। ভূতভব্যাভ্যাং সহিতং পুরুষং জিজ্ঞাস জ্ঞাতুমিচ্ছ। আসক্তিপূরিতং জারয়িষ্ঠাঃ। আসক্ত্যা আসংগেন পূরিতং বহুলীকৃতং জারয়িষ্ঠা জীর্ণং কুথাঃ। সঙ্গং ত্যক্ত্বা সংসারং তনুকুরু। শ্রদ্ধাসত্যঃ শ্রদ্ধা চ সত্যং চ তেঽস্য স্তঃ শ্রদ্ধাসত্যঃ। মহস্বান্মহোঽ-স্যাস্তি তপসা কায়ক্লেশসাধ্যেন। উপরিষ্টা ল্লোকোপরিবর্তমানং তমাত্মানমেবমুক্ত-প্রকারেণ জ্ঞাতা সাক্ষাৎকৃত্য। কেন। মনসা হৃদা চ বুদ্ধিচিত্তাভ্যাং সাক্ষাৎকৃত্য ভূয়ো মৃত্যুং নোপযাহি বিদ্বাংস্ত্বদর্শীতি প্রজাপতেরারুণিং প্রত্যুপসংহারঃ। তস্মাৎ কারণান্ন্যাসং সন্ন্যাসমেবৈষাং দ্বাদশানাং তপসাং মধ্যেঽতিরিক্তমধিক-মাহুর্ব্রহ্মা ইতিশ্রুতের্বচঃ॥ ১॥

নারায়ণ স্তাবকং মন্ত্রান্তরমাহ বসুরণ্য ইতি। বসুর্নিবাসভূমিঃ। অন্যোঽন্

শব্দে স্থত্যঃ। বিভূর্বিভবতি বিভূরসি। প্রাণে সন্ধাতা ত্বমসি। ব্রহ্মন্ বিশ্বসৃক ত্বমসি। অগ্নেস্তেজো দদাতি তেজোদাত্বমসি। সূর্য্যস্য বর্চাংসি দদাতি বর্চোদাস্তু-মসি। চন্দ্রমস ইন্দোর্দ্যুম্নাংসি দদাতি দ্যুম্নোদাঃ কান্তিপ্রদস্ত্বমসি। বয়ং ত্বামুপয়াম প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামহে। ধ্যানেন পুরঃ পরিকল্প্যাহ গৃহীতোঽসি নির্ধারিতোঽসি। ব্রহ্মণে ত্বা মহস ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীতেতি ব্রহ্মণে মহসে তেজসে তৎপ্রাপ্ত্যর্থং ত্বাং নারায়ণমাত্মানমোমিতি যুঞ্জীর্তোকারেণোপাস্যতয়া সম্বধ্নীয়াৎ। এতন্ মহানারায়ণীয়ং মহদুপনিষদং দেবানামপি গুহ্যং গোপ্যম্। য উপাসক এবং দেবানাং গুহ্যমিতি বেদ স ব্রহ্মণোমহিমানমুপাসকোঽপি প্রাপ্নোতি। আদরার্থমাহ তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানমিত্যাপ্নোতীত্যনুষংগ। ইত্যুপনিষদিত্যুপসংহারঃ ॥ ২ ॥

মন্ত্রার্থ—(১) প্রজাপতির ঔরসে সুপর্ণানাম্নীপত্নীর গর্ভজাত পুত্র আরুণি স্বপিতা প্রজাপতির নিকট গমনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে প্রজাপতে, ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ মোক্ষসাধনসমূহের মধ্যে কোনটিকে পরম সাধন বলেন? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রজাপতি স্বপুত্র আরুণিকে উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

সত্যের দ্বারাই বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কারণ তিনি পূর্ব্বজন্মে মনুষ্যশরীর ধারণ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সত্যপালন করিয়া ফলস্বরূপ বায়ুদেবতা হইয়া অন্তরিক্ষে বিচরণ করিতেছেন, এই সূর্য্য পূর্ব্বজন্মে নরদেহ ধারণ করিয়া সত্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবতারূপে দ্যুলোকে প্রকাশিত। এই সত্যকথন বাগিন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা বা অয়ন স্থান। যদি বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা মিথ্যা বাক্য উচ্চারিত হয়, তবে লোকে তাহা স্বীকার করেনা। সত্য বাক্যে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত। সেইহেতু কোন কোন মহর্ষি বলেন, সত্যকথন মোক্ষের উত্তম সাধন।

প্রজাপতির বাক্যশ্রবণে আরুণি সন্তুষ্ট না হওয়ায় পিতা পুত্রকে দ্বিতীয় সাধন বলিতেছেন। ইদানীং স্বর্গে অগ্নি ও ইন্দ্রাদি যে দেবগণ বিদ্যমান, তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে অন্নত্যাগরূপ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদির তপস্যা করিয়া এখন দেবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্তরূপে বশিষ্ঠাদি মুনিবৃন্দ পুর্ব্বকৃত তপোবলে স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। এখন আমরা অভিচাররূপ তপস্যার দ্বারা মদীয় শত্রুগণকে

দূরীভূত করিব। অন্যান্য সিদ্ধিসমূহও তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত। ইহার অর্থ, তপোবলে সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয়। উক্ত কারণে কোন কোন মহর্ষি বলেন, তপস্যাই মোক্ষলাভের উৎকৃষ্ট সাধন।

পূর্ববৎ তপস্যার মোক্ষ সাধনত্ব বিষয়ে আরুণি অপরিতুষ্ট দেখিয়া প্রজাপতি তৃতীয় সাধন বলিতেছেন। বাহ্যেন্দ্রিয় দমনশীল সাধকগণ দম বা বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা স্বীয় পাপ বিনাশ করেন। নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিগণ দম সাধন দ্বারা স্বর্গগামী হইয়াছেন। দম সর্ব্বভূতের দুঃসহ সাধন। সর্ব্ব ফল দমে প্রতিষ্ঠিত। সেই হেতু কেহ কেহ বলেন, দম মোক্ষলাভের পরম সাধন।

এখন চতুর্থ সাধন শম ব্যাখ্যা করিতেছেন। চিত্তগত ক্রোধাদিরহিত সাধকগণ অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা মঙ্গলময় পুরুষার্থের অনুষ্ঠান করেন ও শান্ত হন। নারদাদিমুনিবৃন্দ শম সাধনে স্বর্গপ্রাপ্ত হন। শম সর্ব্বভূতের দুঃসহ সাধন এবং শমে সর্ব্ব ফল প্রতিষ্ঠিত। সেই হেতু মহর্ষিগণ বলেন, শম মোক্ষলাভের পরম সাধন।

গো-সুবর্ণাদি দান যজ্ঞের দক্ষিণা বলিয়া দান শ্রেষ্ঠ। লোকে বেদবিৎ এবং অজ্ঞব্যক্তি সকলেই দাতাকে আশ্রয়পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন। রাজন্যবৃন্দ ধনদানে যুদ্ধাভিলাষী সৈন্যগণকে বিমুখ করেন। দ্বেষকারী জনগণ ধনলাভে পরিতুষ্ট হইয়া মিত্র হয়। দানে সর্বফলসুনিহিত। অতএব মহর্ষিগণ দানকে মুক্তিলাভের পরম সাধন বলেন।

শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বাপী-কূপ-তড়াগাদি নির্ম্মাণরূপ ধর্ম্ম সমস্ত জগতের আশ্রয়। অতএব প্রজাগণ ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ার্থ ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষের নিকট গমন করেন। তাঁহারা চান্দ্রায়নাদি প্রায়শ্চিত্তরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে পাপ মুক্ত হন। ধর্ম্ম সাধনে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। অতএব মহর্ষিগণ বলেন, ধর্ম্মই মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট সাধন।

পুত্র-প্রজননই প্রতিষ্ঠা, গৃহকৃত্যনির্ব্বাহ ও বংশ রক্ষার উপায়। শাস্ত্রীয় ধর্ম্মানুসারে পুত্র-পৌত্রাদিরূপ প্রজাগণের বিস্তার সাধন পূর্ব্বক মানুষ মৃত পিতা ও পিতামহগণের ঋণ শোধ করিয়া থাকেন। পুত্রাদি উৎপাদন

পিতৃঋণ ও মাতৃঋণাদি পরিশোধের একমাত্র কারণ। মহর্ষিগণ পুত্রাদি প্রজননকে সপ্তম মোক্ষসাধন বলেন।

অষ্টম সাধন বলিতেছি—। গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় অগ্নিত্রয় বেদত্রয় তুল্য। কারণ এই তিন অগ্নি বেদত্রয়ে বিহিত এবং বেদোক্ত কর্ম্মের সাধন। সেই অগ্নিত্রয় দেবযান মার্গ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক অগ্নিত্রয়ের উপাসনা করিলে দেবত্বপ্রাপক মার্গে গমন করা যায়। উল্লিখিত অগ্নিত্রয়ের মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি ঋগ্বেদরূপ, পৃথিবীলোকরূপ এবং রথন্তরসামাত্মক। দক্ষিণাগ্নি যজুর্ব্বেদরূপ, অন্বাহার্য্যপচন, অন্তরিক্ষলোকরূপ ও বামদেব্যসামাত্মক। আহবনীয় অগ্নি সামবেদরূপ, স্বর্গলোকরূপ ও বৃহৎসামাত্মক। অতএব মহর্ষিগণ অগ্নিত্রয়কে মুক্তিলাভের পরম সাধন বলেন।

প্রজাপতি নবম সাধন বলিতেছেন—সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র গৃহস্থের নিত্যকর্ম্মোদ্ভূত পাপরাশিনাশক। অগ্নিহোত্রের অভাব ঘটিলে ক্ষুধিত অগ্নি গৃহ দগ্ধ করে। অগ্নিহোত্র উৎকৃষ্ট যাগরূপ এবং উত্তম হোমরূপ। দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগকে যাগ বলে। অগ্নিতে সেই দ্রব্য প্রক্ষেপের নাম হোম। অপিচ, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও ক্রতুসমূহের প্রারম্ভ। অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢ়পশুবন্ধ ও সৌত্রামণী এই সপ্ত হবির্যজ্ঞ। ক্রতুশব্দ যূপযুক্ত সোমযাগসমূহে রূঢ়। অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, অপ্তোর্যাম এই সপ্ত সোমসংস্থা ক্রতু। সেই সমস্ত যজ্ঞ ও ক্রতুর আরম্ভক অগ্নিহোত্র। এইহেতু অগ্নিহোত্র স্বর্গলোকের প্রকাশক-রূপ আলোকস্তম্ভ। তজ্জন্য মহর্ষিগণ অগ্নিহোত্রকে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া থাকেন।

(২) প্রজাপতি দশম সাধন বলিতেছেন—কেহ কেহ বলেন, যজ্ঞই উৎকৃষ্ট সাধন। দেবগণ পূর্ব্ব জন্মে মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া অনুষ্ঠিত যজ্ঞদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবগণ যজ্ঞবলে অসুরবৃন্দকে বিনাশ করিয়াছেন। অপিচ

সর্ব্বাভীষ্টফল প্রাপ্তির উপায়ভূত জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞদ্বারা দ্বেষকারি শত্রুগণও মিত্র হয়। যজ্ঞে সর্ব্বফল প্রতিষ্ঠিত। অতএব মহর্ষিগণ যজ্ঞকে মুক্তিলাভের পরম সাধন বলেন।

প্রজাপতি একাদশ সাধন বলিতেছেন। পবিত্র মানস উপাসনা প্রজাপতি-প্রাপ্তির সাধন ও চিত্তশুদ্ধির কারণ। সিদ্ধযোগী উপাসনারত অন্তঃকরণ দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও ব্যবহিত বস্তুসমূহ দেখিতে পান। একাগ্রচিত্ত বিশ্বামিত্রাদি ঋষিবৃন্দ সঙ্কল্পমাত্রে বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্তই মানস উপাসনায় প্রতিষ্ঠিত। অতএব মহর্ষিগণ মানস উপাসনাকে মুক্তিপ্রাপ্তির পরম সাধন বলেন।

প্রজাপতি আরুণিকে দ্বাদশ সাধন বলিতেছেন। বুদ্ধিমান্ স্মৃতিশাস্ত্রকার মহর্ষিগণ মোক্ষলাভের পরম সাধন সন্ন্যাসকে হিরণ্যগর্ভরূপ বলেন।

সন্ন্যাসস্বরূপের স্তুত্যর্থ সন্ন্যাসলভ্য হিরণ্যগর্ভ রূপের বর্ণনা করিতেছেন। হিরণ্যগর্ভ সমস্ত জগৎ স্বরূপ, সূক্ষ্মতম, মাতাপিতা ব্যতীত স্বয়মুৎপন্ন এবং প্রজাপালক, সংবৎসররূপ কালাত্মক, এমনকি সর্ববস্তুরূপ, ইহা বুঝিয়া লইবে।

পুনঃ সন্ন্যাসস্তুতির নিমিত্ত হিরণ্যগর্ভের অবয়বভূত সংবৎসরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। সংবৎসররূপ কাল সূর্য্যস্বরূপ। যে পুরুষ আদিত্যমণ্ডলে বিরাজমান, তিনি হিরণ্যগর্ভ; ইহার কারণ, আদিত্যমণ্ডলদ্বারা হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্তি হয়। সেই হিরণ্যগর্ভ জগতের কারণ এবং সকলের আত্মা।

[এইরূপে সূর্য্যদ্বারা সংবৎসরকে প্রশংসা করিয়া সর্বকর্মের ব্যবহারের কারণ কথনান্তে সূর্য্যমণ্ডলদ্বারা সংবৎসরের প্রশংসা করিতেছেন।] সূর্য্য যে উষ্ণকিরণ জালদ্বারা প্রখর তাপ প্রদান করেন, সেই উষ্ণ রশ্মি সমূহদ্বারা পৃথিবীস্থ জল গ্রহনান্তে বর্ষণ করেন। সেই বৃষ্টিজলদ্বারা ব্রীহিআদি ওষধি-সমূহ ও অশ্বত্থাদি বনস্পতিসমূহ উৎপন্ন হয়। ওষধি ও বনস্পতির দ্বারা ভোজ্য অন্ন উৎপন্ন হয়। সেই অন্নদ্বারা প্রাণ পুষ্ট হয়। পুষ্ট প্রাণ দ্বারা

শরীরে বল বর্দ্ধিত হয়। উক্ত বলদ্বারা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদিরূপ তপস্যা সম্পাদিত হয়। তপোবলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা সাধনে চিত্ত সমাহিত হইলে ধারণাশক্তিরূপ মেধা জন্মে। মেধাদ্বারা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিবলে সতত তত্ত্ববিষয়ক মনন আবির্ভূত হয়। তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে তত্ত্ববিষয়ে মনন উৎপন্ন হয়। মনন অভ্যাসে চিত্ত ক্রোধাদিরহিত হইলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। লোক তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তত্ত্ববিষয়ে স্মৃতি লাভ করে। সেই স্মৃতিরদ্বারা সাধক বিজাতীয় প্রত্যয়রহিত বিশিষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানদ্বারা মানব সর্বদা পরমাত্মাকে অনুভব করিয়া থাকেন। যেহেতু অন্নই প্রাণবলাদি পরম্পরাক্রমে পরমাত্মা উপলব্ধির কারণ, অতএব যিনি এবংবিধ অন্নদান করেন, তিনি প্রাণাদি অনুভব পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু দান করেন বলিতে হইবে। অন্ন হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়, প্রাণ হইতে মনঃ, মনঃ হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে পরমানন্দ সম্ভূত হয় এবং সেই পরমানন্দই জগৎ কারণ ব্রহ্ম। অথবা 'ব্রহ্মযোনি' একটি পদ। সেই আনন্দই বেদের কারণ। এই পক্ষে ব্রহ্মশব্দের অর্থ বেদ। গীতাতেও বেদ ব্রহ্মনামে কথিত।

পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসের স্তুতির নিমিত্য সন্ন্যাস সাধনে প্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের প্রশংসা করিতেছেন।

'যে পুরুষ সন্ন্যাসদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তিনি ভূত, ইন্দ্রিয়, প্রধান, জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই কয়েকটি আত্মস্বরূপে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপ ধারণ করেন। সূত্রে গ্রথিত মণিগণতুল্য ব্রহ্মস্বরূপ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত আছে। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, পূর্বাদিদিক্, নৈঋ‍্র্তাদি মধ্যদিক —সমস্ত জগৎ পরমেশ্বররূপ। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। ইহার অর্থ, এই দৃশ্য জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম। তিনিই অতীত, ভবিষ্যৎ জগতের স্বরূপ।

(৩) এই ব্রহ্মপুরুষের স্বরূপ বেদান্তজ্ঞানদ্বারা নিশ্চিত হয়। তিনি সত্য দ্বারা জ্ঞাত, অর্থাৎ পুরুষের স্বরূপ সত্যবলে উপলব্ধ হয়। তিনি শ্রদ্ধা, সত্য ও স্বয়ং-প্রকাশস্বরূপ। অতএব তিনি সংসার কারণ অজ্ঞান মুক্ত বলিয়া তদুপরি বিদ্যমান

আছেন।

(উক্তরূপে সন্ন্যাস পূর্বক জ্ঞানযুক্ত পুরুষের প্রশংসা করিয়া প্রজাপতি জ্ঞানরূপ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।)

হে আরুণে, তুমি আত্মাকে হৃদয়স্থ মন সহায়ে পূর্বোক্ত সন্ন্যাসরূপ সাধন বলে জানিয়া জ্ঞান লাভান্তে আবার মৃত্যু প্রাপ্ত হইও না। ইহার কারণ, জ্ঞানীর বর্ত্তমান দেহপাত ঘটিলে পুনর্জন্ম হয় না। সুতরাং জ্ঞানীর মৃত্যুও নাই।

(উপসংহারে প্রজাপতি প্রিয় পুত্রকে বিবিধ সন্ন্যাস কীর্ত্তন করিতেছেন।)

যে হেতু সন্ন্যাসই মুক্তি লাভের অন্তরঙ্গ সাধন, সেইহেতু মনীষিবৃন্দ সত্য ও তপস্যাদির মধ্যে সন্ন্যাসকেই উৎকৃষ্ট সাধন বলেন।

(সন্ন্যাস গ্রহনান্তে প্রণব জপদ্বারা আত্মাতে সমাধি বিধানার্থ সেই সমাধিতে বিঘ্ন পরিহার নিমিত্ত সকলের কারণ কথনান্তে প্রথমে অন্তর্য্যামীর স্তুতি প্রদর্শন করিতেছেন।) হে অন্তর্যামিন্, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বস্তুতত্ত্বের উপদেশ প্রদান কর। তুমি হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্ প্রভৃতি বিবিধরূপে বিরাজমান। তুমি প্রাণবায়ুর সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ স্থাপন কর। তুমি ব্রহ্মাণ্ডধারক বায়ুরূপে বিদ্যমান। তুমি ভূলোকবর্ত্তী অগ্নিকে ও চন্দ্রকে প্রকাশ-রূপ ধন দান কর। তুমি সর্বযাগে সোমরূপে পরিণত হইয়া মৃন্ময়-দারুময় পাত্রের দ্বারা গৃহীত হও। আমি জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তির নিমিত্ত তোমার ভজনা করি।

(এইরূপে অন্তর্য্যামীর স্তব করিয়া বিঘ্নবিহীন সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে সমাধি বিধান করিতেছেন।) ত্রিমাত্র ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক যোগী বেদান্ত-প্রতিপাদ্য আত্মাকে চিত্তে স্থাপন করিবেন।

(প্রজাপতি সমাধির উপায়ভূত ওঙ্কারের প্রশংসা করিতেছেন।) এই প্রণব সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য। ইহা একাক্ষর ব্রহ্ম মন্ত্র। ইহা ইন্দ্রাদি দেবগণেরও গুহ্য বস্তু। ইহার কারণ, তাঁহারা শমদমাদির অধিকাররূপ সম্পদ

রহিত অযতিকে প্রণবের উপদেশ প্রদান করেন না।

(পূর্ব্বোক্ত ওঙ্কার জপে প্রাপ্ত সমাধিজনিত তত্ত্বজ্ঞানের ফল প্রজাপতি প্রদর্শন করিতেছেন।) যিনি সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক প্রণব জপ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বে চিত্তসমাধান করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদিত মহাবাক্যোক্তপ্রকারে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত আছেন, সেই জ্ঞানী নিজে জীবত্বপ্রাপক পরিচ্ছিন্নভাব ত্যাগান্তে দেশ, কাল ও নিমিত্ত পরিচ্ছেদরহিত ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জীবত্বকৃত ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয়, ব্রহ্মস্বভাব আবির্ভূত হয়, অনন্তর জীবন্মুক্ত হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রারব্ধ ভোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যার নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে, তখন অবিদ্যা ও তৎসৃষ্ট বাসনা তিরোহিত হওয়ায় পরব্রহ্মের মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিদেহকৈবল্য লাভ করেন।

(সন্ন্যাসপূর্ব্বক তত্ত্ববিদ্যার উপসংহার করিতেছেন।) অতীত গ্রন্থে যে বিদ্যা কথিত হইয়াছে, তাহা রহস্য বিদ্যা।

অশীতিতমোঽনুবাকঃ

তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী শরীরমিধ্মমুরো বেদির্লোমানি বর্হির্বেদঃ শিখা হৃদয়ং যূপঃ কাম আজ্যং মন্যুঃ পশুস্ত-পোঽগ্নির্দমঃ শময়িতা দক্ষিণা বাগ্ঘোতা প্রাণ উদ্গাতা। চক্ষুরধ্বর্য়ুর্মনো ব্রহ্মা শ্রোত্রমগ্নীৎ। যাবদ্ধ্রিয়তে সা দীক্ষা যদশ্নাতি তদ্ধবির্যৎ পিবতি তদস্য সোমপানং যদ্রমতে তদুপসদো যৎ সঞ্চরত্যুপবিশত্যুত্তিষ্ঠতে চ স প্রবর্গ্যো যন্মুখং তদাহবনীয়ো যা ব্যাহৃতি রাহুতির্যদস্য বিজ্ঞানং তজ্জু-হোতি যৎ সায়ং প্রাতরত্তি তৎ সমিধং যৎ সায়ম্ প্রাতর্মধ্যন্দিনং চ তানি সবনানি। যে অহোরাত্রে তে দর্শপূর্ণমাসৌ যে অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ তে চাতুর্মাস্যানি য ঋতবস্তে পশুবন্ধা যে সংবৎসরাশ্চ পরিবৎসরাশ্চ তেঽহর্গণাঃ

সর্ববেদসং বা এতৎ সত্রং যন্মরণং তদবভৃথঃ। এতদ্বৈ জরামর্যমগ্নিহোত্রং সত্রং য এবং বিদ্বানুদগয়নে প্রমীয়তে দেবনামেব মহিমানং গত্বাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছত্যথ যো দক্ষিণে প্রমীয়তে পিতৃণামেব মহিমানং গত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং গচ্ছতি। এতৈ বৈ সূর্যাচন্দ্রমসোর্মহিমানৌ ব্রাহ্মণো বিদ্বানভিজয়তি তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমান মাপ্নোতীত্যুপনিষৎ ॥ ১ ॥

ইত্যাথর্বণীয়ে মহানারায়ণোপনিষৎ

দীপিকা। তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্য পুরুষস্যাত্মা যজমানঃ স্বামিত্বাৎ: শ্রদ্ধা পত্নী স্ত্রীত্বাৎ। শরীরমিধ্মো দীর্ঘত্বাৎ। উরো বেদিশ্চতুরস্রত্বাৎ। লোমানি বর্হির্দর্ভঃ প্রকৃত্বসাম্যাৎ। বেদো দর্ভমুষ্টিগ্রথিতঃ স শিক্ষা তদাকৃতিত্বাৎ। হৃদয়ং যূপঃ পশ্বধিষ্ঠানত্বাৎ। কাম আজ্যং স্নিগ্ধত্বাৎ। মন্যুঃ পশুর্বধ্যত্বাৎ। তপোঽগ্নির্জ্বলনাত্মকত্বাৎ। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ শময়িতা শমিতা। দক্ষিণা বাক্ প্রবীণা বাণী হোতোত্তস্রষ্টৃত্বাৎ। প্রাণ উদগাতোদ্ঘোষকত্বাৎ। চক্ষুরধ্বর্যু-র্মুখ্যত্বাৎ। মনোব্রহ্মা স্রষ্টৃত্বাৎ। শ্রোত্রমগ্নীতপরবাক্যগ্রহণপরত্বাৎ। যাবদ্ধ্রিয়তে ধৈর্যমাশ্রীয়তে সা দীক্ষা নিবৃত্তিসাম্যাৎ। যদশ্নাতি। তদ্ধবিরাহুতিসাম্যাৎ। যৎ পিবতি তদস্য সোমপানং পানসাম্যাৎ। যদ্রমতে ক্রীড়তি তদুপসদ ইষ্টিবিশেষাশ্চেষ্টাসাম্যাৎ। স প্রবর্গ্যঃ ক্রিয়াত্রয়স্য……সত্বাৎ। মুখমাহবনীয় আহুতিগ্রাহকত্বাৎ। যাশ্চাহুতীরাহুতী ইতি। যা আদ্যা আহুতীরাহুতয়ঃ। "তদ্যদ্ভক্তং প্রথমভাগচ্ছেত্তদ্ধোমীয়ং" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫.১৯.১) ইতি শ্রুত্যন্তরোক্তাঃ প্রথমগ্রাসাস্তা অগ্নিহোত্রস্যাহুতী জ্ঞাতব্যো প্রধানত্ব সামান্যাৎ। যদস্য হবিষো বিজ্ঞানং বেদনং রসাস্বাদনং তজ্জুহোতি হোমান্তঃস্থত্বসাম্যাৎ। অস্তি ভোজন ভিন্নং তৎ সমিধোঽগ্নিদীপকত্বসাম্যাৎ। তানি সবনানি কাল-সাম্যাৎ। তে দর্শপূর্ণমাসৌ শৌক্ল্যকার্ষ্ণ্যসাম্যাৎ। তে চাতুর্মাস্যানি মাসত্ব-সাম্যাৎ। তে পশু বন্ধা পশুবন্ধাণামৃতুপ্রযুক্তত্বাৎ। তেঽহর্গণাঃ সত্রাণি বহুদিন-

সাধ্যত্বসাম্যাৎ। সর্ববেদসং সর্বস্বদক্ষিণং বিদ্যাকর্ম বাসনাতিরিক্তস্য সর্বস্যাপ্যন্তে ত্যাগাৎ। যন্ মরণং তদেবাবভৃথঃ সমাপ্তি সাম্যাৎ। জরামর্যং জরামরণ পর্যন্তাবস্থায়ি। উদগয়ন উত্তরায়ণে। প্রমীয়তে ম্রিয়তে। দেবানামর্চিরাদি-মার্গেণ। দক্ষিণ দক্ষিণায়নে।

পিতৃণাং ধূমাদিমার্গেণ। যো বিদ্বান স এতৈ মার্গাবভিজয়তি তস্মাদভি-জয়ান্মহিমানং শ্বঃশ্রেয়সং প্রাপ্নোতি সদ্বাসনাবশাৎ সদেব করোতি ততো জ্ঞানদ্বারা ক্রমেণ মুক্তিমাপ্নোতীত্যর্থঃ। তস্মাদিতি পুনরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা উপনিষদ্ব্রহ্মজ্ঞানমিদম্॥ ১॥ নারায়ণ পরা বেদা দেবা নারায়ণাংপ্রজাঃ। নারায়ণ পরা লোকা নারায়ণ পরা মখাঃ। নারায়ণ পরা যোগা নারায়ণ পরং তপঃ। নারায়ণ পরং জ্ঞানং নারায়ণ পরা গতিঃ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা। অস্পষ্টপদ বাক্যানাং মহানারায়ণ-প্রভা॥ ইতি মহানারায়ণোপনিষদ্দীপিকা॥

মন্ত্রার্থ—(সন্ন্যাসই, প্রব্রজ্যাই ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন। তজ্জন্য ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত, বেদান্ত গৃহীত। তাঁহার পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান উচিৎ নহে। তত্ত্বসাক্ষাৎকার নিষ্পন্ন হইলে কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য—এই আশঙ্কা উঠিতে পারে, তাহার নিরাশার্থ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের সর্ববিধ ব্যবহারের যাগরূপত্ব বলিতেছেন। কখনও যাগের যাগাধিকার শঙ্কা হইতে পারে না। অতএব বর্ত্তমান অনুবাকে পূর্বভাগ দ্বারা যোগীর অবয়বসমূহ যজ্ঞের অঙ্গভূত দ্রব্যস্বরূপে পঠিত।) যে সন্ন্যাসী ব্রহ্মের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন, এবংবিধ জীবন্মুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধে যে যজ্ঞ বিহিত, তদীয় আত্মা যজমানসদৃশ, তদীয় অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা পত্নীস্থানীয়; শরীর কাষ্ঠতুল্য, উরুঃ বা বক্ষ বেদি স্থানীয়, লোম বর্হির্বেদ, শিখা হৃদয়, যূপ কাম, ঘৃত ক্রোধ, পশু তপঃ,অগ্নি দম, সর্বেন্দ্রিয়োপশমকারী চিত্তবৃত্তিবিশেষরূপ শময়িতা যজ্ঞের দক্ষিণা, বাগিন্দ্রিয় হোতা, প্রাণ উদ্গাতা, চক্ষু অধ্বর্য্যু, মনঃ ব্রহ্মা,

শোত্র অগ্নিং, উদ্গাতা উধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও অগ্নিৎ—ইহারা ঋত্বিক্।

(অন্তিম অনুবাকের দ্বিতীয় ভাগে যোগীব্যবহারসমূহ যে জ্যোতিষ্টোম যাগের অবয়ব ক্রিয়ারূপ, তাহা প্রদর্শিত।)

বিদ্যান ব্রহ্মজ্ঞ যাবৎকাল ভোজন না করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করেন, সেই ধৃতিকে দীক্ষানামক সংস্কার বলে। তিনি যাহা ভোজন করেন, তাহা হবিঃ। তিনি যাহা পান করেন, তাহা সোমপান। তিনি যাহা ক্রীড়া করেন, তাহা উপসদ। তিনি যে সঞ্চরণ করেন, উপবেশন করেন ও উত্থিত হন, তাহা প্রবর্গ্য। তাঁহার মুখ আহবনীয় ব্যাহৃতি, আহুতি ও বিজ্ঞান হোম স্থানীয়। সায়ং কালে ও প্রাতঃকালে ভোজনই সমিধ্। যে প্রাতঃ, মাধ্যন্দিন ও সায়ং স্নান, তাহা সবনত্রয়।

(বর্ত্তমান অনুবাকে তৃতীয় ভাগে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ সম্বন্ধে কালবিশেষের নানাবিধ কালরূপতা কথিত।)

যে প্রসিদ্ধ দিবা ও রাত্রি চলিতেছে, তাহা দর্শ ও পূর্ণমাসকালযাগস্থানীয়। যে অর্দ্ধমাস অর্থাৎ পক্ষ ও মাস, তাহারা চাতুর্মাস্যযাগস্থানীয়। ষড়ঋতু—পশুবন্ধ; সংবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও ইদ্বৎসর এই চতুষ্টয় দ্বিরাত্রাদি অহর্গণযাগ। যোগীর আয়ুঃ যতকাল থাকে, তৎকালপর্য্যন্ত এই সত্রের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। তাঁহার মরণ অবভৃথ অর্থাৎ পূর্ণাহুতি সদৃশঃ।

(বর্ত্তমান অনুবাকে চতুর্থভাগে উপাসীন যোগীর সর্বযজ্ঞাত্মক ক্রমমুক্তির ফল কথিত।) জরামরণাবধি যোগীর যে আচরণ আছে, তাহা বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি ও সহস্র সংবৎসর সাধ্য সত্ররূপ কর্ম্মস্বরূপ। যে উপাসক ইহা জানেন, তিনি উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করেন। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। তদন্তে তিনি সূর্য্যের স্বরূপ অথবা সালোক্য লাভ করেন। যে যোগী দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করেন, তিনি অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি চন্দ্রের সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। যে-

ব্রাহ্মণ সূর্য্য ও চন্দ্রের মহিমা জ্ঞাত হন, তিনি হিরণ্যগর্ভের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অনন্তর তিনি হিরণ্যগর্ভলোকে গমন পূর্ব্বক হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। তথায় জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তিনি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হন।

মহানারায়ণ উপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

দীপিকাকার নারায়ণ উক্ত দীপিকার শেষে নারায়ণের মহিমা সংক্ষেপে কীর্তনান্তে এই ভাবে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। "শ্রুতি মাত্রোপজীবী নারায়ণ কর্তৃক এই উপনিষদের মন্ত্রোক্ত অস্পষ্ট পদ—বাক্য সমূহের দীপিকা মহানারায়ণ প্রভা রচিতা"। তিনি বলেন, "নারায়ণ শ্রেষ্ঠ-বেদ। নারায়ণ দেবোত্তম। নারায়ণ শ্রেষ্ঠ ধাম। নারায়ণ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। নারায়ণ উপাসনা পরম যোগ। নারায়ণ সাধন পরম তপস্যা। নারায়ণ লাভ করিলে পরম জ্ঞান হয়। নারায়ণ প্রাপ্তিই পরাগতি। নারায়ণ স্বয়ং পরম পুরুষ।"

সমাপ্ত